হৃৎকম্পন
মাসুদ রানা
কাজী আনোয়ার হোসেন
Banglapdf.net
সেবা প্রকাশনী
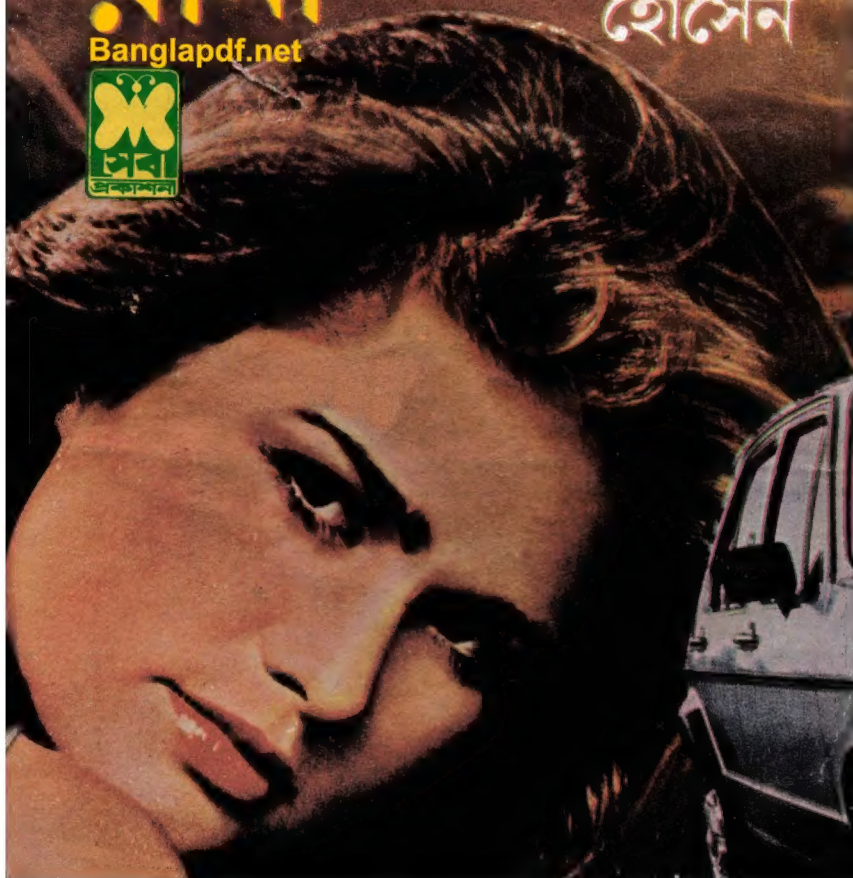
হৃৎকম্পন
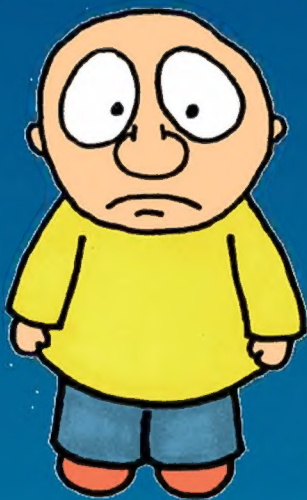
একখণ্ডে সমাপ্ত সম্পূর্ণ রোমাঞ্চ-উপন্যাস

সিরিজের অন্যান্য বই পড়া না থাকলেও বুঝতে পারবেন

কাজী আনোয়ার হোসেন

রানা-৫০

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৭৫
চতুর্থ মুদ্রণ : মে, ১৯৮৬
রচনা : বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : আসাদুজ্জামান

মুদ্রণে :
জি, এম, হেলাল উদ্দিন
নিউ অগ্রণী প্রিন্টার্স
২৩, রূপলাল দাস লেন, ঢাকা-১

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
জি, পি, ও, বক্স নং-৮৫০
দূরালাপন : ৪০৫৩৩২

শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১

HRITKAMPON
By Qazi Anwar Husain
Masud Rana-50

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে-কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চির-নবীন যুবকটির সাথে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য প্রতীকী জগতে।
আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক।
জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে
এর কোনও সম্পর্ক নেই।

॥ লেখক ॥

এক

ওয়াবাশ অ্যাভিন্যু আর মারশাল ফিল্ড অ্যাণ্ড কোম্পানির মাঝামাঝি একটু নিরালা এক গলির মুখে অবস্থিত হিলো বারে তৃতীয় দিনের মত প্রবেশ করল রানা। দুপুর গড়িয়ে গেছে, বার একদম ফাঁকা। বিল নামের কুস্তিগীর ধাঁচের বারটেনডার একাই আছে আজ, রেসের কাগজপত্র ঘেঁটে সময় কাটাচ্ছে। রানাকে দেখেই সে খিস্তি করে উঠল, 'আবার এসেছ নাকি, নাগর ?'

ইয়ার্কি গায়ে মাখল না রানা, হুইস্কির অর্ডার দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। বেশ বিরক্তির সঙ্গে দায়িত্ব পালন করল বিল, কিন্তু দ্বিতীয়বার অর্ডার দিতেই সে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠল, 'দ্যাখ বাপু, বেশি বাড়াবাড়ি করবে না, আগেই বলে দিচ্ছি। কালকে সহ্য করেছি, আজ না। এই শেষবারের মত দিচ্ছি, আর এক ফোঁটাও পাবে না আজ। যেই না একটা মেয়েমানুষ তার জন্যে আবার এত !'

'আমার সামনে ওর কথা তুলবে না, বিল,' রানা বলল, 'কুত্তীটাকে খুন করব আমি !'

'ঠিক আছে, এখন চোপা বন্ধ কর। কালকের মত আবার প্যাচাল শুরু করেছ কি কপালে দুঃখ আছে তোমার, হ্যাঁ !'

বিল কাজে ব্যস্ত হতেই রানা পাশের ঘরের টেলিফোন বুথে গিয়ে

ঢুকল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ।বল তাকে লক্ষ্য করছে, কিন্তু কিছুই শুনতে পাবে না বুঝে সে জন রবসনের নাম্বারে ডায়াল করল। ওপাশ থেকে সাড়া আসতেই বলল, 'মাসুদ রানা বলছি। মিঃ রবসন, কাজটা সারব আজকেই।'

'খুব ভাল,' তিনি বললেন, 'তবে খুব নিখুঁতভাবে সারতে হবে কিন্তু। আর যে সার্জেন্ট তোমার নাম-ঠিকানা ইত্যাদি খাতায় লিখবে তাকে আমার নাম ও নাম্বার বলবে, আমাকে ডাকার জন্যে জেদা-জেদি করবে। তা, তুমি কি সত্যিই মাতাল হয়েছ?'

'মানে - মাতাল হওয়ার মত···টেনেছি বটে।'

'ঠিক আছে। ভেরি গুড। পকেটে কাগজপত্র ঠিকঠাক আছে তো?'

'আছে।'

'এখন সবকিছু নির্ভর করছে তোমার ওপর।'

'নিশ্চিন্ত থাকুন। হাসপাতালে দেখা হচ্ছে আপনার সাথে।'

বুথ থেকে বেরিয়ে এল রানা, ইচ্ছে করেই একটু টলতে টলতে গিয়ে দাঁড়াল বিলের সামনে।

'মেয়েটা আবার খেলতে চাইছে নাকি হে?' বিল কুৎসিত ভঙ্গি করে, 'তা ভাল চীজের পাল্লাতেই পড়েছ!'

ঢকঢক করে পাত্রটি নিঃশেষ করল রানা, তারপর ইঙ্গিতে আরেক পাত্রের কথা জানাতেই বিল টেবিল থেকে বোতল সরিয়ে ফেলল।

'যথেষ্ট হয়েছে,' বলল সে, 'আর পাবে না। চোখ উল্টে মরতে চাও আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু এখানে চলবে না।'

'বিল দাও।'

বিল মিটিয়ে কাগজটা পকেটে রাখল রানা, তারপর আস্তে বলল,

'বিল, আরেক গ্লাস…'

'ভাগ…ভাগ বলছি…'

দ্যাখ, বেশি মেজাজ করবি না…পয়সা দেব মদ দিবি…তোর বাপ দেবে…'

মুহূর্তে ধক করে জ্বলে উঠল বিলের চোখ, মুষ্টিযোদ্ধাদের মত ছোট ছোট পায়ে সে দ্রুত এসে পড়ল রানার সামনে ; ঘুষি মারতে গিয়েও মারল না, ঘার ধরে এত জোরে ধাক্কা দিল যে হুমকি খেতে খেতে প্রায় রাস্তায় এসে পড়ল রানা।

'আর কখখনো আসবি না এখানে, খবর্দার !'

রানা তার দিকে কিছুক্ষণ বোকার মত তাকিয়ে থাকল, তারপর বিলের পিতামাতাসহ চৌদ্দগুষ্ঠির বংশ উদ্ধার করে মারশাল ফিল্ড অ্যাণ্ড কোম্পানির উদ্দেশ্যে রওনা হল। শেষ পাত্রটাই যথেষ্ট ছিল আসলে।

দোকানে ঢোকামাত্র এক গোয়েন্দা কর্মচারী পিছু নিল রানার। জুয়েলারি ডিপার্টমেন্টে ঘোরাঘুরির সময় অবশ্য ব্যাপারটি টের পেল সে। একটু মজাও লাগল। কিছুক্ষণ এদিক সেদিক ঘুরল অকারণে। শেষে বিয়ে ও বাগদানের আংটি সেকশনে গিয়ে দাঁড়াল।

একজন কর্মচারী এগিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে, স্যার সম্বোধন করে সাহায্যের কথা বলল বুঝি, কিন্তু রানার চোখ তখন ঘুরতে শুরু করেছে, মুখটা হাঁ হয়ে গেছে, তারস্বরে এক চিৎকার দিয়েই সে সামনে লাথি মারতে শুরু করল শো-কেসে। ঝনঝন শব্দে ভেঙে গেল কাচ।

মারশাল ফিল্ড অ্যাণ্ড কোম্পানির নিরাপত্তা ব্যবস্থা যে বেশ ভাল রানাকে তা স্বীকার করতেই হবে। কারণ শো-কেসে পদাঘাতের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দু'দিক থেকে আক্রমণ হল তার ওপর, মুহূর্তে উবু হয়ে

পড়ল সে মেঝেয়। কিন্তু তা-ও বেশিক্ষণ নয়, দোকানে হৈ চৈ সৃষ্টির কোন সুযোগ না দিয়েই গোয়েন্দা কর্মচারী দু'জন তাকে বাইরে নিয়ে ফেলল। একটি টহল গাড়ি আর দু'জন পুলিস রানার জন্যে অপেক্ষা করছিল। তারা গোয়েন্দাদের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে রানাকে নিয়ে বসিয়ে দিল সামনের সিটে, দু'পাশ থেকে দু'জন তাকে চেপে ধরে রাখল। একজন শুধু মন্তব্য করল, 'ব্যাটা বেহেড মাতাল।'

পুলিস স্টেশনে যে সার্জেন্ট খাতা খুলে বসল রানার সামনে সে নানারকম জেরা শুরু করল। কিন্তু তার কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিল না রানা, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই সুরে বলতে লাগল, আমার উকিল জন রবসনকে ডাকুন···জন রবসন···হোয়াইট হল ৪-২৪৪৪··· হোয়াইট হল ৪-২৪৪৪···উকিল ছাড়া কিছু বলব না···'

রানার পকেট হাতড়ে কাগজপত্র যা পাওয়া গিয়েছিল তা থেকেই সার্জেন্ট রেজিস্টারে নাম-ঠিকানা ইত্যাদি লিখল, তারপর ঘচঘচ করে রিপোর্ট লিখে কেরানীর হাতে দিতে দিতে বলল, 'ডঃ ব্রুককে খবর দিন।···মাতাল-ফাতাল নিয়ে মহা ঝক্কি! ব্যাটাকে ঐ বেঞ্চে শুইয়ে রাখ তো হে···'

ডাক্তার এল কুড়ি মিনিট পর। রানাকে পরীক্ষা করে বলল, 'নেশায় একেবারে বুঁদ। এখুনি প্রলাপ বকতে শুরু করবে। কাউন্টি হাসপাতালে পাঠানই ভাল হবে। ঠিকানাপত্তর পাওয়া গেছে কিছু?'

'তা পেয়েছি। তবে হিলো বারের একটা বিল ছিল পকেটে, ওখানে খোঁজ নেয়া দরকার। আর লোকটা খালি উকিলের কথা বলছিল।'

'সবাই তাই বলে,' ডাক্তার বলল, 'হাসপাতালে রেফার করে দিচ্ছি, আর আমার রিপোর্ট ডঃ কোনালির কাছে সরাসরি পাঠাচ্ছি।'

সার্জেন্ট জানতে চাইল, 'এখন কিছু দিচ্ছেন না?'

ডাক্তার হেসে ফেলল, 'এত ভয় কেন হে? আত্মরক্ষার নামে কত নিরীহ মানসিক রোগী দিনরাত মারছ। এ লোক যে পরিমাণ গিলছে তাতে কোন ওষুধে আর কাজ দেবে না। কুইক। আরেকটা হাঙ্গামা আসবার আগেই বরং একে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা কর।'

হাসপাতালে দু'জন অ্যাটেণ্ডাণ্ট রানাকে ধুয়েমুছে সাফসুতরো করে অ্যালকোহলিক ওয়ার্ডে নিয়ে গেল। পাশের বেডে এক বুড়ো সমানে চেঁচামেচি করছে আর হাত-পা ছুঁড়ছে, চোখ দু'টো তার উল্টো-সিধে নানাভাবে ঘুরছে ভীষণ। একজন ইণ্টার্নি এসে অ্যাটেণ্ডাণ্টের সহ-যোগিতায় তাকে দিল এক ইনজেকশন। সেখান থেকে চলে যাওয়ার সময় রানার দিকে চোখ পড়ল ইণ্টার্নির, 'কি কাণ্ড! এর ভাবগতিকও তো সুবিধার দেখছি না! যে কোন সময় ঘুষোঘুষি শুরু করে দেবে। আন দেখি প্যারালডিহাইড, এখুনি খাইয়ে দিচ্ছি।'

রানা প্রচণ্ডভাবে বাধা দিল, কিন্তু ঠেকাতে পারল না—তার দুই পাটি দাঁতের মাঝখান দিয়ে গলা, বুক জ্বালিয়ে তরল পদার্থ নেমে গেল। যে পর্যন্ত না গিলল ততক্ষণ রানার নাম চেপে ধরে রাখল একজন অ্যাটেণ্ডাণ্ট। কয়েক মুহূর্ত পর অদ্ভুত শান্তি অনুভব করল রানা! চারপাশের নানারকম আর্তস্বর সঙ্গীত হয়ে উঠল যেন, আশ্চর্য হাল্কা হয়ে গেল শরীর, যেন সে পালক মেখে ভেসে বেড়াচ্ছে। সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হওয়ার আগে একবার মাত্র রানা উদ্ভাসিত হল এই চিন্তায়: রাহাত খান হঠাৎ এই শিকাগো শহরে এসেছিল কেন?

দুই

রানার ঘুম ভাঙল খুব ধীরে, সাতদিন একটানা মদ্যপানের প্রতিক্রিয়ায় মাথায় তখনো ভূতের নাচ। প্যারালডিহাইডের জন্যে একটা ঘিনঘিনে স্বাদ লেগে আছে মুখে। জিভে কেউ যেন শিরীষ কাগজ ঘষে দিয়েছে।

চোখ খুলতেই রানা দেখল এক ছাত্রী নার্স তোয়ালে হাতে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার গভীর নীল চোখে হাসি ঝিকমিকিয়ে উঠতেই রানা বলল, 'যাও যাও, সকালবেলা আমার দরকার...'

'ঠিক আছে, এখন একটু শান্ত থাকুন, আমাকে ধোয়ামোছা সারতে দিন!'

এই বলে মেয়েটি তার মুখের কাছে তোয়ালে আনতেই রানা জোরে হাঁচি দিয়ে উঠে বসতে গেল, কাঁধে লেগে সঙ্গে সঙ্গে পাশের টেবিল থেকে পানির পাত্র উল্টে পড়ল মেঝেয়, এমন বিতিকিচ্ছিরি শব্দ হল যে দু'জনেই অপ্রস্তুত। পাশের ঘর থেকে বিশালাকৃতির ঘোড়ামুখী রুমনার্স এসে হাজির, 'আবার কি হল, মিস ব্রায়ান? রোগী তোমাকে খুব জোরে ফুঁ দিল নাকি?'

নার্সের সুশ্রী মুখে রঙ লাগল মুহূর্তে, দাঁতে ঠোঁট চেপে সে বলল, 'এমন কিছু হয়নি, মিস উডনাট। এ-নিয়ে হৈ-চৈ না করলেও

চলে।' রুমনাসের চেহারা ভীতিকর হয়ে উঠল, হিংস্র ভঙ্গিতে সে দাঁড়াল মিস ব্রায়ানের সামনে, 'হুঁশিয়ার হয়ে কথা বলবে, বুঝলে? হ্যানোভারে যাচ্ছ তো, সাইকিয়াট্রিক নার্সিং-এর মজাটা টের পাবে। আমি বলে দিচ্ছি ঐ ডিগ্রী তোমার কপালে নেই।'

এরপর বাকি রাগটুকু সে ঢালল রানার ওপর, 'দ্যাখ বাপু, নার্সের কথা যদি না শোন আর সামান্য অসুবিধাও যদি ঘটাও তাহলে ভালভাবেই তোমার চিকিৎসা করব আমি।' মিস ব্রায়ানকে বলল, 'ধোয়ামোছা শেষ করে রোগীকে ব্রেকফাস্ট দিয়ে আমার কাছে এসে শিগগির রিপোর্ট দাও।'

মিস উডনাট অন্তর্হিত হলে রানা মুখ খুলল, 'আমি খুবই দুঃখিত, তুমি এমন মুশকিলে পড়বে তা বুঝতেই পারিনি।'

'না, এমন কিছু নয়। মিস উডনাট গত রাত থেকে ডিউটিতে আছেন তো! অবশ্য ওঁকে যেমন মনে হয় আসলে কিন্তু উনি তা নন, খুব ভাল।'

'সে আমি বুঝেছি। তোমার চেহারা দেখার পর যতবার তিনি আয়নার সামনে যান ততবারই তাঁর নিশ্চয় নিজের গলা কাটতে ইচ্ছে করে। তা তুমি হ্যানোভারে যাচ্ছ···কি ব্যাপার?'

'হ্যানোভার হচ্ছে পাগলাগারদ। ওখানে আমাদের ক্লাশের সকলেরই ছ'মাসের ট্রেনিং নিতে হবে। তারপর আমরা গ্র্যাজুয়েট হব।'

মিস ব্রায়ান ধোয়ামোছা সারতে না সারতে রুমনার্স আবার এসে হাজির। রানার সঙ্গে একবার চোখাচোখি হতেই সে তাকে কাছে আসতে অনুরোধ করল।

'কি বলতে চাও?' বলতে বলতে সে বিষদৃষ্টিতে তাকাল মিস ব্রায়ানের দিকে, কিন্তু সে মুখ না ফিরিয়েই পানির পাত্র হাতে বেরিয়ে গেল।

'মানে···আমি বলতে চাচ্ছিলাম কি···আপনি সবসময় এত রেগে থাকেন কেন? না রাগলে তো আপনাকে সুন্দরই লাগে।' রানা বলল, 'আপনার চোখ···চুল আপনার—'

মিস উডনাট একটু টলল না রানার কথায়, 'দ্যাখ বাপু, এই সাত সকালে যথেষ্ট করেছ, এখন মুখটা বন্ধ কর। আমি দেখতে একটা ডাইনী, নিজেকে আমি মনেও করি একটা ডাইনী; আর তুমি যদি এ-রকম শুরু কর তবে টের পাবে কাজেকর্মেও আমি আস্ত একটা ডাইনীই। নাশতা আসছে, খেয়ে ঠিকঠাক হও—আধঘণ্টার মধ্যে ডঃ কোনালি আর তোমার উকিল আসছেন।'

মিস ব্রায়ানের আনা ব্রেকফাস্ট মুখে রুচবে না এমন একটি বিশ্বাস রানার মনে বদ্ধমূল হওয়ার কিছুক্ষণ পর জন রবসন ও ডঃ কোনালি এসে উপস্থিত হলেন।

'গুড মর্নিং, রানা।' রবসন বললেন, 'ইনি ডঃ কোনালি। কাউনটি কোর্টের সঙ্গে জড়িত আছেন। সে যাই হোক, এখন তুমি ভাল আছ নিশ্চয়ই, কি রকম একটা বাজে ব্যাপার দ্যাখ তো! তা অভিজ্ঞতা হল—একটা শিক্ষা পেলে বটে।'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলতে পারল না রানা, কয়েক মুহূর্তের জন্যে সে বিস্মৃত হল তার ভূমিকাটি। তারপরই মনে পড়ল সবকিছু।

'তাই, মিঃ রবসন,' রানা বলল, 'তাই। আমি একদম গাধা হয়ে গিয়েছিলাম।'

'আমি আপনাকে যা বলেছিলাম, ডক্টর,' রবসন ডঃ কোনালির দিকে ফিরলেন, 'ফিয়াঁসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর থেকেই ও মানসিক

ভারসাম্য হারিয়েছিল, এখন একদম ঠিক আছে। যে শিক্ষা পাওয়া প্রয়োজন ছিল তা সে পেয়েছে।'

ডঃ কোনালি রানাকে দেখছিলেন একদৃষ্টিতে, তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আজ সকালবেলা মক্কেল আপনার ভালই আছে, কিন্তু হাতে আবার এক বোতল হুইস্কি পড়লে কি করবে শুনি? ভুলে যাবেন না, মিঃ রবসন, হিলো বারের বারটেনডার জানিয়েছে গত তিনদিন ধরে ফিয়াঁসেকে ও খুন করবে বলে শাসাচ্ছে। আমার মনে হয় মিঃ রানা এখনো বিপজ্জনক, তাঁর মাঝে যে উত্তেজনা আছে তা শীতল করতে ভাল চিকিৎসার প্রয়োজন।'

বুড়ো রবসনের প্রায় নিষ্প্রভ চোখেও উজ্জ্বলতা দেখা গেল। এই চোর-পুলিস খেলার উত্তেজনাই মনে হল তাঁর জীবনে পাওয়া একমাত্র সুখ। সুখী দু'টি চোখ যেন বলছে—দ্যাখ, দ্যাখ, সবকিছু আমার প্ল্যানমত কেমন এগোচ্ছে!

রবসনের এই ভাবান্তর কিন্তু ডঃ কোনালির চোখে পড়ল না, রানাকে তিনি তখন একটির পর একটি প্রশ্ন করে যাচ্ছেন, 'আপনার বয়স, মিঃ রানা?'

'এই তিরিশ চলছে।' বয়স ভাঁড়াল রানা।

'ক'দিন হল একটানা মদ খেয়েছেন?'

'ঠিক···ঠিক ক'দিন যে! তবে বেশ কিছুদিন তো হবেই।'

'ফিয়াঁসেকে যে খুন করতে চেয়েছিলেন তা কি এমনি কথার কথা?'

'এ-রকম কথা বলেছি বলে তো আমার মনেই পড়ছে না। না—মোটেই আমি তাকে খুন করতে চাই না। কেন চাইব বলুন তো? কেন?'

'প্রশ্নটা মন্দ নয়, এ-জন্যেই এর উত্তর জানা দরকার।'

'রানা স্টোরকে ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি আছি, ডক্টর,' রবসন বল লেন, 'একজন বিদেশী নাগরিকের জেল হোক এটা আমি চাই না ব্যক্তিগতভবে আমি তার যাবতীয় দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত, যদি—'

'আমি আপনাকে সোজা সরল ভাষায় বলছি, মিঃ রানা,' ডঃ কোনালি বললেন, 'ফিল্ড স্টোরে যে কাণ্ডটি আপনি করেছেন তাতে আপনার ছ'মাসের জেল প্রায় অবধারিত। আপনি কি তা চান ?'

'না, মোটেই না। জেল চাই না। আমি শিওর।'

'স্টোর যদি ক্ষতিপূরণ নিয়ে মামলা তুলে নিতে রাজি হয় তাহলে আপনি কি মানসিক হাসপাতালে নিজেকে স্বেচ্ছাসমর্পণের জন্যে কোর্টে আবেদন করবেন ?'

'আপনি যা বলবেন ডক্টর, আমি তাই করব। কিন্তু মানসিক···আবার মানসিক হাসপাতাল কেন ? আর স্বেচ্ছা সমর্পণ ব্যাপারটাই বা কি ?'

'তেমন কিছুই না, আপনি হবেন রাষ্ট্রের একজন অতিথি মাত্র। নাগরিক অধিকার—বিদেশী নাগরিক হিসেবেও—কিছুই আপনাকে হারাতে হবে না। কমপক্ষে তিরিশ দিনের চিকিৎসা, তারপর হাসপাতালের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাছে তিন দিনের একটি লিখিত নোটিশ দিলেই রিলিজ। আমার ধারণা, এই চিকিৎসাটি আপনার জন্যে প্রয়োজন। ঠিক ?'

'তাহলে আমাকে কোথায় পাঠান হবে, ডক্টর ?'

'শিকাগোর কাছাকাছি আছে চারটি হাসপাতাল—ডুনিং, এলগিন, ক্যানকাকী আর হ্যানোভার। স্বেচ্ছারোগী হিসেবে এদের যে কোন একটিতে আপনি যেতে পারেন।'

'চিকিৎসার জন্যে হ্যানোভারের কিন্তু বেশ নাম,' ধূর্ততার সঙ্গে বললেন জন রবসন, 'তোমার যেহেতু স্বাধীনতা আছে যে কোন একটিতে যাওয়ার, আমি তাই হ্যানোভারে যাওয়ার পরামর্শই দিচ্ছি।'

ডাক্তারের সঙ্গে চোখাচোখি হল রানার, 'ঠিক আছে, হ্যানোভারে যাওয়াই আমার পছন্দ। এখন আর কি কি করতে হবে আমার? মানে কিভাবে আমি—'

ডঃ কোনালি মৃদু হাসলেন, এই প্রথম। 'এই তো, মাথা দেখছি বেশ খুলেছে? এ-রকমই হয়। এখন জজ সাহেবের সামনে একটা শুনানির ব্যবস্থা করতে হবে। এটা একটা প্রথামাত্র। আমার পরামর্শ অনুসারেই তিনি কাজ করবেন। তারপর হ্যানোভারে গিয়ে ডাক্তারদের সঙ্গে আশা করি সহযোগিতা করবেন। শুক্রবার ওখানে নিয়মিত বাস যায় এখান থেকে, এই বাসেই চলে যান।'

জন রবসনের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ দিয়ে বিদায় নিলেন ডাক্তার। আনন্দে উত্তেজনায় রানার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিতে শুরু করলেন বৃদ্ধ রবসন, 'চমৎকার রানা, চমৎকার! এ-পর্যন্ত সবই হয়েছে নিখুঁত। এখন হ্যানোভার! আমি ঠিক জানি, সেখানে তোমাকে রাখা হবে লিটবার্গ কটেজে। স্বেচ্ছারোগীদের মধ্যে অ্যালকোহলিকদের ওখানেই রাখা হয়। উন্মুক্ত ওয়ার্ড সেটা, হাসপাতালের মধ্যে বাগানে বেড়াবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। আর এই লিটবার্গ কটেজের রোগীদের দেখাশোনা করে ডঃ বোরচের্ড। রোহলার আছে নেলসন কটেজে, তার খবরাখবর নেয়ার উপায় ওখান থেকেই তুমি বার করতে পারবে। তারপর সপ্তাহে একদিন তো আমি আসছিই। জরুরী অবস্থায় আমার মনে হয় টেলিফোনও করতে পারবে। তা, পয়সাকড়ি কিছু আছে সঙ্গে?'

'একশো ডলারের মত আছে। সঙ্গে কি রাখতে দেবে?'

'নিশ্চয়ই। তুমি রাষ্ট্রের অতিথি, আসামী নও। আসামী বাসায় ফোন করবে, আমি যদি না-ও থাকি অপরেটারের কাছে মেসেজ থাকবে। নতুন কোন খবর পেলে চিঠিতেও জানাতে পারি আমি তোমাকে।

গুড লাক। ওয়ার্ড এই অগ্রগতি জেনে খুব খুশি হবে। ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা—একজন সমাজকর্মী এসে তোমার বিবরণ সব টুকে নিয়ে যাবে, ভুলেও কিন্তু আমাদের নাম কোথাও উল্লেখ কর না। তাহলেই তোমার বিবরণ পড়ে সন্দেহ হবে বোরচের্তের। কারণ সে খুব ভাল করেই জানে গত পাঁচ বছর ধরে রোহ্লারকে নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি…'

প্রতি শুক্রবার সকালে কুক কাউন্টি হাসপাতাল থেকে হ্যানোভার মানসিক হাসপাতালের বাস ছাড়ে। সেদিন সকালে যাত্রী চল্লিশজনের মত, যাদের প্রায় সকলের অভিব্যক্তিতে মনোবিকলনের বহিঃপ্রকাশ বেশ স্পষ্ট। অনেকই নানারকম অঙ্গভঙ্গি ও শব্দ করছে। একজন ইনটার্নি, একজন নার্স ও দু'জন অ্যাটেণ্ড্যান্ট এদের তদারকি করছে। স্বাভাবিক কারণেই রানা নিজেকে ভাবছে পুরোপুরি নিঃসঙ্গ ও পীড়িত। হাসপাতালের সেই তরুণী নার্স পেনেলোপি ব্রায়ানের কথা মনে পড়েছে। ক'দিনেই ওদের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। মেয়েটি সেদিন বলেছিল, 'পত্রিকায় তোমার সব খবরই জেনেছি, মিঃ রানা, তুমি মেয়েটিকে সত্যি খুব ভালবাসতে, না? তাই বলে তাকে তুমি খুন করতে চেয়েছ কেন?'

'কি সব বাজে কথা!' রানা বলেছে, 'তখন আমি বদ্ধ মাতাল, কি বলেছি না বলেছি তার কোন মানে হয়?'

'তোমার মত মানুষের জন্যে খুব দুঃখ হয়। সামনে পড়ে আছে সুন্দর জীবন অথচ সেদিকে খেয়াল নেই, নিজেকে ধ্বংস করাই যেন একমাত্র কাজ। আমি কিন্তু মেয়েটির কোন দোষ দেখি না, এ-রকম

মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাই অন্যায়। তা সে খুব সুন্দরী, মিঃ রানা?'

'হ্যাঁ, ঠিক তোমার মত।'

মিস ব্রায়ানের মুখে রক্তাভা দেখা দিতেই রানা জানতে চেয়েছে, 'তোমার বোধ হয় কোন বয়ফ্রেণ্ড নেই?'

'সে সব তোমার জানার প্রয়োজন নেই। আছে কি?'

'মানে, সেদিন তোমার পরিবারের সকলের কথা বলছিলে তো তাই ভাবছিলাম: তোমার আদর্শ পিতা যিনি আবার আদর্শ পুলিস-ম্যানও সম্ভবত আমার মত একজন বাজে লোকের প্রস্তাবে তাঁর কন্যা-কে ডেট করতে দেবেন না...'

'অর্থাৎ আমি বুঝি রাজি হয়েই আছি? দেখ, আমার বাবা একজন ডিটেকটিভ সারজেণ্ট পাঁচ বছর ধরে তিনি হোমিসাইডে আছেন। লোকচরিত্র অনুধাবনের ক্ষমতা তাঁর যথেষ্টই আছে...

'সে-কথা যাক, হ্যানোভারে মাসখানেক কাটাবার পর নিশ্চয়ই আমি সুস্থ হয়ে যাব, তখন ডেটের ব্যাপারে তোমার আপত্তি থাকবে কি?'

'হ্যানোভারে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হবে এইটুকু বলতে পারি। আর ঐ ব্যাপাটা? ঠিক আছে, আমি বিবেচনা করব। তা যে মেয়ে-টাকে তুমি খুন করতে যাচ্ছিলে তার কি হবে?'

'ব্যাপারটা যে-ভাবে তুমি জান আসলে তা নয়। এক সময়ে আমি পুরো ঘটনা খুলে বলব তোমাকে। এখন শুধু এইটুকু জেনে রাখ, সে কোন সমস্যা নয় আর। আচ্ছা, এজওয়াটার বীচ হোটেলে ডিনার করা কি তোমার পছন্দ? ড্যান্স?'

'খুবই পছন্দ। তবে হ্যানোভারে যাওয়াটা তোমার কাছে কৌতুকের মত লাগছে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এতে কৌতুকের কিছু নেই তা জান?'

'হ্যানোভার?' রানা বিব্রত বোধ করে। মাত্র তিনজন, সম্ভবত আর একজন শুধু জানে, কেন সে যাচ্ছে সেখানে।

তিন

মাত্র দশ দিন আগে নিউইয়র্কের এক হোটেলের লাউঞ্জে বসে রানা অবাক হয়ে ভাবছিল: ব্যাপারটা কি? বুড়ো দিনের পর দিন যে-ভাবে হেঁয়ালি শুরু করছে তাতে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলা আর সম্ভব নয়। দু'দিন পর ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার কথা, অফিসে জমে আছে অনেক কাজ, অথচ বুড়ো কিনা এমন একটা চিঠি লিখে বসল! পাওনা ছুটি নিয়ে সে নাকি আরো এক সপ্তাহ এ-দেশে কাটাতে পারে। অর্থাৎ সে তা-ই করুক, বুড়ো নিশ্চয় করে চাইছে। উদ্দেশ্য আছে একটা অবশ্যই, কিন্তু কী সেই উদ্দেশ্য? চিঠির প্যাড, ডাকঘরের ছাপ ইত্যাদি উল্টেপাল্টে রানার বিস্ময় আরো বাড়ে: রাহাত খান নিউইয়র্কে বসেই চিঠিখানা লিখেছে। কি করতে সে এসেছে এখানে?

পত্রিকার পাতায় মনোযোগী হওয়ার চেষ্টা করে রানা। সারাটা দিন হোটেলে কাটাবার কোন ইচ্ছে তার নেই। যদিও তার পক্ষে উচিত হবে এখানেই অপেক্ষা করা। এখানেই তাকে খোঁজ করা হবে। সাত দিন যে-কাজে তাকে নিয়োজিত রাখার চক্রান্ত করেছে রাহাত খান তা থেকে

যে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না তা-ও রানার ভাল করেই জানা। তবুও পত্রিকার পাতা উল্টে-পাল্টে সে এমন একটা বিজ্ঞাপন খুঁজল, এমন বিনোদন-কেন্দ্রের বিজ্ঞাপন, যেখানে এখন তার যেতে ইচ্ছে করবে।

দশ মিনিট পর হোটেলের বাইরে এসে দাঁড়ায় রানা। এই সময়টায় ট্রাফিক জ্যাম হয়ে থাকে, গাড়ি নিয়ে তাই বেরোবে না স্থির করল সে। অল্প কিছুদূর হাঁটলেই সুপার মার্কেট, তারপরই প্লেন্টার জয়েই—সবকিছুই আছে ওখানে। ভেতর থেকে কেন যেন উদ্দীপ্ত হতে পারছে না রানা, সাত দিনের অপ্রত্যাশিত এই ছুটির ঘটনাটি বড় খচখচ করে বিঁধছে : কিছু একটা আঁচ করতে চায় সে, কিন্তু পারছে না।

সুপার মার্কেটের কাছাকাছি আসতেই পেছন থেকে একটি মেয়ে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল তাকে, প্রায় আচমকা ঘটল ঘটনাটি কিন্তু টাল সামলে নিল রানা। না নিলে ক্ষিপ্র গতিতে টার্ন নেয়া ধূসর উইলী জীপটি থেঁতলে দিত দু'জনকেই।

মেয়েটি তখনো তাকে ধরে আছে, খড়ির মত শাদা হয়ে গেছে মুখ, কেবল চোখদু'টি ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। অসম্ভব ভয় পেয়েছে সে, সারা শরীর আড়ষ্ট, দু'একজন পথচারী কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে আসতেই রানা তাকে সজোরে ঝাঁকুনি দিল। দ্রুত ধাবমান উইলী জীপের গর্জন তখন ধীরে ধীরে মেয়েটির শরীর থেকে যেন সরে যাচ্ছে, একটু পরেই তার মুখে রক্তাভা দেখা গেল।

কাছাকাছি একটা বারে গিয়ে উঠল রানা মেয়েটিকে নিয়ে। হুইস্কির অর্ডার দিল, কিন্তু মেয়েটি ঘাড় নাড়ল—কিছুই মুখে দেবে না, ইঙ্গিতে বোঝাল : একটু স্থির হয়ে শুধু বসে থাকতে চায় সে—নইলে হড়হড়িয়ে বমি করে দেবে। এতক্ষণে ঘটনাটির একটি তাৎপর্য যেন অনুমান করতে পারল রানা।

মেয়েটি সুন্দরী। এই মুহূর্তে চেয়ারে সম্পূর্ণ শিথিল তার শরীর—চোখে-মুখে ভীতি ও বিষন্নতা, এ-সব কিছু ছাপিয়েও মেয়েটির কমনীয়তা অম্লান রয়েছে। একেই বিদগ্ধজন সম্ভবত নিখুঁত সৌন্দর্য বলে স্তুতি সহকারে ব্যাখ্যা করেছেন। ভাবনায় ছেদ পড়ল, মেয়েটি চোখ তুলে চাইল তার দিকে, আরেকবার ঐ সৌন্দর্যে অবগাহনের সাধ জাগল রানার, কিন্তু পুরো ব্যাপারটায় কেমন অন্যরকমের গন্ধ না ?

জিজ্ঞেস করল রানা, 'কি ব্যাপার ?'

মেয়েটি তখনো তাকে দেখছে, চোখের পলক ফেলছে না।

কি মুশকিল। এখনো সুস্থ হয়নি দেখছি। ঘাড় ফিরিয়ে রানা ওয়েটারের সন্ধান নিল। মেয়েটির জন্যে সত্যিই কিছু প্রয়োজন, এমন কিছু যা তাকে দ্রুত ধাতস্থ করে তুলতে পারে। ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না মোটেও। কে মেয়েটি, কোথেকে এমন ছুটে এল, আর এসেই বা অমন জড়িয়ে ধরে মটকা মেরে যাওয়া কেন ?

'কিছু বলবেন ?'

রানা এতক্ষণে জবাব পাবে আশা করে জিজ্ঞেস করল।

ঘাড় নাড়ে মেয়েটি, 'হ্যাঁ, আমি খুবই দুঃখিত !'

'না, না, এতে দুঃখিত হওয়ার কি আছে ?'

'মানে আপনাকে অপ্রস্তুত করে ফেলেছি তো !'

'শুধু কি অপ্রস্তুত ?'

'হ্যাঁ, বিপদেও, অল্পের জন্যে রক্ষা পেয়েছেন। আমি মাত্র ছুট দিয়েছি অমনি আপনি সামনে পড়ে গেলেন—'

'ছুটলেন কেন ?'

'উপায় ছিল না। আমি অবশ্য আপনার কাছেই এসেছি, মিঃ রানা !'

'আমার কাছে—মানে—'

'হ্যাঁ। হোটেলে গিয়ে জানলাম এই মাত্তর বেরিয়েছেন, অপেক্ষা না করে অমনি বাইরে এলাম, গাড়ি নেননি তা-ও জানলাম। ভাবলাম এদিকেই আসবেন—'

'খুবই হেঁয়ালির মত লাগছে মিস—'

'সুসান। আমার নাম সুসান রবসন।'

'কোত্থেকে আসছেন বলছিলেন যেন?'

'আমি এসেছি শিকাগো থেকে। এই কিছুক্ষণ আগে। এয়ারপোর্ট থেকে আপনার হোটেল, তারপর এখানে—'

'কিন্তু ছুটলেন কেন?'

মেয়েটি এতক্ষণে সোজা হয়ে বসল, আশেপাশে তাকাল, আবারো তার মুখচোখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল, হাতের আঙুলগুলো কাঁপতে লাগল থরথর করে।

'কি ব্যাপার?'

'বাইরে চলুন, বলছি।'

কোনরকমে কথা ক'টি বলল মেয়েটি, মুখ দিয়ে ভাল করে স্বর ফুটছে না আর। বারের চারপাশে তাকাল রানা। তেমন লোকজন নেই, মাঝখানের একটি টেবিলে দু'জন বুড়ো, কোণের দিকে দু'টি শিকারী মেয়ে আর ওপাশে চার পাঁচজনের একটি দল—প্রত্যেকের সামনে রাখা গ্লাসেই মনে হল তারা যেন ডুবে আছে, আর কোনদিকে খেয়াল নেই। কিন্তু দরজার ওপাশে স্থির দাঁড়িয়ে থাকা দুজনকে অবশ্য স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, তবে কোনকিছু অনুমান করে নেয়ার জন্যে ঐ অবস্থানই যথেষ্ট, মেয়েটি কি ওদের দেখেই ভয় পাচ্ছে? ওর ছুটে আসার ঘটনাটির কিছু যেন অনুমান করতে পারছে না।

বিল চুকিয়ে বাইরে আসার সময় ইচ্ছে করেই অন্য একটি দরজা ব্যবহার করল সে, কিন্তু দৃশ্যের তাতে তেমন পরিবর্তন ঘটল না, এখানেও একই-ভাবে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন। মেয়েটি অস্ফুটস্বরে কি বলতে গিয়ে থেমে গেল, তার একটি হাত তখন রানার মুঠোয়। এক চোখের কোণ দিয়ে সে ভাবান্তরহীন দু'টি মুখই দেখল, আর কিছু না।

বাইরে এসে ট্যাক্সি নিল, ট্যাক্সি থেকে নেমে সোজা হোটেলের লিফটে তারপর রুমের দরজা তালাবদ্ধ করার পরই কেবল মেয়েটি কিছুটা যেন সহজ হয়ে এল। প্রায় বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'আমাকে ওরা মেরে ফেলতে চাচ্ছে।'

'ওরা কারা ?'

'জানি না, শিকাগো থেকেই আমাকে অনুসরণ করছে।'

'তাহলে উইলী জীপটা—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জীপটা আমাকে চাপা দিতে চেয়েছিল।'

'কেন বলুন তো ? আর আমার কাছেই বা এসেছেন কেন ?'

'আমার বাবা ও তাঁর বন্ধু আপনার সাহায্য চেয়েছেন. আমি এসেছি আপনাকে নিয়ে যেতে—'

'আমার কাছে সাহায্য ? কি ব্যাপার ? তাঁরা আমাকে চেনেন কিভাবে ?'

'আমার বাবার এক বন্ধু আপনার সন্ধান দিয়েছেন।'

'আরেক বন্ধু ?'

'হ্যাঁ, তিনি বাংলাদেশের।'

সুসানের কথায় কোন থেই খুঁজে পায় না রানা। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ পায়চারী করে। এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি সুসান। মৃত্যুভীতি আর আতঙ্কে বিমূঢ় হয়ে আছে। ওকে এখন জেরা করা কি'

ঠিক হবে ?

টেলিফোনে খাবারের অর্ডার পাঠায় রানা, সুসানকে হাত-মুখ ধুয়ে নিতে বলে।

ঘণ্টাখানেক পর জানালার পাশে দু'টি চেয়ারে মুখোমুখি বসেছে ওরা। সুসান ওর বাবার কথা বলছে। এমন মানুষ হয় না। সুসানকে জন্ম দিয়েই ওর মা মারা গেছেন, বাপের কাছেই সে বড় হয়ে উঠেছে। বাবা কখনো মায়ের অভাব মনে করতে দেয়নি। শুধু তাই নয়, মেয়ের কথা ভেবে আর বিয়েই করেননি তিনি। সারাটা জীবন কাটিয়ে দিলেন সুসানকে আর বন্ধু উইলিয়াম ওয়ার্ডকে নিয়ে। এই ওয়ার্ডেরই একটি ব্যাপারে পাঁচ বছর ধরে মিঃ রবসন লেগে আছেন। এখন তাঁর জীবন বিপন্ন, পাগলের মত খুঁজছেন এমন একজনকে যার সাহায্য তাঁকে সফল করে তুলবে। তখন এই বাংলাদেশী বন্ধু বলেছে মাসুদ রানার কথা, বলেছে পরোপকারী রানার অনেক কাহিনী।

'যদি তুমি বলতে পারতে এই বন্ধুটি কে, তাহলে আমার কোন দ্বিধা থাকত না।'

ইতিমধ্যে অন্তরঙ্গ হয়েছে ওরা, এজন্যেই সুসান বলতে পারল, 'আমি যদি জানতাম, বাবার নিষেধ থাকলেও তোমায় বলতাম। কিন্তু সত্যিই তো—'

'একটা ব্যাপার কি জান সুসান, আজকেই আমি অপ্রত্যাশিত-ভাবে সাতদিনের ছুটি পেয়েছি। এই তোমার সাথে দেখা হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমি এই ছুটি নিয়ে ভাবছিলাম। কাজেই শেষ পর্যন্ত তোমারই জিত হল।'

সুসানের হাত ধরে কাছে টানল রানা, 'আমি যাব শিকাগো।'

'ও রানা!' কাছে চলে এল সুসান।

সুসান রবসনের সঙ্গে শিকাগো বিমানবন্দর ছেড়ে অপেক্ষমাণ রোলসরয়েসে যখন উঠে বসল রানা, তখন সন্ধ্যা। মিশিগান অ্যাভিন্যু ছাড়িয়ে গাড়ি আউটার ড্রাইভে প্রবেশ করল। একটু পরেই চোখে পড়তে লাগল সারি সারি শতাব্দী-প্রাচীন প্রাসাদ, শিকাগোর বিখ্যাত গোল্ড কোস্ট এলাকা। সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি মিশিগান হ্রদের কোল ঘেঁষে উঠে যাওয়া অনেকগুলো প্রাসাদের একটির মালিক উইলিয়াম ওয়ার্ড, তাঁর প্রয়োজনেই রানাকে আসতে হয়েছে। সুসানের পিতা জন রবসন এই কোটিপতি মিঃ ওয়ার্ডের বন্ধু, সহচর ও পরামর্শদাতা। জন রবসন অবশ্য আইনজীবী নন, যদিও আইনে তাঁর ডিগ্রী রয়েছে, আইনবিষয়ক জ্ঞানকে তিনি নিজের বিষয় সম্পত্তি উদ্ধারের কাজে ও বন্ধুবান্ধবের সহায়তায় লাগিয়েছেন। পিতার কাছে রানাকে পৌঁছে দিয়েই সুসান ছুটি নিল।

কিন্তু ডিনার শেষ না হওয়া পর্যন্ত রানা কিছুই জানতে পারল না। এখানেও রাহাত খানের প্রসঙ্গ এল না কোনভাবেই, রানাও নিজের কৌতূহল প্রকাশ করল না।

উইলিয়াম ওয়ার্ড বেশ বৃদ্ধ, অসুখে ভুগছেন বেশ ক'বছর ধরে, এখন প্রায় শয্যাশায়ী। তেমন গুছিয়ে কথা বলতে পারেন না, কিন্তু রানার আগমনে তিনি যে আনন্দিত হয়েছেন তা তাঁর কথায় বেশ বোঝা গেল, উৎসাহের দীপ্তিও ছিল তাঁর চোখেমুখে। বললেন, 'আমার পিতা ছিলেন এই শহরের প্রথম যুগের শিল্পপতিদের একজন। তিনি আমার বোন ও আমার জন্যে যে বিপুল বিত্ত রেখে গেছেন তা এখন বহুগুণে বেড়েছে, কিন্তু নিঃসন্তান ও বিপত্নীক আমিই এ-সবের একমাত্র মালিক। আমার মৃত্যুর পর—মৃত্যু অবশ্য খুব কাছাকাছি

চলে এসেছে আমার—এই সমুদয় সম্পত্তির উপার্জন দিয়ে আমাদের এই পরিবারের নামে গঠিত এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চলবে। আপনি যে দেশ থেকে এসেছেন সেই বাংলাদেশের তিনটি গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের জন্যেও এই প্রতিষ্ঠান থেকে কাজ করা হবে।'

'কিন্তু আমার করণীয় কি ?'

'একটি অপ্রিয় কাজের জন্যে আপনাকে খুঁজে বের করা হয়েছে। তাতে বিপদও আছে। আপনি এসেছেন আমি এতেই খুব খুশি হয়েছি. আশা করি এই মরণাপন্ন বৃদ্ধের একটি অনুরোধ আপনি রক্ষা করবেন।'

'আমি পেশা হিসেবে যে কাজ করি তা সম্ভবত আপনার অজানা নেই, মিঃ ওয়ার্ড ?' এই উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্নটি না করে পারল না রানা।

'হ্যাঁ, সে-ও আমি জেনেছি, তবে একটা কথা মিঃ রানা, আপনি কিন্তু দীর্ঘকাল ধরেই আমার পরিচিত, যদিও এই প্রথম আমাদের মুখোমুখি সাক্ষাৎ হচ্ছে।'

এরপর আর কোনকিছুই অস্পষ্ট থাকল না রানার কাছে। এই বুড়ো নিশ্চয়ই সেই বুড়োর বিশেষ বন্ধু। ব্যাপারটা এখন ঘুণাক্ষরেও জানান হচ্ছে না তাকে। বুড়োর এই চোর-পুলিস খেলাটি রানার বেশ ভালই লাগছে।

'কাজটি হল,' মিঃ ওয়ার্ড বললেন, 'আমি আপনাকে ঠিক বলার সাহস পাচ্ছি না, এমন অনুরোধ তো আমি করতে পারি না। আপনি অনুগ্রহ করে আমার কয়েকটি কথা শুনবেন।'

'বলুন।'

'এখানে একটি পাগলা গারদে, যদি আমাদের ধারণা ভুল না হয়ে থাকে, এমন একজন চিকিৎসক ও রোগী আছে যারা ঠাণ্ডা মাথায়

আজ থেকে পাঁচ বছর আগে খুন করেছিল আমার বোন পেগীকে। এই ফাইলটায় পত্রিকার কাটিং আছে, পুরো ঘটনার বিশদ বিবরণ পাবেন। একটু দেখুন।'

মোটামুটি অস্বস্তির সঙ্গে ফাইলটা তুলে নিল রানা।

বিত্তশালিনী পেগী ওয়ার্ডের স্বভাব-চরিত্র ছিল খামখেয়ালীতে ভরা। সময় কাটত তার একপাল কুকুর-বেড়াল আর পাখি নিয়ে। হেড্ডা নামে এক দাসী ছিল তার অনেক পুরোনো। জর্মন মোহাজের ক্লাউস রোহলার ছিল তার, শোফার, মালী ও অন্যান্য সব কাজের ব্যবস্থাপক। গ্যারেজের ওপরে এক ঘরে সে থাকত।

ক্রিসমাসের পর এক ঝোড়ো রাতে রোহলার পেগী ওয়ার্ডের ঘরে ঢোকে। মিস ওয়ার্ড তখন ঘুমোচ্ছিলেন। ঐ ঘুমন্ত অবস্থাতেই রোহ-লার তাকে গুলি করে হত্যা করে। তারপর রঙিন পেন্সিল দিয়ে ঘরের দেয়াল ও সিলিং জুড়ে নানারকম সব প্রতীকচিহ্ন আঁকে।

হেড্ডা তখন ছুটিতে ছিল দেশের বাড়িতে, পরদিন ফিরে সে নিহত কর্ত্রীকে আবিষ্কার করে, তারপর ঘোরতর উন্মাদ অবস্থায় দেখে রোহ-লারকে—নিজের ঘরে তালাবদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে সে পুলিসে খবর দেয়।

রোহলার হত্যাকাণ্ডের কথা অকপটে স্বীকার করে। সে বলে পেগী ওয়ার্ড অশুভ এক প্রেতাত্মা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল, যে প্রেতাত্মা তাকে রেডিও ও টেলিভিশন মারফত অভিশাপ দিত। এজন্যে ঈশ্বর তাকে হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন। এরপর রোহলারকে সতর্ক প্রহরায় কুক কাউন্টি হাসপাতালের সাইকিয়াট্রিক বিভাগে রাখা হয়, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার জন্যে।

পেগী ওয়ার্ডের বাসভবন থেকে পুলিস প্রচুর ছাই আবিষ্কার করে। পরীক্ষা করে দেখা যায় তা যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ব্যাংক নোটের। চুল্লির

আশেপাশে অনেকগুলো একশো ডলার বিলের দগ্ধবিশেষ পাওয়া যায়।

তদন্তে জানা যায়ঃ ব্যাংকের প্রতি পেগী ওয়ার্ডের অস্বাভাবিক অবিশ্বাস ছিল। শিকাগোর প্রায় সব ব্যাংকেই তার অ্যাকাউন্ট ছিল। তার অভ্যাসই ছিল এক ব্যাংক থেকে টাকা তুলে অন্য ব্যাংকে জমা রাখা। হত্যাকাণ্ডের সপ্তাহখানেক আগে ক্লাউস রোহলারকে নিয়ে পেগী ওয়ার্ড ব্যাংকে ব্যাংকে ঘুরেছে। সেদিন সে তার সমস্ত টাকা তুলেছে, এই টাকার অনুমিত পরিমাণ প্রায় ছয় লক্ষ ডলার—সব টাকাই নেয়া হয়েছে একশো ডলার বিলে। কোন ব্যাংকই কিছুমাত্র সন্দেহ করেনি, কারণ তার এই অভ্যাসের খবর সকলেরই জানা।

রোহলারকে জেরা করে জানা যায়ঃ ঐ টাকা সে পুড়িয়েছে। কারণ ও সমস্তই অশুভ। ঈশ্বর তা ধ্বংসের আদেশ দিয়েছিলেন।

হাসপাতাল থেকে তার ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত জানান হয়ঃ অদ্ভুত ধ্যানধারণা হতে উদ্ভূত প্যারানয়েড স্কিসোফ্রেনিয়ার রোগী রোহলার, যার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে হত্যার প্রবৃত্তি। বলা হয়, তার আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

বিচার শেষ হয় বিচারপতির কক্ষে, সামান্য শুনানির মাধ্যমে। রোহলার ও পেগী ওয়ার্ড উভয়েরই চিকিৎসা করেছেন এমন একজন সাইকিয়াট্রিক ডঃ বোরচের্ত সাক্ষ্য দেন—রোহলারের গুরুত্বের মানসিক ভারসাম্যহীনতা সম্বন্ধে তিনি অবগত। পেগী ওয়ার্ডকে রোহলারের এই ভয়াবহ ব্যাধি সম্বন্ধে তিনি সতর্কও করেছিলেন, কিন্তু তাঁর কথায় কর্ণপাত করা হয়নি।

রাষ্ট্রের এটর্নী ও কাউন্টির সাইকিয়াট্রিস্টের পরামর্শ অনুসারে বিচারপতি রোহলারকে অপরাধী উন্মাদ সাব্যস্ত করেন এবং মেনার্ডের ইলিনয় স্টেট হাসপাতালে রাখার নির্দেশ দেন।

পড়া শেষ করে তুলতেই রানা দেখে বৃদ্ধ ওয়ার্ড তার দিকেই তাকিয়ে আছেন। কি এক প্রত্যাশায় যেন করুণ তাঁর দু'টি চোখ। রানা বলে, 'এতে সন্দেহজনক কিছু…'

নেই বলেই মনে হচ্ছে, না? আমরাও প্রথমে সন্দেহ করিনি। কিন্তু রোহলার যে আদৌ উন্মাদ নয়, তাকে যে সাইকিয়াট্রিক সাজান হয়েছে এরকম মনে করার যথেষ্ট কারণ পরে খুঁজে পেয়েছি আমরা।'

'কিন্তু…'

'আমি সে-কথা বলছি। রোহলারকে ও আমার বোনকে চিকিৎসা করত সেই ডঃ বোরচের্তের কথা তো পড়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

পেগীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া মাস তিনেক পর জন রবসন একদিন ডঃ বোরচের্তের সঙ্গে দেখা করতে গেল তার অফিসে। গিয়ে দেখল ঐ অফিস তুলে দেয়া হয়েছে, অন্য ভাড়াটে এসেছে সেখানে। খোঁজ নেয়া হল, জানা গেল ভাল পসার ছেড়ে তিনি সরকারী চাকুরীতে যোগ দিয়েছেন। আছেন মেনার্ড কারা হাসপাতালে। জন আরও জানতে পেল—ডঃ বোরচের্ত যে ওয়ার্ডের পরিচালক রোহলার সেই ওয়ার্ডেরই রোগী। এখান থেকেই আমরা সন্দেহ করতে শুরু করি।'

'হুঁ। আচ্ছা, মিঃ রবসন ডক্টরের কাছে কেন গিয়েছিলেন?'

'কারণ আছে বইকি। পেগী শেষ দিকে বড্ড বেশি বাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল—ভিত্তিহীন সব সন্দেহ আর ধারণার দ্বারা সে চালিত হত। টাকা-পয়সার ব্যাপারে সে আমার, কি জনের, কারো পরামর্শ পর্যন্ত নিত না, আমাদের সম্বন্ধে অমূলক সন্দেহের জন্যেই। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, এই ক্লাউস রোহলার ছিল তার ভীষণ আস্থা-ভাজন। আমরা নিশ্চিত, টাকা-পয়সার ব্যাপারে সে রোহলার, এমনকি

ডঃ বোরচের্তের সঙ্গে নিয়মিত আলাপ-আলোচনা করত এই ব্যাপারেই খোঁজ নিতে গিয়েছিল জন।'

'ভদ্রলোক কেমন ব্যবহার করলেন ?'

'অত্যন্ত ভাল। কথায় কথায় জানিয়েছেন অপরাধী উন্মাদদের নিয়ে কি একটা গবেষণা যেন তিনি করছেন। এজন্যে একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান তাঁকে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে।'

'কি ধরনের গবেষণা ?'

'জন এটা ভাল বলতে পারে। হ্যালুসিনোজেন ও বিভিন্ন বায়োকেমিক্যাল নিয়ে কি একটা পরীক্ষা আমি ঠিক বুঝিনি বলে বোঝাতেও পারছি না।'

'আপনার বোন তার সঙ্গে টাকা-পয়সা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন তা কি বলেছেন ?'

'না। স্বীকারই করেনি। করতে পারে না, কারণ অপরাধী নিজেকে তো স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহের উর্ধ্বে রাখতে চাইবে।'

'কিন্তু টাকা তো সব পুড়েই গেছে !'

'সব পুড়েছে ? না, তা নয়। আমাদের হিসেবে মোট টাকার এক সহস্রাংশও পোড়েনি। তার কাছে কয়েক কোটি ডলার থাকার কথা ! ব্যাংকে অবিশ্বাস থাকার জন্যে বাড়ির এখানে-সেখানেই সে অনেক টাকা লুকিয়ে রাখত। কারণ ট্রাস্ট থেকে বছরে এক লক্ষ ডলারের বেশি সে পেত, এই টাকার সামান্যই খরচ করত সে। রোহলার ও বোরচের্ত—তার আস্থাভাজন এই দু'জনের পক্ষেই ঐসব টাকার খবর রাখা সম্ভব।'

এই সময়ে জন রবসন ঢুকলেন ঘরে। ছোটখাটো মানুষ। সত্তর ছাড়িয়ে গেছে বয়স। মাথার চুল একেবারে শাদা। চোখ দু'টি শান্ত সুস্থির, কিন্তু বুদ্ধির দীপ্তি আছে তাতে। পরিচয়ের পর রানার হাত চেপে

ধরলেন, সবকিছুই শুনেছেন নিশ্চয়ই, মিঃ রানা, আমরা কি আপনার সাহায্য পাব?'

প্রায় আর্দ্র হয়ে এল তাঁর কণ্ঠস্বর।

রানা অপ্রস্তুতভাবে হাসল, 'মানে আমাকে ঠিক কি ধরনের সহযোগিতা করতে হবে আপনাদের ব্যাপারে তা...'

রবসন ওয়ার্ডের দিকে ঘুরলেন, 'আলোচনা কদ্দুর হয়েছে?'

'আমি পেগীর টাকাপয়সা লুকিয়ে রাখার অভ্যাসের কথা বলছিলাম...'

'হ্যাঁ, আমরা প্রথমে অনুমান করেছিলাম সব মিলিয়ে দশ লক্ষ ডলার খোয়া গেছে, পরে আরো সাত লক্ষ ডলারের খোঁজ পাওয়া গেছে, যা নিশ্চয়ই পেগীর কাছেই ছিল।' রবসন বললেন।

'কিন্তু,' রানা বলল, 'সন্দেহের জন্যে এই-ই তো যথেষ্ট নয়।'

ওয়ার্ড বললেন, 'তা হয়ত নয়, তবে ওদের শেষ খবর এখনো আমি আপনাকে বলিনি, মিঃ রানা, ওদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হয়েছি সাম্প্রতিক একটি ঘটনায়। তা হল রোহলারকে বদলী করা হয়েছে হ্যানোভারে, এবং তা বোরচের্তের সুপারিশেই ঘটেছে। শুধু তাই নয়, এর সপ্তাখানেক পরেই বোরচের্ত নিজেও যোগ দিয়েছে হ্যানোভারে, আর তার পরিচালনাধীন নেলসন কটেজে রেখেছে রোহলারকে।'

রবসন বললেন, 'হ্যানোভার শিকাগো থেকে মাত্র চল্লিশ মাইল দূরে। এই শহরেই লক্ষ লক্ষ ডলার লুকান আছে, দুই খুনী কখন তা হাতিয়ে নেবে তারই অপেক্ষা মাত্র।'

'ডঃ বোরচের্ত তো যে কোন সময় তা হাতিয়ে নিতে পারেন।' সন্দেহ প্রকাশ করল রানা রবসনের কথায়।

'পারেন, কিন্তু খটকা আছে একটি। আমাদের সন্দেহ, বোরচের্ত এখনো টাকার খোঁজ পায়নি। রোহলারই তাকে সে খোঁজ দেয়নি নিজের সুবিধার্থে।'

'সবই বুঝলাম,' রানা বলল, 'কিন্তু ব্যাপারটা আপনারা পুলিসের হাতে সোপর্দ করছেন না কেন তাই বুঝতে পারছি না।'

'আইনগত অসুবিধা আছে, এদেশে নাগরিক অধিকারের প্রশ্নটিও মারাত্মক। তাছাড়া শত্রুকে সতর্ক করাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বোরচের্ত একটি বাস্তু ঘুঘু, পুলিসকে—আমাদেরকে হাস্যাস্পদ বানাতে তার দেরি হবে না। ঐ একটি পথ আছে, যদি প্রমাণ করা যায় রোহলার আসলে সাইকিয়াট্রিক নয়, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বানোয়াট, তাহলেই পুলিসকে দিয়ে কাজ উদ্ধার করা সম্ভব। এখন আপনি বলুন এ ব্যাপারে আপনার সাহায্য পাব কিনা।'

রানা বৃদ্ধ রবসনের দিকে তাকাল। লোকটা আইনজীবি হিসেবে কোর্টে সম্ভবত সফল হয়নি, তাঁর আইন-সংক্রান্ত যাবতীয় মেধা এই একটা ঘটনায় অসম্ভব উদ্দীপ্ত হয়ে আছে। জীবনে একবার অন্তত এই বৃদ্ধ জিততে আগ্রহী।

কিন্তু ব্যাপারটা ধরতে গেলে প্রায় অবাস্তব। দুই বাতিকগ্রস্ত বুড়োর এই সন্দেহকে তাদের স্নায়বিক পীড়ার মতোই একটা কিছু ছাড়া আর অন্য কিছু ভাবা যায় না। এঁদের শরীর থেকে যে উত্তেজনা বয়োধর্মের কারণে ঝরে গেছে মনগড়া কতকগুলো হেঁয়ালিকে আশ্রয় করে তাকেই যেন এঁরা ফিরে পেতে চাইছেন। বুড়ো ওয়ার্ডের জন্য অত্যন্ত দুঃখ বোধ করল রানা।

কিন্তু রবসন তখনো উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে, সেখানে প্রত্যাশায় স্পষ্ট চিহ্ন দেখে বিব্রত বোধ করতে লাগল রানা।

'কিন্তু আমি এ-ব্যাপারে কি করতে পারি?'

'সব কিছু পারবেন। আমরা জানি আপনি প্রমাণসহ হাতেনাতে ঠাণ্ডা মাথার দুই খুনীকে ধরে ফেলতে পারবেন।'

'কিভাবে?'

খুবই কৌতুক বোধ করে রানা।

'বলছি সে-সব কথা,' রবসনকে কিছুটা নিষ্প্রভ দেখায়, 'একটু আগে এই পত্রটা এসেছে আপনার কাছে। সম্ভবত খুব দরকারী।'

'এখানে এসেছে?'

বিস্মিত বোধ করে রানা। কিন্তু তাই তো, খামের ওপর তারই নাম, আর ঠিকানা দেয়া আছে এ-বাড়ির। দূতাবাস থেকে এসেছে চিঠিটা—আরো সাতদিনের ছুটির কথা বলা হয়েছে।

রবসনের মুখের দিকে তাকাল রানা। না, লোকটা এ-চিঠির আদ্যোপান্ত কিছুই জানে না। তবে বিস্ময় লুকিয়ে রাখতে পারছে না রানা। ছুটির ব্যাপারটা এত হেঁয়ালি হয়ে উঠবে—না, কোনকিছুই মেলাতে পারছে না রানা, কোনভাবেই না।

'কিসের চিঠি? খুব বিচলিত মনে হচ্ছে আপনাকে।'

'না, তেমন কিছু না,' রানা প্রায় ঝেড়ে ফেলে তার মানসিক অবস্থাটা। 'এখন বলুন—'

'আমরা এই দুই বৃদ্ধ, জীবনের শেষ প্রান্তে এসেছি, আমাদের চাইবার আর কিছু নেই। সাহায্যের একটা অনুরোধ করছি, আপনি না-ও রক্ষা করতে পারেন। আপনি এসেছেন এতেই খুব খুশি হয়েছি, খুব ভাল লেগেছে আপনাকে।'

কেমন যেন দেখায় ওয়ার্ডকে। কপালে বলিরেখা যেন আরো স্পষ্ট, মুখের ভাঁজগুলো যেন আরো তোবড়ান দেখায়। রবসনকেও দেখায়

খুব বৃদ্ধ, মুখের হাঁ খুলে আছে, নাকে যেন নিঃশ্বাসও পড়ে না।

ভীষণ অস্বস্তি লাগতে থাকে রানার। ঘাড় নামিয়ে কি ভাবে, তারপর বলে, 'আমি একটা ফোন করতে চাই।'

টেলিফোন স্ট্যাণ্ড নিয়ে এল একজন ভৃত্য। কারো দিকে না তাকিয়ে ডায়াল করতে থাকে রানা, সে জানে তার প্রতিটি আচরণের প্রতি এখন লক্ষ্য রাখা হচ্ছে অত্যন্ত আগ্রহে।

'আমি রানা বলছি, স্যার, শিকাগো থেকে। আপনি এ-দেশে রয়েছেন জানতাম না তো?'

'আগামীকালই চলে যাচ্ছি। তারপর কি খবর তোমার? শিকাগোতে কি করছ?'

'এখানে মিঃ ওয়ার্ড আর মিঃ রবসনের অতিথি হয়েছি।'

'হঠাৎ?'

'ওঁরা আমার কাছে একটি অদ্ভুত অনুরোধ করেছেন, স্যার— এঁদের একটি সন্দেহের ব্যাপারে—'

'আমি জানি ব্যাপারটা।'

'ও...তা এখন আমি কি করব?'

'এ-ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই, রানা। এটা সম্পূর্ণ তোমার নিজস্ব ব্যাপার—'

'তাহলে—'

'তাহলে কিছু নেই, যদি কিছু করতে যাও সেটা তোমার ব্যক্তিগত কাজ হিসেবেই দেখা হবে। এর বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়। কাল সকালে দেশে ফিরছি। তোমার ছুটিটা ভালই কাটুক এই কামনা করি।'

ওধারে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন রাহাত খান। রানা 'ধুত্তোরি'

বলে রিসিভার রাখল সজোরে. বুড়োকে সত্যিই আর ধরাছোঁয়া যায় না। চোখ তুলেই উৎকণ্ঠায় অধীর দু'জন মানুষকে সে দেখতে পেল, যাদের সময়দংশিত মুখে কোন অভিব্যক্তি নেই, রানাকে আর কোন কিছু জিজ্ঞেস করতেও যারা সাহসী হবে না।

ওয়ার্ডের চোখের দিকে স্থির তাকিয়ে রানা বলল, 'এখন বলুন আমাকে কি করতে হবে ?'

দু'ঘণ্টা পর জন রবসনের সঙ্গে কথা বলছে রানা, তাঁর ঘরে। ড্রয়ার থেকে একতাড়া কাগজ বার করে রবসন বললেন, 'পড়ে দেখুন, খুবই কৌতূহল বোধ করবেন।'

ওপরেই একটি দীর্ঘ চিঠি। পশ্চিম জার্মানীর একটি তথ্যানুসন্ধানী প্রতিষ্ঠানের। ক্লাউস রোহলার ও ডঃ বোরচের্তের মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণের আগে পর্যন্ত প্রায় সমস্ত বিবরণই আছে এতে। 'ডঃ বোরচের্ত' লেখা একটি ফাইল খুলতে-খুলতে রানা জিজ্ঞেস করল, এই লোকটি সম্পর্কে কিছু ধারণা দিন আমাকে।'

'ডঃ বোরচের্ত ? আশ্চর্য এক চরিত্র। বাইরে-বাইরে বেশ মিশুক আর সদালাপী, কিন্তু লোকটি আসলে চরম নিষ্ঠুর আর অসম্ভব ধূর্ত। আমার কথার সততা তাকে দেখামাত্র অনুভব করতে পারবেন। ভীষণ ঠাণ্ডা, ভীষণ হিসেবী, এককথায় ভয়ানক। সে এমন একটি মানুষ যাকে দেখলেই বোঝা যায় এই লোকের অসাধ্য কোন কাজ নেই— খুনের পরিকল্পনা থেকে খুন পর্যন্ত সব পারে সে। ওর সামনে গেলেই আমি অস্বস্তিতে ভুগি।'

'অনেক সময় আপনারা ব্যয় করেছেন এই ব্যাপারটি নিয়ে দেখতে পাচ্ছি।' 'হ্যাঁ, পাঁচ বছর হল আমি আর উইলিয়াম প্রতিটি ঘটনার

তন্নতন্ন হদিস নিচ্ছি, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করছি। এখন আর বোরচের্তের ব্যাপারে আমাদের কোন সংশয় নেই, আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে সে অপরাধী।'

জন রবসন সম্পর্কে রানার এতক্ষণে একটি স্পষ্ট ধারণা হল। বাহাত্তুরে লোক বলতে যা বোঝায় লোকটি তাই। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তাকে আহাম্মক বলা যায় না। এই উত্তেজক বিষয়টি তার প্রায় মৃত অস্তিত্বকে দিয়েছে একটি উদ্দেশ্য, একটি অর্থ।

'পেগী ওয়ার্ড' লেখা ফাইল থেকে একটি মেডিক্যাল জার্নাল বের করে রবসন বললেন, তেতাল্লিশ পৃষ্ঠা থেকে পড়তে শুরু করুন, বোরচের্তের গবেষণামূলক নিবন্ধ ওটি।'

নিবন্ধের নাম—'আরোপিত মস্তিষ্ক বিকৃতি।' এইভাবে শুরু হয়েছে লেখাটি :

"১৯৪৩ সালের এক দিনে যখন জনৈক সুইশ বায়োকেমিস্ট নিজের দেহে লিসারজিক এসিড গ্রহণ করলেন, তখন থেকে গবেষকগণ পরীক্ষামূলক মস্তিষ্কবিকৃতির গবেষণায় দারুণভাবে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। স্বেচ্ছাপরীক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়াল প্রচুর। প্রসিদ্ধ লেখক অলডাস হাক্সলী তাঁর মেসকালিন অভিজ্ঞতার কথা লিখলেন। 'আদি মানুষ,' তিনি লিখলেন, 'তার চারপাশের গাছগাছালির প্রতিটি শেকড়, পাতা, ফুল, বীজ, পল্লব, ফাঙ্গাস ইত্যাদির অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল।' সকল বেদনানাশক, তন্দ্রাজনক, মতিভ্রমকারী ও উত্তেজক প্রাকৃতিক ঔষধপত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল সেই আদি যুগ থেকেই।

"লিসারজিক এসিডের মতই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে মেসকালিন, পিয়োট জাতের ক্যাকটাস থেকে এই জিনিস পাওয়া যায়, মেক্সিকো ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের অধিবাসীরা বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে 'স্বর্গীয়

দৃশ্য' দেখার জন্যে এর ব্যবহার করে থাকে।

"আমানিতা মাসকারিয়া নামের এক শ্রেণীর ছত্রাক থেকে বুফো-তেনিন আবিষ্কৃত হওয়ার পর কৌতূহলী গবেষকগণ ছত্রাক-অভিজ্ঞতার পর্ব শুরু করেন। কামচাৎকার কোরিয়াক উপজাতির লোকেরা এক জাতের ফ্লাই অ্যাগারিক থেকে উপভোগ্য এক মায়ার জগত তৈরি করে। আরেকটি হচ্ছে আযটেকদের 'পবিত্র ছত্রাক'—আজো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ধ্যান ও উন্মাদনা সৃষ্টির জন্যে যার ব্যবহার রয়েছে মেক্সিকোর প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামগুলিতে···

"আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আরোপিত মস্তিষ্ক বিকৃতির সঙ্গে প্রকৃত উন্মাদনার তুলনা করে দেখা। আমার এই পরীক্ষায় দেখা যাবে উৎকণ্ঠা, উপলব্ধির পরিবর্তন, বিচ্ছিন্নতা, চিন্তায় অসংলগ্নতা, আবেগ ও বিভ্রান্তির ক্ষেত্রে আরোপিত মস্তিষ্কবিকৃত ব্যক্তির সঙ্গে সত্যিকারের উন্মাদের তফাৎ প্রায় নেই। স্বেচ্ছারোগীর লক্ষণগুলিতে যে অল্প-বিস্তর পার্থক্য দেখা গেছে তা সত্যিকারের স্কিৎসোফ্রিনিকদের মধ্যেও থাকে।

"কোরিদালিস কাভা উদ্ভিদ থেকে উৎপন্ন এক ধরনের অ্যাক-লয়েড 'বুলবোক্যাপনিন' ব্যবহারে এমন প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে যাকে বলা যেতে পারে ক্লাসিক। একটি বিশেষ লক্ষণীয় দিক হল, যারা পূর্বে সত্যিকারের ক্যাটাটোনিয়ায় ভুগেছে তারাও স্বীকার করেছে বুলবোক্যাপনিন আরোপিত হয়ে বিভ্রান্ত, প্রপঙ্ক ও বিচ্ছিন্নতার লক্ষণ-গুলিতে তারা কোন পার্থক্য অনুভব করেনি ···"

জার্নালটা বন্ধ করে রবসনের দিকে তাকাতেই তিনি জানতে চাই-লেন, 'বোরচের্ভকে কি মনে হচ্ছে এখন, মিঃ রানা ?'

'দারুণ পণ্ডিত মানুষ।'

'আর কিছু না ?'

'হ্যাঁ, আর একটি জিনিস, প্রয়োন্মাদনা জাতীয় ঐ স্কিসোফ্রেনিয়া ব্যাধিটি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব বলে আমার মনে হচ্ছে। যদি ক্লোরপ্রোমাযিন—মানে ঐসব ট্রাংকুলাইজার—মিলটাউন, ইকুইনাল—আরোপিত মস্তিষ্কবিকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তবে—'

'তা ঠিক, তা ঠিক, তবে আমার ইঙ্গিত কিন্তু অন্য দিকে। বিশেষ করে ক্লাউস রোহলারের বিষয়ে।'

রবসন কি বোঝাতে চাইছেন এক মুহূর্তে তা খেলে গেল রানার মাথায়, 'মানে আপনি বলতে চাইছেন রোহলারের উন্মাদ আচরণের মূলে রয়েছে কোন ড্রাগের প্রভাব, এই তো ?'

'আরো কিছু। কুক কাউন্টির ডাক্তারগণ যখন তাকে পরীক্ষা করে তখন সে বদ্ধ উন্মাদ। এই নিবন্ধই প্রমাণ করে ড্রাগের সাহায্যে মানুষকে উন্মাদ করে রাখা যায় কয়েক বছরের জন্যেও। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বোরচের্ত এই বিষয়ে কাজ করছে অনেকদিন থেকেই, এত বছর ধরে এইভাবে ধোঁকা দিয়ে আসছে ডাক্তারদের। এজন্যেই রোহলারকে দেখতে হবে খুব কাছে থেকে, যাতে জানা যায় কি থেকে সে ভুগছে—ড্রাগ, না সত্যি কিছু ?'

চার

বাস থেকে নেমে হ্যানোভার স্টেট হাসপাতালের প্রবেশ পথের পাশে এক বিরাট হলঘরে সবাইকে বসতে বলা হল কিছুক্ষণের জন্যে। বেশ আরামদায়ক চেয়ারগুলো, কিন্তু রানা বসল না, ঘুরে ঘুরে দেয়ালে টাঙানো বিখ্যাত সব পেইন্টিং-এর প্রতিচিত্র দেখতে লাগল। একটু পরেই এল একজন নার্স, তার সঙ্গে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে সমান টাকমাথা এক মধ্যবয়েসী ব্যক্তি। নার্সের কথায় জানা গেল ইনি ডঃ রীভস, হাসপাতালের সুপারিনটেণ্ডেন্ট, রোগীদের উদ্দেশ্যে এখন কিছু বলবেন—

'আমি জানি এই হাসপাতালে আসার ব্যাপারে আপনাদের বেশ অস্বস্তি রয়েছে। অস্বস্তি থাকাই স্বাভাবিক, তবে খুব শিগগিরই তা চলে যাবে। একটি কারণেই আপনাদের এখানে পাঠান হয়েছে, তা হল : আপনারা সকলেই অসুস্থ এবং এজন্যে প্রয়োজন চিকিৎসার। ডাক্তার নার্স অ্যাটেন্ড্যান্ট—হাসপাতালের আমরা সবাই আপনাদের বন্ধু, আপনাদের আরোগ্য আমাদের একমাত্র কামনা। আমাদের কাছে যে কোন অসুবিধার কথা আপনারা বলবেন, প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে

আমার সহযোগিতা পাওয়া যাবে সব সময়। সপ্তাহে কমপক্ষে দু'বার করে প্রত্যেকটি ইউনিটের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করি।'

'একটি তথ্য আপনাদের জানাতে পারি, এই হাসপাতালের রোগী ছিলেন আমার বাবাও। এতে লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই। মানসিক পীড়ায় পীড়িত হতে পারেন যে কোন মানুষ। আমাদের সকলেরই সহ্য ও ধারণের ক্ষমতা আছে নির্দিষ্ট, এটা ভঙ্গুর। এযুগে আমরা মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় সাফল্য অর্জন করেছি প্রায় অভাবনীয়। আজ সকালে শিকাগোর বাসে আপনারা এসেছেন মোট আটত্রিশ জন, জেনে সুখী হবেন এই একই বাসে আজ বিকেলে ফিরে যাচ্ছেন মোট চল্লিশ জন তাদের প্রিয়জনের কাছে। আপনাদেরও অনেকেই ফিরে যাবেন বেশ তাড়াতাড়িই।'

বাবাকে মনে পড়ে না রানার, কিন্তু এই সদয় মানুষটির কথায় কেমন করে যেন তার মনে হতে থাকে—তার বাবা নিশ্চয়ই এইরকম একজন মানুষ ছিলেন, এমন করেই কথা বলতেন, এমন করেই সবার সামনে এসে দাঁড়াতেন।

'দ্রুত সেরে উঠতে হলে আপনাদের হতে হবে সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল। এখন হাসপাতালের প্রথম দিনগুলোতে আপনাদের করণীয় কি হবে তাই বলছি। প্রথম তিনদিন দৈহিক অসুস্থতা না থাকলেও আপনাদের একটানা থাকতে হবে বিছানায়। এই সময় বিভিন্ন রকম পরীক্ষা পরিচালনা করবেন চিকিৎসকগণ। আপনাদের সকল ব্যক্তিগত জিনিসপত্র থাকবে আমাদের সনাক্তকরণ বিভাগে। এগুলো ফেরত আসার পর আপনারা বিছানা ত্যাগ করতে পারবেন। শায়িত অবস্থায় ধূমপান নিষেধ, দেশলাইও সঙ্গে রাখা চলবে না। অ্যাটেনড্যান্ট বা নার্সের কাছে চাওয়ামাত্র সিগারেটের জন্যে আগুন পাওয়া যাবে। এ-

ছাড়া ক্যাণ্ডি, সিগারেট, ফল ইত্যাদির জন্যে আপনাদের চাহিদা জানাবেন, দিনে দু'বার আমাদের স্টোর এগুলো বিতরণ করে।'

'দৈহিক ও মানসিক পরীক্ষা গ্রহণের পর আপনারা থাকবেন চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে। যখন রোগ নির্ণীত হবে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসাবিধি প্রণীত হবে তখন উপযোগী কোন ওয়ার্ডে বা কটেজে আপনাদের বদলি করা হবে। যখন চিকিৎসক মনে করবেন রোগী আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠেছে তখন তাকে মাঠে বাগানে এক ওয়ার্ড থেকে অন্য ওয়ার্ডে বেড়াবার অনুমতি দেওয়া হবে। ভোর ছ'টা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত থাকবে এই স্বাধীনতা। বিশেষ অনুমতি ছাড়া অবশ্য হাসপাতালের বাইরে যাওয়া যাবে না। আমাদের বিনোদন-কক্ষটি সুন্দর। সপ্তাহে দু'দিন ছবি দেখান হয়। প্রতি শনিবার রাতে রোগী ও কর্মচারীদের নৃত্যানুষ্ঠান রয়েছে। যে কোন কর্মচারীকে আপনারা নাচের সঙ্গী করতে পারবেন। কিন্তু এখানে একটু সতর্ক থাকতে হবে—আপনাদের আচরণ যেন ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়সুলভই হয়। নিয়ম ভঙ্গকারীর সুযোগ সুবিধা সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাহার করা হয়।'

'দিনে কয়েক ঘণ্টা নির্দিষ্ট কাজ করতে হবে। বিরক্তি ও উৎকণ্ঠা দূর করার জন্য এই কাজের ব্যবস্থা। যে কাজ করতে বলা হবে সানন্দে ও সুন্দরভাবে তাই করবেন। আশা করি খুব শিগগিরই আপনাদের সকলের সঙ্গেই আমার আবার দেখা হচ্ছে। ধন্যবাদ।'

রানার মধ্যে তখন সেই আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিল বারবার, বক্তৃতা শেষে দেখল তার আশেপাশের রোগীদের কয়েকজন ফুঁপিয়ে কাঁদছে, অনেকেরই চোখে জল।

পাঁচ

ছবি, বুড়ো আঙুলের ছাপ আর অজনখানেক দৈহিক মানসিক টেস্ট দিতে হল রানাকে।

যে যুবক ডাক্তারটি রানার শরীর উল্টেপাল্টে দেখল নানাভাবে, এ কাজে তার মৌলিক অনুসন্ধিৎসা রয়েছে। অত্যন্ত বিশদভাবে, যাবতীয় পদ্ধতি মেনে রানার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সে দেখল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। এসব পরীক্ষার জন্যে রানাকে হাঁটতে হল এক পায়ে, চোখ বন্ধ করে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে নাক স্পর্শ করতে হল, চিমটি কাটায় উহুঁহুঁও করতে হল খানিকক্ষণ। এছাড়া রক্ত, থুথু, ঘাম, মল, মূত্র ইত্যাদি পরীক্ষার ব্যাপার তো রয়েছেই। নানা ধরনের বোতল থেকে গন্ধ শুঁকে রানাকে বলতে হল কোন্ বোতলের গন্ধ কি রকম। এবং শেষ পর্যন্ত রানাকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অনুমান করে ডাক্তার খুব নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ল।

'একটানা মদ্যপানের অভ্যাস আপনার খুব বেশিদিন ধরে নেই, মিঃ রানা,' বলেই শিকাগো থেকে পাঠান রানার ফাইল খুলে পড়তে লাগল ডাক্তার, 'এই ব্যাপার?' মৃদু হেসে বলল, 'আপনাকে এখন

ডঃ চেস্টারের কাছে যেতে হবে।'

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ডঃ চেস্টার একজন চল্লিশ ছুঁইছুঁই মহিলা। খাট চুল, খসখসে কণ্ঠস্বর, মোটা ভুরু, ঠোঁটের ওপর পাতলা গোঁফের আভাস—যা নিয়ে নিশ্চিত বলা যায় তাঁর যথেষ্ট অস্বস্তি রয়েছে। এছাড়া ডান চোখটি যে তাঁর স্পষ্ট মিটমিট করে আর কথা বলার সময় হাতের পেন্সিল ঠোকার মুদ্রাদোষটিও যে আছে কয়েক মিনিটের মধ্যেই রানা তা আবিষ্কার করে ফেলল।

'মিঃ রানা,' দেয়ালের কোন দিকে চোখ তুলে তিনি বলতে শুরু করলেন, 'অনেক কিছু আপনাকে আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করব, অনেক লিখিত ও মৌলিক পরীক্ষা আপনাকে অবশ্যই দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর হবে সত্য এবং দ্রুত, মনে আসা মাত্র মুখ খুলবেন। কতকগুলো প্রশ্ন শুনে আপনার মনে হতে পারে এগুলো অদ্ভুত ও নিরর্থক, কিন্তু জানবেন এ-সব প্রশ্ন কোনটিই অযৌক্তিক নয়। আমি জানি এ ব্যাপারেও আপনার সহযোগিতা পাওয়া যাবে।'

এরপর তিনি স্থান কাল পাত্র সম্পর্কে নানারকম প্রশ্ন সেরে এলেন বিচারবুদ্ধির প্রশ্নে—'আচ্ছা মিঃ রানা, আপনি যদি দেখেন একটা লোক চারতলার জানালা দিয়ে লাফিয়ে, পুলিস সন্দেহ করার আগেই, তিনটে ব্লক পার হয়ে গেল দৌড়ে, তাহলে কি ভাববেন?'

একটু ভেবে তারপর মৃদু হেসে রানা বলল,' ভাববো, শহরে সুপারম্যান এসেছে।'

'ধন্যবাদ।' এমনভাবে বললেন যে বোঝা গেল এমন হালকা জবাব তাঁকে মোটেও সন্তুষ্ট করেনি। ফলে রানাও একটু গম্ভীর চেহারা বানিয়ে ফেলল। এরপর তাকে পিতামাতা সম্পর্কেও অনেক তথ্য জানাতে হল।

'এই যে আপনার দুর্ভাগ্যজনক একটা প্রেম, এর জন্যে কি যে মেয়েটি প্রত্যাখ্যাত করেছে আপনি তাকে শাস্তি দেওয়ার কথা ভাবেন—পরোক্ষভাবেও ?'

'প্রশ্নটা, মার্জনা করবেন, আমি ঠিক বুঝছি না।'

'মেয়েটি আপনাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, মাতাল অবস্থায় তাকে আপনি খুন করতে চেয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে আপনি যেমন অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসা পেয়েছেন মেয়েটি তেমনভাবে তা দিতে পারেনি বলেই তো আপনার ক্ষোভ, তাই না ?'

রানা খুব গম্ভীর। 'ডাক্তার, এ-ভাবে তো আমি কখনও ভাবিনি। হয়ত ভেবেছিও, কিন্তু জানি না। শুধু জানি তাকে আর আমি দেখতে চাই না। সে আমার জন্যে নয়। এদেশের মেয়েরা কোন বিদেশীকে ভালবাসে না।'

'আচ্ছা, আপনি কি সাইকো-অ্যানালিসিসের প্রয়োজনীয়তার কথা কখনো ভেবেছেন ?'

'না কখখনো না, ঐ চিকিৎসার কোন দরকার নেই আমার। একটু-আধটু মদ খেলাম, তা যথেষ্ট হয়েছে। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আমি আর ওসব ছোঁবই না। আপনার কি মনে হয় সাইকো-অ্যানালিসিসের কোন প্রয়োজন আছে আমার ?'

তিনি মৃদু হাসলেন, তাঁর ডান চোখের মিটমিটানি ইতিমধ্যে অনেক বেড়ে গেছে, সেই সঙ্গে পেনসিলের ঠুকঠুক।

'আপনি কি বিবাহিতা, ডঃ চেস্টার ?'

ভদ্রমহিলা প্রায় হতভম্ব হয়ে গেলেন, কিন্তু অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ভাবান্তর গোপন করলেন। 'আমরা কাজের কথা থেকে সরে যাচ্ছি,' তাঁর চোখের মিটমিটানি আরো বেড়ে গেল, 'আমার ধারণা ডঃ বোর-

চের্তের সঙ্গে কয়েকটি সেশনে বসলেই আপনি অনেক কিছু জানতে পারবেন।'

'ডঃ বোরচের্ত?'

'হ্যাঁ ডঃ বোরচের্ত। নেশাসক্ত স্বেচ্ছারোগী হিসেবে আপনাকে লিটবার্গ কটেজেই বদলি হতে হবে।'

'ডঃ বোরচের্ত কেমন মানুষ?'

আবারও তাঁর চোখের মিটমিটানি শুরু হল। রানা বুঝতে পারল ডঃ বোরচের্তকে তিনি পছন্দ করেন না।

'উনি এখানে নতুন এসেছেন, প্রথম দৃষ্টিতে তাঁকে রূঢ় ও কঠিন প্রকৃতির লোক বলেই মনে হয়, কিন্তু তাঁর কাজ বড় চমৎকার। ইয়োরোপীয় সাইকিয়াট্রিস্টদের পদ্ধতি আমাদের থেকে আলাদা, তাহলেও তাঁদের চিকিৎসা তাঁরা ভালই জানেন। আমার পরামর্শঃ ডঃ বোরচের্তের সঙ্গে সবরকমভাবে সহযোগিতা করাই আপনার উচিত হবে।'

দু'দিন পর রানা লিটবার্গ কটেজে বদলি হল।

নেলসন একদম খোলামেলা ওয়ার্ড, ঘরের দরজায় তালা পর্যন্ত নেই। প্রত্যেক রোগীর মাঠে বাগানে যাওয়ার স্বাধীনতা আছে, যখন খুশি তখন ওয়ার্ডে আসা-যাওয়া চলে। মিঃ ওয়েন, একজন বয়স্ক অ্যাটেনড্যান্ট—যিনি এখন চার্জে রয়েছেন, রানাকে মাঠে যাওয়ার অনুমতিপত্র দিলেন। তাতে রানার নাম ছবি ও ডঃ বোরচের্তের স্বাক্ষর রয়েছে।

'ওয়ার্ডের বাইরে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে এই কার্ডটা দেখাবে, ব্যাস ঝামেলা চুকে যাবে। মাঠের বাইরে যাবে না, গেলে মাঠে যাও-

য়ার সুযোগ হারাবে। এ-সব নিয়ে এখন খুব কড়াকড়ি চলছে, তাছাড়া গত হপ্তা থেকে রাস্তায় পুলিসও পাহারা দিচ্ছে।'

'কি হয়েছিল গত হপ্তায়?'

'আমাদের এক রোগী বাড়ি যাওয়ার জন্যে খেপে উঠেছিল। রাস্তায় পার্ক করা একটা গাড়ি চুরি করে পালাবার সময় সে অবশ্য ধরা পড়ে, তাতেই আমাদের শান্তিপ্রিয় নাগরিক সমাজ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। পত্রিকায় ফুটছে কথার খৈ। কিন্তু এই হলো অবস্থা, মানুষ মানসিক রোগীকে ভয় পাবেই।'

চার-শয্যাবিশিষ্ট একটি ঘরে থাকতে দেয়া হলো রানাকে, সব গোছ গাছ করে নিল সে।

'রোগীদের মধ্যে কেউ তোমাকে বিরক্ত করবে না,' মিঃ ওয়েন বললেন 'তবে সার্জেন্টের ব্যাপারে একটু সতর্ক থেকো। তার আবার আনডারঅয়্যার চুরির অভ্যাস। পাঁচ জোড়া পরে থাকে সবসময়। তবে তাড়াতাড়িই তাকে আমি একটু সমঝাবো।'

'সার্জেন্ট?'

'হ্যাঁ, সার্জেন্ট নামেই পরিচিত। ও নামে না-ডাকলে সে ভয়ঙ্কর মূর্তি ধরে।'

'এখন কোথায় সে?'

'সার্জেন্ট? ডাক্তারদের গাড়ি রাখার ওখানে সে ট্রাফিক নির্দেশের কাজ করে। বিতিকিচ্ছিরি একটা রোগ আছে ওর, আমার যা ধারণা। দু'তিন বছর পর-পর ওর বোনেরা এসে ওকে ধরে-বেঁধে নিয়ে যায় বটে, কিন্তু দু'তিনদিন পরেই আবার পালিয়ে চলে আসে এখানে। রোগীদের পিছু লেগে থাকাই ওর কাজ। সব ধরনের খবরের ফিরিস্তি সে ডঃ বার্ডের কাছে প্রতিদিন পেশ করে। দেখো, কোন ভুলচুক করে

বসো না, তাহলে ও ঠিকই রিপোর্ট করে দেবে।'

'ভারি মুশকিল তো।'

'তোমার রুটিন বলে দিচ্ছি। পাশেই অ্যাডলার কটেজ, মিস স্যালির চার্জে। ওখানে গিয়ে খেতে হবে তোমার। তার পাশেই ডঃ বোরচের্তের অফিস। আজ বেলা তিনটায় তোমার প্রথম সাই-কোথেরাপি সেশনে বসবেন তিনি। দেরি কর না। সময়ের ব্যাপারে কিন্তু ভীষণ কড়াকড়ি করেন উনি।'

'এই ডাক্তার সম্পর্কে কিছু বলুন না।'

'সাংঘাতিক লোক, বুঝলে, সাংঘাতিক লোক। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে চাকরি করছি কিন্তু এমন খাট্টা লোকের পাল্লায় পড়িনি কোনদিন। কয়েক সপ্তাহ হলো এসেছেন, কিন্তু যা দেখিয়েছেন। বাপরে। নেলসন কটেজের সবকটি অ্যাটেনড্যান্টের চাকরি খেয়ে দিয়েছেন।'

'কেন?'

'ঐ এক রোগী, একদিন দেখা গেল তার বুকের দুটো পাঁজর ভাঙা, কিন্তু কিভাবে কি হল কেউ কিছু বলতে পারছে না। ব্যাস, সব ক'টার চাকরী খতম। ডঃ বার্জের সঙ্গে একটু গোলমাল যাচ্ছিল, তো এই সুযোগে তাঁকেও সমঝে দিলেন আসলে বস কে? আমি বাপু লোকটার ধারেকাছে বেশি ঘেঁষি না, দূরে-দূরেই থাকি। তুমিও সাব-ধানে থেক, বাছা।'

'এখন একটু ঘুরে বেড়াই, কেমন?'

'অবশ্যই। কার্ডে কি লেখা আছে পড়নি? সকাল ছ'টা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত যথেচ্ছ ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতা আছে তোমার। তা এখন তো বারটা বাজতে চলল, লাঞ্চের সময় হয়েছে, মিস স্যালি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। যাওয়ার সময় স্টোরে একটু থামতে

পারবে ? আমার জন্যে সিগারেটের কথা বলছিলাম আর কি।' একটা নোট এগিয়ে দিল মিঃ ওয়েন।

'নিশ্চয়ই,' টাকাটা ফেরত দিলো রানা, 'আপনার জন্যে এটুকু করতে দিন।'

'ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। আমি ক্যামেল খাই, মনে থাকবে ? আর তোমার যাওয়ার পথেই ডাক্তারদের পার্কিং এলাকাটা পড়বে, সার্জেন্টের সঙ্গে ওখানেই নির্ঘাত দেখা হবে।'

রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল রানা। দু'পাশে সারি-সারি কটেজ। সামনে মাঠ, আর সাজান-গোছান বাগান। শীত মাত্র পড়তে শুরু করেছে, গাছের পাতা ক্রমেই লাল তারপর হলুদ হতে যাচ্ছে। হঠাৎ লোকটাকে দেখতে পেল রানা, দেখেই চিনতে পারল, পার্কিং এলাকার প্রবেশ-পথে দাঁড়িয়ে আছে সে। তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে তেমন ফারাক নেই। মাথায় পুরোন ফেল্ট হ্যাট, তাতে রুপোলি টিনের তারকা বসান, কোমরে মোটা বেল্ট, দু'পাশে তার দু'টো চামড়ার দস্তানা ঝোলান, যেন দু'টো হোলস্টার। কালো কোটের বামদিকে আরেকটা বিরাট তারকা।

এই সময় ধীর গতিতে এল একটা গাড়ি, পার্কিং-এর জন্যে প্রস্তুতিমূলক ব্রেক কষল। কর্তৃত্বের সাথে গাড়িটার দিকে এগোল সার্জেন্ট, যথারীতি হাত তুলে। গাড়িটা থামল। সে গিয়ে ড্রাইভার-কে কিছু বলল। গাড়িটা আবার চলতে শুরু করল। সার্জেন্ট সরে গিয়ে আবার প্রবেশপথের মুখে দাঁড়াল।

এদিকে দিয়েই যেতে হবে রানাকে. সার্জেন্ট চোখ ছোট করে তার এগিয়ে আসা লক্ষ্য করতে লাগল। কাছে আসতেই চোখেমুখে সন্দেহ ফুটে উঠল সার্জেন্টের। কয়েক পা এগিয়ে এসে পথ আগলে

দাঁড়াল, 'এই পথে যাওয়া চলবে না। কেবল ডাক্তাররা যাবে এদিক দিয়ে। তুমি কি রোগী না কর্মচারী?'

'রোগী।'

'কোন অনুমতি পত্র আছে?'

রানা কার্ড বের করল। বেশ মনোযোগের সাথে তা লক্ষ্য করল সার্জেন্ট। ফেরত দিয়ে বলল, 'মাঠের বাইরে যাবে না। প্রশাসনভবনে ঢুকবে না। কোন ডাক্তারকে বা কোন দর্শনার্থীকে বিরক্ত করবে না। আমি ডঃ বার্ডের প্রত্যক্ষ নির্দেশে কাজ করি। যদি আইন ভাঙ, আমি রিপোর্ট করে দেব।'

অদম্য হাসি কোন রকমে চেপে সম্মতি জানিয়ে রানা আবার হাঁটতে শুরু করল। বাগানের বেড়ার ওধারেই আরেকজনকে দেখতে পেল সে, বেড়ার কাঁটাতারকে সে ব্যাঞ্জোর মত করে বাজিয়ে হেঁড়ে গলায় গাইছে 'গায়ে বেগুনী রঙের বিকিনি। তোমারে আমি চিনি। তুমি বীমাদালালনন্দিনী' ইত্যাদি।

সহসাই যেন আবিষ্কার করল রানা : এ কোথায় এসেছে সে!

ছয়

প্রশাসন-ভবনের সামনে একতলার পুরোটাই স্টোর। রোগী আর কর্মচারীদের যাবতীয় কেনাকাটার কাজ এখানেই। রানা গিয়ে দেখল তামাকের কাউন্টারে লম্বা লাইন, লাইনে গিয়ে দাঁড়াতে খেয়াল করল তার সামনে দাঁড়ান যুবতীটি মারাত্মক সুন্দরী। হয় সে কোন কর্মচারী, নয় কোন ডাক্তারের বউ, রানা ভাবল।

পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি, একশো দশ পাউণ্ড, ছত্রিশ-চব্বিশ-ছত্রিশ, কালো স্যুট, সাদা ট্রেঞ্চ কোট, উঁচু হীল, নিখুঁত হাঁটু--গোড়ালি-পা, উড়ু-উড়ু বাদামী চুল, যে মেক-আপ অন্য মেয়ের জন্যে মনে হত বেশি বেশি তার জন্যে তাই হয়েছে সুন্দর। যখন সে ঘাড় ফেরাল তখন রানা বুঝতে পারল অনুমানটা ঠিক হয়নি, মেয়েটির বয়স অনেক কম। তার বড়ো-বড়ো দু'টি কৌতূহলী চোখ রানার দিকে স্থির হয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তাতে সঙ্কোচের জড়তা নেই।

'তোমার নাম রানা, না? বাংলাদেশী?' মেয়েটি জিজ্ঞাসু হল, 'আমি ভাবছিলাম কখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে?'

রানা বিস্মিত হল, 'আমার নাম জানলে কি করে?'

হেসে ফেলল মেয়েটি। 'ধরে নাও আমি একজন সাইকিক, মুখ দেখেই টের পাই। তো যাই হোক, আমি যে পর্যন্ত সিগারেট না কিনছি ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু শো-কেসটেস ভাঙতে পারবে না। সকাল থেকে আমার মেজাজ খিঁচড়ে আছে, বুঝলে?'

সিগারেট অফার করল রানা। মেয়েটি হাত বাড়িয়ে নিল, ঠোঁটে গুঁজল, তারপর আগুনের জন্যে মুখ নিচু করল। গভীর-ভাবে টেনে আস্তে ধোঁয়া ছাড়ল, 'ধন্যবাদ,' তারপর লাইনের মাথায় গিয়ে দাঁড়াল। কিনল সিগারেট আর এক বাক্স ক্লীনেক্স, তারপর লাইনের পাশে গিয়ে দাঁড়াল—রানার অপেক্ষায়।

কয়েক মিনিট পরেই রানা চলে এল তার কাছে। মেয়েটি বলল, 'একটার আগে আমি ডিউটিতে যাই না। চল, কোথাও গিয়ে বসে ছুটো কথা কই.. তোমার সময় হবে?'

রানা বলল, 'এখন থেকে আমার হাতে প্রচুর সময়।'

'সে আমি জানি।'

হাঁটতে হাঁটতে ওরা সামনের প্রবেশপথের কাছে একটা ফাঁকা বেঞ্চ পেয়ে গেল। ক্লীনেক্সের বাক্স কোলে নিয়ে মেয়েটি বসল, আর রানা ভাবতে লাগল: মেয়েটি কে, আর কি চায় সে?

'বসে পড়, রানা, আমাকে তোমার ভয় করার কিছু নেই, মাইরী বলছি আমি কামড়াই না।'

'তুমি কে?' রানা জিজ্ঞেস করে, 'হাসপাতালেই বা তোমার কাজ কি?

মৃদু হাসল মেয়েটি। সুন্দর ঝকঝকে দাঁত—রানা আন্দাজ করল, দু'টি নিসন্দেহে বাঁধান। পাশে বসার ইঙ্গিত করল সে, কিন্তু রানা একটু তফাতে বসাই সমীচীন মনে করল।

'তুমি তো তখন বদ্ধ মাতাল,' মেয়েটি বলল, 'সেই দোকানের কাঁচ ভাঙতে শুরু করলে যখন, 'আহা লোকগুলো তখন কিরকম অবাক না জানি হয়েছিল।'

'ঐ ঘটনা আমি আর মনে করতে চাই না। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছ না কেন? তুমি দেখছি আমার সব কথাই জান, অথচ তোমাকে আমি জীবনেও যদি একবার দেখতাম!'

'আমি সিসি স্পাসেক। রানা, তোমার যা আমার অবস্থাও তাই। তোমার তিন মাস আগে এসেছি এখানে এই যা!' প্রথমদিকে আমার ভয় ছিল খুব তাড়াতাড়ি বোধহয় মারা যাচ্ছি, পরে তা হচ্ছে না জেনে আরো ভয় বাড়ল। এখন আমি সেরে গেছি, হাসপাতাল থেকে খুব শিগগিরই যাচ্ছি ছাড়া পেয়ে।'

'আমার কথা জানলে কি করে?'

'মাসখানেক হল আমি বাইরে বেড়াবার স্বাধীনতা পেয়েছি। তখন থেকেই রেকর্ড-অফিসে কাজ করছি। নতুন রোগী এলেই তার কেসহিস্ট্রি নানারকম ফাইল আর চিকিৎসা সংক্রান্ত রিপোর্টের রেকর্ড রাখাই আমার কাজ। ঐ সময়ই তোমার ছবি দেখেছি। দেখতে তুমি অনেকটা আমার ভাইয়ের মত। সে-ও বেশ হ্যাণ্ডসাম ছিল। বার বছর আগে ইতালিতে মারা গেছে। একটা জীপ চাপা দিয়েছিল তাকে।'

'তাই?'

'তবু আমি খুশি এজন্যে যে আমার এই অবস্থা আর দেখতে হচ্ছে না তাকে,' মেয়েটি নীরব হল কিছুক্ষণের জন্যে। পরে বলল, 'তোমার হিস্ট্রির প্রতিটি শব্দ আমি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়েছি রানা। আমার ভাইয়ের সঙ্গে খুব মিলে যায়। আচ্ছা, এখানে আসার পর ঐ বান্ধবীর কোন খবর পেয়েছ আর? বোঝা যাচ্ছে, তাকে নিয়ে

যথেষ্ট দুর্বলতা রয়েছে তোমার। দ্যাখ, এখন যে কোন পুরুষ কোন মেয়েকে এত ভালবাসতে পারে তা কিন্তু আমার জানাই ছিল না।'

'ও-সব কথা থাক,' রানা বলল, 'আমি তাকে মনেও করতে চাই না আর।'

'ভুলে থাকা? সে তো আমরা সবাই চাই। আচ্ছা বার্ক স্ট্রীটের থ্রি নট থ্রি ক্লাবে কখনো গেছ তুমি?'

'না। কেন?'

'ঐ ক্লাবের বারে আমি চাকরী করতাম। সপ্তাহে পেতাম দু'শো ডলারের মত।'

দু'হাতে ক্লীনেক্সের বাক্সটি ধরে আছে সিসি, রানা দেখল: ওর হাতের আঙুলগুলো থিরথির করে কাঁপছে। বাঁ হাতের মণিবন্ধে তার সদ্য সেরে ওঠা এক সারি ক্ষত, রানাকে ওদিকে লক্ষ্য করতে দেখে তাড়াতাড়ি সে নামিয়ে ফেলল হাত, এমনভাবে রাখল যাতে আর না দেখা যায়।

'এই কাজকে একসময় মনে করেছি খুবই যুক্তিসঙ্গত, সিসি বলল, 'কিন্তু আর না। কি করে এসব ঘটল জানতে চাইছ তো?'

'তুমি বললে আমি শুনতে রাজি আছি, এই মাত্র।'

থরথর করে কাঁপল সিসির ঠোঁটদু'টো, উদ্‌গত অশ্রুকে গোপন করতে সে মুখ ফিরিয়ে নিল তাড়াতাড়ি।

'আমি টোপ গিলেছিলাম, বিচ্ছিরি টোপ। কিসের কথা বলছি জান তো, রানা?'

'নেশা?'

'তুমিও করেছ, কখনো?'

'না, তবে আমি জানি। নেশা ছেড়ে দিলে, শরীরের চাহিদা নিয়ে কি মারাত্মক সমস্যা হয় সে-সব আমি শুনেছি।'

সিসি একটু কেঁপে উঠল, মুহূর্তে তার মুখ ফ্যাকাসে সাদা হয়ে গেল।

'সত্যিই মারাত্মক।'

'কি নেশা করতে তুমি ?'

'হেরোইন।'

'আশ্চর্য, এটা হল কিভাবে ?'

'যেভাবেই হোক সেটা কি বড় কথা ?'

'না, মানে জিজ্ঞাসার জন্যে জিজ্ঞেস করা।'

সিসি কাছে এসে রানার হাত চেপে ধরল, 'কিছু মনে কর না, রানা, আমি ওসব নিয়ে ভাবনা আর সহ্য করতে পারিনে। ঐ টোপ আর গিলছি না। জানি অনেক রাত আমার ঘুম হবে না, জেগে জেগে হয়ত এসব নিয়েই মনে মনে নাড়াচাড়া করব। হয়ত এখান থেকে বেরিয়ে গিয়েই সেই কুত্তার বাচ্চাটাকে আমি খুন করব। বিশ্বাস কর, খুন আমি করতে পারি···ওকে খুন করলে আমি নিজেকে কখনও দোষী ও ভাবব না।'

রানা চুপচাপ শুনে যাচ্ছে সিসির কাহিনী। 'একসময় মনে করতাম ওকে আমি ভালবাসি, আর আমাকেও ও ভালবাসে। আমার যে জীবন তাতে ভাল মানুষ আশা করাই অন্যায়, তা'হলেও মানুষ যে এতটা নীচ হতে পারে তা ছিল আমার ধারণার বাইরে।'

'তোমার বয়েস এখন কত হয়েছে সিসি ?'

রানা ঘুরিয়ে দিতে চাইল প্রসঙ্গটি।

'তিন বছর আগে যখন শিকাগোতে আসি তখন বয়স আমার কুড়ি। যে রেস্তোর্ঁায় আমি ওয়েট্রেস ছিলাম সেখানে ও আসত প্রায় নিয়মিত। দামী পোশাক পরে আসত, দু'হাতে টাকাও ছড়াত অজস্র। দু'একদিন ওর সঙ্গে বাইরে গেলাম, জানলাম থ্রি নট থ্রি ক্লাবের

মালিকদের ও একজন। আমি হপ্তায় মাত্র ষাট ডলার পাই জেনে ওর ওখানে কাজ করে বেশি উপার্জনের লোভ দেখাল। পোশাক-আশাকের জন্যে টাকাও ধার দিল, তারপর থ্রি নট থ্রি ক্লাবে চাকরি নিলাম আর বাঁধা পড়লাম, ওর মনে যা ছিল তাই হল?'

রুমাল বের করে সিসি চোখ মুছতে লাগল।

'আমাকে এ-সব কথার বলার কোন প্রয়োজন ছিল না।'

'আমি জানি। কিন্তু সব কথা বলতে পারি এমন একজনের বড় দরকার ছিল আমার। এখানে তো যা-ইচ্ছে-তাই করা যায় না, ভাবাও যায় না।'

'তুমি ডাক্তারকে এ-সব বলনি?'

'না, সব কথা বলিনি। ডাক্তার-মহিলা অবশ্য বেশ ভাল, কিন্তু তুমি তো জানই ডাক্তাররা আসলে কেমন।'

'উনি নিশ্চয়ই খুব সহানুভূতিশীল।'

'তা হবেন, কিন্তু উনি তো শেষ পর্যন্ত ডাক্তারই, এমনি একজনের সঙ্গে বলা আর ওঁর সঙ্গে বলা কি এক হল? তুমি যে কত ভাল তা তোমার হিস্ট্রি পড়েই আমি জেনে নিয়েছি। আচ্ছা, কাল রাতে ড্যান্সে আসছ তো?'

'ড্যান্সের কথা আমার মনেই নেই।'

'অবশ্য মনে রাখবে। একদম নতুন রকমের অভিজ্ঞতা। ড্যান্স ভালবাস না তুমি?'

'বাসি। কখনো-কখনো।'

'আমার সঙ্গে নাচতে তোমার সবসময়ই ভাল লাগবে। আচ্ছা চলি, আমার কথা শোনার জন্যে অজস্র ধন্যবাদ।'

লিটবার্গে ফিরল রানা একটু ভাবিত একটু বিমূঢ় অবস্থায়। ঘটনা-

গুলো যেন বড় দ্রুত ঘটে যাচ্ছে। ত্রিশ মিনিটও হয়নি যার সঙ্গে পরিচয় সেই মেয়ে এমন সব কথা বলে গেল যা নাকি সে তার ডাক্তার-কেও বলেনি। মানসিক হাসপাতালের রোগী হলে মনোভাব সম্পূর্ণ পালটে যায়। এখানে মানুষের স্বাভাবিক অনেক প্রবৃত্তিই লুপ্ত হয়, অন্তত অন্যের সম্বন্ধে কৌতূহল।

সিসি স্পাসেকের ভাই জীপের চাকায় পিষ্ট হয়ে মারা গেছে। আরেকজন অল্পের জন্য বেঁচে গেছে। সুসান রবসনের কথা মনে পড়ল রানার। সুসান অনুরোধ করেছিল: তার বাবাকে যেন এ-সব কথা না জানান হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই কথা রাখতে পারেনি রানা ফলে সুসানকে এখন সরিয়ে রাখা হয়েছে, কোথায় রানা জানে না। সম্ভবত সুসানও জানে না রানা এখন কোথায়।

লিটবার্গে থেকে মিঃ ওয়েনের সিগারেট দিয়ে অ্যাডলার কটেজে গিয়ে হাজির হল রানা, কলিং বেল টিপতেই একজন চার্জ নার্স দরজা খুলে দিল।

মিস স্যালী দেখতে এক ক্রুদ্ধ হিপোপটেমাস, বোঝা যায় অনেক বছরের সাইক্রিয়াট্রিক নার্সিং-এর অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। মেজাজ বেশ গরম, কিন্তু রানার বুঝতে অসুবিধা হল না ভেতরে ভেতরে তার বইছে করুণার ঝর্ণাধারা, বাইরের ভাব ভঙ্গি সবকিছু গোপন করতে পারেনি।

খাবার ঘরে নিয়ে গেল সে রানাকে, বসিয়ে দিল টেবিলে। ওখানে আরো তিনজন রোগী ছিল, তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হল। ভবিষ্যতে এদের সঙ্গেই নিয়মিত খাবার-ঘরে আসতে হবে রানাকে।

'স্বেচ্ছারোগীদের এখানে কোন আলাদা সুবিধে নেই, রানা,' মিস স্যালী বলল, সময়মত আসতে হবে, না এলে খাওয়া বন্ধ। আজ বেলা তিনটায় ডাঃ বোরচের্তের সঙ্গে তোমার দেখা করার কথা। ভুলবে

না, খবরদার।'

স্পেশাল ট্রেনে এল লাঞ্চ, সুস্বাদু এবং প্রোটিনসমৃদ্ধ। খেতে খেতে রানা লক্ষ্য করল তার টেবিলের ওপাশে দু'জন রোগী নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে, তৃতীয়জনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই। এই রোগী দু'জন—স্টার্জ ও হ্যারিস—অ্যালকোহলিক, এখনো বাইরে বেড়াবার অনুমতি পায়নি। রানাকে নিজেদের হিস্ট্রি জানাল ওরা। তৃতীয় ব্যক্তি কিছুতেই আলোচনায় যোগ দিল না, একমনে খেয়ে চলেছে তো চলেছেই। তার দড়ির মত হলদে পাকান চুল কপাল ছড়িয়ে নেমেছে প্রায় নাক পর্যন্ত। রানার প্রতিটা প্রশ্নের উত্তরে সে হুঁ হাঁ করল দেখে সন্দেহ হল: লোকটা বোধ হয় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি এখনো। কিন্তু একটু পরেই তাকে জিজ্ঞেস করতে শোনা গেল, 'তোমার জেল-ও যদি না খাও হ্যারিস, তবে আমাকে দিয়ে দাও।'

বোঝা গেল, তালে একদম ঠিক। স্টার্জ ও হ্যারিস দু'জনেই চরম বিরক্তি নিয়ে তাকাল তার দিকে।

'চোম হচ্ছে একটা হাভাতে শুয়োর,' স্টার্জ বলল, 'ও যা দেখবে তাই খাবে। আচ্ছা আমরা চলি।'

স্টার্জ ও হ্যারিস চলে যেতেই চোম ওদের উচ্ছিষ্ট যা ছিল তার সবই গপাগপ খেয়ে নিয়ে একচোখ ট্যারা করে চাইল রানার প্লেটের দিকে, 'বুড়িটা কি নাম বলল তোমার?'

'রানা। মাসুদ রানা।'

'বিদেশী?'

'বাংলাদেশী।'

'দেখতে তো মনে হয় সুইডিশ। সামনের সপ্তাহেই আমি বাইরে যাওয়ার পাশ পাচ্ছি। বাড়ি ফিরতে আর দেরি নেই।' একটু হেসে

সে উঠে দাঁড়াল, তারপর খাবার-ঘরের বাইরে গিয়ে রানার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। একটু পরেই রানা তার সঙ্গে যোগ দিল করিডোরে।

'বিকেলে যাবে নাকি দোকানে ?'

চোম জানতে চাইল।

'যেতে পারি। কেন ?'

'আমার জন্যে এক টিন তামাক আনবে, প্যালাদিন।' এক ডলা-রের একটা নোট রানার হাতে ধরিয়ে দিয়ে সে বলল, তিনটার দিকে আসছ তো, তখন নিয়ে আসবে, কেমন ?'

'অবশ্যই।'

'ধন্যবাদ। মনে হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি আমরা বন্ধু হয়ে যাব, রানা।'

যাওয়ার সময় রানাকে তিনটার অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা আবার স্মরণ করিয়ে দিল মিস স্যালী, সময়ের ব্যাপারে বলল খুব সতর্ক থাকতে।

সাত

তিনটা বাজার ঠিক দশ মিনিট আগে অ্যাডলার কটেজে গিয়ে রিপোর্ট করল রানা। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল চোম, তামাক আর ফেরত পাঁচ সেন্টের জন্যে। খুশি হয়ে ধন্যবাদ জানিয়েই সঙ্গে-সঙ্গেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ডঃ বোরচের্তের ঘরে রোগী ছিল। মিস স্যালী রানাকে করি-ডোরে পাতা বেঞ্চটিতে বসে অপেক্ষা করতে বলল। কাঁটায় কাঁটায় ঠিক তিনটায় দরজা খুলে গেল, আর রোগীও বেরিয়ে এল।

মিস স্যালি বললেন, 'তুমি এখন যেতে পার, রানা।'

বিরাট এক ডেস্কের ওপাশে বসে ডঃ বোরচের্ত ফাইল খুলে কি যেন পড়ছে। রানা ধারণা করল: এ-সবই তার কেসহিস্ট্রি, দৈহিক ও মানসিক রিপোর্টের পর থেকে পাতা বেড়ে এত মোটা হয়েছে। রানাকে এক নজর দেখে ডঃ বোরচের্ত বসতে বলল। লোকটার গলার আওয়াজ কেমন ঘড়ঘড়ে।

চেয়ার টেনে তার সামনে বসতে গিয়ে রানা টের পেল নার্ভাস

হয়েছে সে। চোখে বিঁধছে আলো, আর দীর্ঘ নীরবতায় বাড়ছে উৎকণ্ঠা। ভেতর থেকে সুড়সুড় করতে করতে কি যেন বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে বলে মনে হল তার। চেয়ারের হাতল জোরে চেপে ধরে রানা, আর অন্য কিছু ভাবতে চেষ্টা করে।

পড়তে পড়তে মৃদু হাসছে ডঃ বোরচের্তে। পড়া বন্ধ করে একসময় পকেট থেকে সিগারেট বের করে ঠোঁটে লাগাল। আগুন জ্বালল, টানল গভীরভাবে, মাথার ওপরের আলোর দিকে ছুঁড়ে দিল ধোঁয়া। টার্কিশ তামাকের কড়া গন্ধে ভরে গেল সারাটা ঘর।

বেশ লম্বা আর গড়নটাও মজবুত ডঃ বোরচের্তের। সাদা কোটে বেশ সোবার লাগছে। চাঁদির কাছে মাত্র টাক পড়তে শুরু করেছে। বয়েস, রানা অনুমান করল, মধ্য চল্লিশের কোঠায়।

বেশ কয়েকবার রানাকে সে দেখল, তারপর তার ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা ছড়িয়ে পড়ল। রিমলেস চশমার ভেতর থেকে ডাক্তারের তীক্ষ্ণ, সতর্ক আর ঠাণ্ডা ধুসর দু'টি চোখের সামনে রানা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। স্পষ্ট বোঝা গেল, এই লোক যখন কথা বলবে তখন তাতে ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

'মাতৃভক্তি, আহা, মাতৃভক্তি!' রানার কেসহিস্ট্রি ধপাস করে নামিয়ে রেখে বোরচের্তে বললো, 'কি জটিলতা! শোন হে প্রাক্তন বৃটিশ রাজ্যের অধিবাসী, তোমাদের এই মাতৃভক্তিকে বড় হাসি পায়। তোমাকে আমি করুণা করি, রানা, তোমার স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী কিভাবে তোমার বাস্তব থেকে দূরে—পরিণত মানুষ হওয়া থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, আহা! এখন আমাকে সব কথা খুলে বলবে তো?'

রানা তার উষ্মা আর গোপন করে রাখতে পারল না, 'আমার কেসহিস্ট্রিতে সব কিছুই লেখা আছে, তাই না, ডাক্তার?'

অপ্রত্যাশিত উত্তরে একটু থমকে গেল বোরচের্ত।

'তোমার কেসহিস্ট্রিতে যা লেখা আছে তার সবটাই আমি জানি, কিন্তু এ-ও জানি ওতে সব কথা লেখা থাকে না। তোমার এই বিরূপ প্রতিক্রিয়া আর অসুবিধার কথা বলতে না চাওয়ার কারণটাই শুধু বুঝছি না। আর বিশ্বাস কর, রানা, তোমার সমস্যা সত্যিই খুব জটিল। একটা কথা জানান দরকার: এ-ঘরটা সম্পূর্ণ সাউণ্ডপ্রুফ। তুমি যা বলছ আর আর আমি যা বলছি তা আর কারো শোনার সাধ্য নেই, এই আলোচনা আমাদের মধ্যে শেষ। তোমাকে সাহায্যের জন্যে এখানে একজন ডাক্তার আছে, কিন্তু সে-কাজের জন্যে তোমার সহযোগিতা প্রয়োজন। যাকগে, যে মেয়েটিকে তুমি ভালবাসতে বলে কল্পনা করতে তার কথাই না হয় আলোচনা করি। কেমন সে মেয়েটা?'

'সে একটা বেবুশ্যে।'

'বেবুশ্যে!' শব্দটা নিয়ে রীতিমত হৈচৈ শুরু করল, 'মেয়েটা তাহলে বেবুশ্যে? কি অদ্ভুত একটা শব্দ, সত্যিই প্রাক্তন বৃটিশ রাজত্বের একটা ছবি ভেসে উঠে মনে। তা, আমাকে ভারি অবাক করলে, রানা। কি করে একটা বেবুশ্যের সঙ্গে ভালবাসার কথা ভাবতে পারলে তুমি? আমার তো ধারণা ছিল: যে স্তরের মানুষ তুমি তাতে ভালবাসার জন্যে ঐ পর্যন্ত যাওয়ার কোন দরকার পড়ে না তোমার। সত্যিই বেবুশ্যে দ্বারা প্রত্যাখ্যান হওয়ার বেদনা ও লজ্জা কত মর্মান্তিক। সুন্দরী ছিল সে, বল, কেমন ছিল তার প্রতি তোমার আকর্ষণ?'

রানা এবার একটু হাসল, 'তার সম্বন্ধে কোন কথাই আমি বলতে চাই না, ডাক্তার।'

'সে ঠিক, সে ঠিক। অ্যালোকোহলিকরা আত্মকেন্দ্রিক আর অহংকারী হয় বটে। কিন্তু নিজেদের সম্বন্ধে বলতে না পারলে তারা খুশি হয় না মোটেই।

আমি কয়েকশো অ্যালকোহলিকের বক্তৃতা শুনেছি, সব বাহাদুরির কথা আর আত্মধ্বংসী প্রবণতার কাহিনী। আর সত্যি কথা কি জান, তোমার কথা আমি আসলে শুনতে যাচ্ছিনে।'

সেই বিচ্ছিরি হাসিটা আবার ফুটে উঠল বোরচের্তের ঠোঁটে, 'ব্যাপারটা তো আর কিছু নয়: মায়ের আদুরে ছেলে—আদরে নষ্ট হয়ে যাওয়া, পরিণত না-হওয়া ছেলে হঠাৎ এমন কিছু পেল যা কখনো সে কল্পনাও করেনি। তারপর যা খাওয়ার অভ্যাস নেই তা খেলে বদহজমও তো হতেই পারে, তাই না? কাজেই সেই অপরিণত ছেলেটাকে তো একটা কিছু করতে হবে। করলও, ধরা যাক সে মারশাল ফিল্ড স্টোরের শো-কেসগুলো ভাঙল, এই উদাহরণ স্বরূপ ধরতে বলছি।'

রানা মুখ ফিরিয়ে রাখল, ডাক্তারের সঙ্গে আর চোখাচোখি হতে চাইল না।

'তোমাকে আহত করলাম বুঝি? তোমার স্পর্শকাতর অনুভূতিতে আঘাত করে ফেললাম। রাগ করলে তো?'

রানা ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। এই হাসি তাকে খুশি করল না মোটেও।

'তাহলে বলব তোমাকে বোর করা হয়েছে। হ্যাঁ, তাই, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তোমার সমস্যার কথা তুমিও বলতে চাও না, আমিও শুনতে চাই না। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইলিনয় রাজ্য আশা করে এখানে তার প্রতিটি অতিথিকে সপ্তাহে এক ঘণ্টা করে থেরাপি দেয়া হোক। ঠিক আছে, আমরা না-হয় আলোচনার জন্যে চমৎকার কোন বিষয় বেছে নেই। কিন্তু এ কথা জেনে রেখ, রানা, তুমি নিজে কোন চমৎকার বিষয় নও। আচ্ছা, ইয়োরোপে গিয়েছ তো?'

'না।'

'কি ছুর্ভাগ্য। ইয়োরোপকে নিশ্চয় তুমি ভালবাসতে—পারী, রোম, ফ্লোরেন্স, বার্লিন—খ্যাপা কুত্তার দল বোমা ফেলার আগে আহা কী যে ছিল সেই জীবন। উনটার ডেন লিনডেন···হিবলহেলম-স্ত্রাস যদি হেঁটে বেড়াতে এই সব রাস্তা ধরে! যদি যেতে স্পেন, ফ্রান্স, ইতালি, গ্রীস—আহা স্নন্দরী এথেন্স, তুমি এখন মারকিন ট্যুরিস্টের ভিড়ে কেমন নোংরা হয়েছ। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমি এথেন্সের মেয়েদের—ক্যাথিড্রালের সামনে দিয়ে পার্থেননের আর্কের নিচ দিয়ে তারা হেঁটে যাচ্ছে, আলোচনাটা ভাল লাগছে তোমার, রানা?'

'আপনি ইয়োরোপ থেকে চলে এলেন কেন ডাক্তার?' রানা জিজ্ঞেস করে, 'এখানে থাকার চেয়ে অনেক স্নুন্দর অনেক ভাল ইয়োরোপে থাকাই তো আপনার পছন্দ।'

এই উদ্দেশ্যমূলক খোঁচার প্রতিক্রিয়া কি হয় তা দেখার জন্যে ডাক্তারকে তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করল রানা। ঠোঁটে হাসিটি অব্যাহত রাখল বোরচের্ত, নিজেকে রাখল সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে, কিন্তু শুকনো খরখরে হয়ে এল তার ছু'টো চোখ। রানা বুঝল খুবই মারাত্মক জায়গায় সে ঘা দিয়ে ফেলেছে।

সিগারেট হোল্ডার দাঁতে কামড়ে ধরে ডাক্তার চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে লম্বা হল। তারপর হোল্ডারে নতুন একটি সিগারেট সংযুক্ত করতে করতে জানতে চাইল, 'সিগারেট খাবে?'

'না, ধন্যবাদ।'

'আমরা বেশ ছেলেমানুষীই করলাম। তোমাকে আহত করেছি আমি।' কড়া টার্কিস তামাকের গন্ধে ঘরটা আবার ভরে গেল। 'কি একটা আশ্চর্য ব্যাপার: তুমি ইয়োরোপে আমার ফিরে যাওয়ার কথা বললে। প্রকৃতপক্ষে আমি ফিরেও যাচ্ছি, খুব শিগগিরই এই সপ্তাহ

ঘুমকের মধ্যে। এতদিন পর আমি আবার সবকিছু দেখতে পাব, সবখানে যেতে পারব, যতদিন খুশি কোথাও থাকতে পারব। তুমি কি জান তোমাদের মত সব রোগীদের থেকে মুক্তি পাওয়া কি জিনিস—কি জিনিস যুক্তরাষ্ট্র নামের এই বস্তুবাদী র‍্যাট রেস থেকে চলে যাওয়া? থাকগে এটাও সত্য যে আমার শনৈ শনৈ উন্নতি থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি। আরেকটা কথা, এখানে থাকা অবস্থায় তোমাকে প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা করে কাজ করতে হবে।'

'আমি একটা কিছু কাজ চাই, ডাক্তার,' রানা বলল, 'তিরিশ দিন থাকতে হবে এখানে, কাজ ছাড়া সময় কাটাব কি করে···'

'বুঝি, সমস্যাটা বুঝি। হাসপাতাল নিঃসন্দেহে পৃথিবীর সেরা প্রমোদকেন্দ্র নয়, তবে জেলে যাওয়ার চেয়ে হাসপাতালে থাকাই ভাল। তোমার হিস্ট্রি আমি সব জানি, রানা। আমাদের জার্মানীতে এর চিকিৎসা একটু অন্যরকম। অনেক ভুল আছে আমাদের, স্বীকার করি, কিন্তু আমরা জানি বয়ঃসন্ধিকালে জটিলতা এবং অবদমিত বৃদ্ধির চিকিৎসা কিভাবে করতে হয়।'

'তাহলে জার্মানীতে না জন্মে আমি ভালই করেছি, কি বলেন, ডাক্তার?' 'সেটা অন্য কথা,' প্রসঙ্গ বদলাল বোরচের্ত, 'আমি খুবই দুঃখিত, আজ আমাদের কাজ মোটেই এগোল না, আরও কিছু রোগী—স্বভাবচরিত্র ভাল এমন কিছু রোগী—আমাকে দেখতে হবে। তা কি ধরনের কাজ তোমার পছন্দ?'

'যে কোন কাজ।'

'গুড। সুপারভাইজারকে আমি বলব, তোমার অসামান্য প্রতিভা ও প্রয়োজন অনুসারেই যেন বিশেষ থেরাপিউটিক কোন কাজ খুঁজে দেখা হয়। এখন যেতে পার।'

তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে উঠল রানা, বেশ তাড়াতাড়ি। দরজার নবে হাত রাখতেই আবার কথা বলল বোরচের্ত, 'এক মিনিট, রানা।'

রানা ঘুরল।

'তোমার ব্যবহারে এমন কিছু আছে যা আমাকে অবাক ও কৌতূহলী করেছে। তোমার হিস্ট্রির সঙ্গে তা খাপও খায় না। নিজের সম্বন্ধে অন্যের সম্বন্ধে বেশ নিশ্চিত তুমি, কিন্তু এখানে আসার কারণ নিয়ে অস্পষ্টতা আছে তোমার। অকপটে বলছি : আমার মনটা খুবই কৌতূহলী এবং খুবই হিসেবী। যখন কোন হেঁয়ালী আসে আমার সামনে তখন সব তথ্যকে টুকরো টুকরো করে সাজিয়ে নিই আমি। তোমার ব্যাপারটা হচ্ছে এমনি একটা ধাঁধা যার সমাধান করতে হবে, তা আমি করব, নিশ্চিত থাক এতে আমার একটু ভুল হবে না। কয়েকশো অ্যালকোহলিকের চিকিৎসা করেছি, কিন্তু তাদের একটির মতও নও তুমি। সম্ভবত কেসহিস্ট্রিতে তুমি সত্য গোপন করেছ অথবা তোমার সমস্যা কেবল ঐ অ্যালকোহলিজম নয়, আরো গভীর কিছু। সবই উদঘাটিত হবে, তাতে কোন সন্দেহ রেখ না। পরবর্তী সাক্ষাৎকারে সত্যি কথা বলার জন্যে প্রস্তুত হয়েই এস। যাওয়ার সময় নার্সকে অ্যানড্রু চোমকে পাঠাবার কথা বল।'

হাতের তালু ঘামতে শুরু করেছে রানার। বাইরে এসেও কাঁপুনিটা গেল না। লোকটা ক্রুর ধর্ষকামী, অসম্ভব ধূর্ত এবং ভয়ানক। হাসপাতালে আসার উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে তাকে বোকার মত চটিয়ে দেয়া হয়েছে। আসলে কি তবে দুই বুড়োর কথায় এখনো তার পুরোপুরি বিশ্বাস জন্মায়নি? পরেরবার আরো সতর্ক হয়ে আসতে হবে রানাকে।

লিটবার্গ কটেজে ফিরতে ফিরতে বুড়ো র‍্যাসনের প্রতিটি কথা আবার

স্মরণ করতে চাইল রানা, প্রতিটি কথাই এখন তার বিশ্বাসযোগ্য মনে হল। হ্যাঁ, পারে, ঠাণ্ডা মাথায় খুনের পরিকল্পনা আর খুন সবই করতে পারে বোরচের্ত। কিন্তু ইয়োরোপে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারটা কি কথার কথা না সত্যিকারের কোন প্ল্যান ? সহসাই মনে হল রানার বোরচের্ত একটুও মিথ্যে বলেনি।

তারপর বেব্রুশ্কে নিয়ে কথায় রানার হাসি চেপে রাখা সত্যিই দায় হয়েছিল। বারবার চোখের উপর ভাসছিল সুসান রবসনের মুখ। তাকে নিয়েই তো কিছুদিন এখানে সেখানে প্রেমের অভিনয় করে বেড়াতে হয়েছে। মেয়েটার শরীর বেজায় ঠাণ্ডা, সম্ভবত অভিনয় কথাটি বেশ মনে করে রাখত সে।

বিকেলে লিটবার্গ কটেজে সুপারভাইজারের সঙ্গে দেখা, ওয়ার্ড-অফিসে বসে কথাও হল। বেঁটে, মোটা হাসি খুশি মানুষ, কিন্তু দায়িত্ব সম্বন্ধে খুব সচেতন।

'ডঃ বোরচের্তকে খেপিয়েছ তুমি,' সুপারভাইজার জানাল রানাকে, 'কাজটা ঠিক হয়নি। আমি অবশ্য জানি না কি তুমি বলেছ বা করেছ যাতে তিনি এত বারুদ হয়ে উঠতে পারেন। আসলে নিজেরই মস্ত ক্ষতি করেছ তুমি।'

'কিভাবে ?'

'যেমন আমাকে বলা হয়েছে তোমাকে যে পাওয়ার হাউজে কয়লা গ্যাঙে কাজ দিই। হাসপাতালে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে জঘন্য কাজ। আমি অবশ্য তাঁকে বুঝিয়েছি যে স্বেচ্ছারোগীদের এ-ধরনের কাজ দেয়া যায় না। এখন বল, কি কাজ তুমি করতে চাও ?'

'যে কোন কাজ,' রানা মৃদু হাসল, 'কয়লা গ্যাঙের কাজ যখন করতে হচ্ছে না তখন আর অসুবিধা কি ? আপনার কি মনে হয় ?'

'একটু ভেবে দেখতে হবে কি ধরনের কাজ এখন পাওয়া যাবে··· বাগানের কাজ তো অনেক জায়গা জুড়ে, তার মধ্যে এখন আবার ঝরা পাতা পরিষ্কারের সময়, মনে হয় না এ-কাজ তোমার ভাল লাগবে। রেকর্ড অফিসে অবশ্য কেরানীর কাজ আছে একটি—ফাইল করা আর ডাক্তারদের জন্যে কেসহিট্রি সাজিয়ে রাখা, ওহ্, মনে পড়েছে—এ-কজাটি হবে তোমার জন্যে চমৎকার। ডাকঘরে। চার ঘণ্টা করে প্রতিদিন, এমন কোন শক্ত কাজও নয়।'

'কি করতে হবে আমার ?'

'চিঠিপত্র সর্ট করতে হবে, ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে সেগুলো পাঠাবার ব্যাপারে সহায়তা করতে হবে। দশ-বার হাজার লোকের শহরে যে পরিমাণ চিঠি আসে, এখানেও সেই পরিমাণ আসে। এটা পছন্দ না হলে অবশ্য অন্য কাজ—'

'না, ডাকঘরের কাজটাই মনে হয় ভাল, কবে থেকে শুরু করব ?'

'কাল সকাল থেকে। ডাকঘরের পোস্টমাস্টারের কাছে গিয়ে রিপোর্ট করলেই হবে। প্রশাসন-ভবনের নিচের তলায় তার অফিস। খুব কম লোক নিয়ে এখন কাজকর্ম করতে হচ্ছে তাকে। খুব খুশি হবে। আজই তোমার কথা তাকে আমি জানিয়ে দেব।'

'ধন্যবাদ—অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

'তোমাকে কিছু পরামর্শ দেব আমি, রানা।'

'অবশ্যই।'

'এখানে আমি চাকরি করছি বেশ অনেক বছর ধরে। ডাক্তারের ক্ষমতা কতখানি সে আমি খুব ভাল করে জানি। এখানে তারা দেবতাদের মতই। ডঃ বোরচের্তকে তুমি পছন্দ অপছন্দ দুই-ই করতে

তার কিন্তু নিজের ভালর জন্যেই সে সব গোপন রাখা ভাল।'

'আমার প্রতি আপনি খুব সদয়। দেখবেন, এর পর আর কোন ভুল আমি করছি না। আচ্ছা, একটি কথা বলুন তো, বোরচের্তকে পছন্দ করেন আপনি?'

'তার সঙ্গে তোমার ব্যাপারের কোন সম্পর্ক নেই। যদি তাকে অপছন্দ করতাম তবে ঘুণাক্ষরে তা জানার সাধ্য ছিল না তার। নেলসন কটেজ থেকে আমার সেরা কিছু অ্যাটেনড্যান্টের চাকরি খেয়েছে সে, মিথ্যা দোষে অপরাধী করে, কিন্তু সে কথা তাকে আমি বলতে যাইনি, কারণ এখানে আমি চাকরি করে যেতে চাই।'

আট

শনিবার সকালে ব্রেকফাস্ট সেরেই রানা ছুটল পোস্টমাস্টারের কাছে। হাসিখুশি মানুষ, পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে বয়েস, দেখলেই মনে হয় কাজে-কর্মে দারুণ অভিজ্ঞ আর দক্ষ।

রানাকে কি ধরনের কাজ কি ভাবে করতে হবে সবই তিনি সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন। তারপর একটি বিশাল ফাইল কেস তুলে দিলেন তার হাতে যাতে হাসপাতালের প্রতিটি রোগীর নামে একটি করে কার্ড রয়েছে।

'এই ফাইল সামনে রেখে প্রতিটি চিঠি চেক করতে হবে, মিঃ রানা,' তিনি বললেন, 'তারপর এনভেলাপের ওপর রোগী যে ওয়ার্ডে থাকে তার চিহ্ন বসিয়ে ঠিক ঠিক বাস্কেটে ডেলিভারির জন্যে ফেলতে হবে। তবে একটি ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে—সেটি আমি দেখাচ্ছি।' কার্ডগুলো দু'হাতে ওলটাতে ওলটাতে একটা কার্ড তুলে ধরলেন তিনি রানার দিকে, যার মাথার দিকে কোণে একটি লাল তারকা চিহ্নের ছাপ মারা, 'যখন এই রকম কার্ডঅলা কোন রোগীর চিঠি পাওয়া যাবে তখন তা রোগীর কাছে নয়, তার চিকিৎসকের

কাছে পাঠাতে হবে। কার্ডে প্রত্যেক রোগীর নামের পাশে তার চিকিৎসকের নাম লেখা আছে, লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই। ডাক্তারের আগে পড়া দরকার এরকম চিঠি। আমরা খুলে ফেলি, তাতে অনেক সময় বাঁচে।'

'কিন্তু কাজটি তো বেআইনী, অন্যের চিঠি খোলা'—রানা ইতস্তত করে।

পোস্টমাস্টার মৃদু হাসলেন, 'তা নয়, অধিকাংশ রোগীই রাজ্যের আশ্রিত। ডাক্তাররা তাদের অভিভাবকই বলতে গেলে। রোগীর কাছে পাঠান চিঠি পড়ে তিনি কেসটির জটিলতা অনেকখানি অপসারিত করতে পারেন, তার জানা ও বোঝার জন্যে এটা হয়ে ওঠে সহায়ক। এই সপ্তাহ তিনেক আগে এক রোগী আত্মহত্যা করে বসল, তার স্বামীর চিঠির জন্যেই। কোন রোগীর অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ প্রকট হয়ে উঠলে ডাক্তাররা চান: রোগীর হাতে যেন কোন চিঠিপত্র না পড়ে। অসুবিধা বোধ করলে—কোন সংশয় দেখা দিলে আমাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলেই চলবে, আমি না থাকলে আমার সহকারীর কাছে গেলেই হবে। কাজেই, মিঃ রানা, প্রথম কাজটি হল চিঠি বাছাই, আর দ্বিতীয় কাজটি হল ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে বিতরণ।'

ফাইল ঘাঁটাঘাঁটির ব্যাপারে রানা প্রথমেই 'আর' চিহ্নিত ড্রয়ার খুলে 'রোহলার, ক্লাউস জি,' লেখা কার্ডটি বের করল। রোহলার থাকে নেলসন কটেজে। কার্ডের মাথায় একটি লাল তারকাচিহ্ন মুদ্রিত। পাশে নোট: 'জরুরী—এই রোগীর কাছে আসা সকল চিঠি পাঠাতে হবে ডঃ বোরচের্তের কাছে—না খুলে।'

রবসনের সন্দেহের কথা আবার মনে পড়ল রানার। আরেকটি প্রমাণ যেন হাতে এসে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল: যে অবস্থায়

রোগী রোহলার, তাতে এটা স্বাভাবিক নিয়মও হতে পারে। 'সন্দে-
হের পোকাটা খালি বাড়াবাড়ি করে,' রানা ভাবে, 'ব্যাপারটা শেষ
পর্যন্ত তো একটি অতিকায় শূন্য ছাড়া আর কিছুই হবে না।'

কৌতূহলবশতঃ রানা নিজের কার্ডটিও বের করল। মাথার ওপর
লাল তারকাচিহ্ন—বেশিক্ষণ আগে ছাপ দেয়া হয়নি বলে মনে হল।
কার্ডটি নিয়ে রানা গেল ক্যারী টেলরের কাছে, সে-ও একজন রোগী
তার কাজ কার্ডে বদলী, বরখাস্ত আর পরিবর্তনের রেকর্ড রাখা।

'কার্ডে লাল তারার ছাপ মারে কে?' রানা তাকে জিজ্ঞেস করে।

'আমি। কেন?'

'এটার কথা মনে আছে?' কার্ডটা বের করে তাকে দেখায় রানা।

'অ্যাঁ, এটা তো আমার! এই ঘণ্টাখানেক আগে ছাপ মারলাম!
ডঃ বোরচের্ত ডেকে পাঠিয়েছিলেন, বললেন মাসুদ রানার নামে আসা
সব চিঠি দেখবেন। তখন তোমার কথা কিন্তু আমার মনেই হয়নি।
তুমি তো স্বেচ্ছারোগী, না?'

'হ্যাঁ।'

'কোন স্বেচ্ছারোগীর চিঠি ডাক্তার পড়বে, এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি।'

'ঠিক আছে,' রানা বলল, 'এই নিয়ে যে আমি খোঁজ করছিলাম
তা কিন্তু কাউকে বল না। শিকাগোতে পুলিসের সাথে আমার কিছু
গণ্ডগোল হয়েছে। সাধারণ স্বেচ্ছারোগীর মত তারা মনে হয় আমা-
কে দেখছে না, বিশেষভাবেই দেখছে। তা কাউকে বলবে না তো?'

'আরে রাখ তো! ও সব আমি আর বলতে গেছি। যদি তুমি
না চাও যে ঐ ডাক্তার তোমার চিঠি খুলে পড়ুক, তাহলে ডেলিভারির
আগে ওর বাস্কেটটা একটু হাতিয়ে নিও।'

ফাইলে কার্ডটি রেখে সময় গুণতে লাগল রানা, তারপর আশেপাশে
কেউ নেই দেখে কর্মচারীদের জন্যে রিজার্ভ সারি সারি বাস্কেটের কাছে

গিয়ে হাজির হল। বোরচের্তের বাস্কেটে অনেকগুলো চিঠি। একটির পর একটির ঠিকানা পড়ল সে, এদের মধ্যে একটি ঠিকানা সে মুখস্থ করে ফেলল—যেটি শিকাগোর এক ট্র্যাভেল এজেন্সির ঠিকানা। তারপর চলল বাকি ঠিকানাগুলো পড়ার কাজ, সবশেষে পাওয়া গেল মাসুদ রানার নামে পাঠান জন রবসনের চিঠিটা, এই দু'টো নামই খামের ওপর ছিল। চিঠিটা পকেটে পুরল সে, অন্যগুলো যেমন ছিল তেমনি করে গুছিয়ে রাখল বাস্কেটে।

ভারি একটা নিশ্বাস ফেলল রানা। একটু নার্ভাসও হয়েছে সে, চিঠি বাছাইয়ের কাজে ফিরে আসার সময় এটা খেয়াল করল রানা, ব্যাপারটা ঠিক উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না।

একটু পর করিডোরের এক কোণে টয়লেটে গিয়ে ঢুকল সে, খাম থেকে চিঠি যখন বের করল তখন তার আঙুল কাঁপছে। রবসন লিখেছে :

'প্রিয় মাসুদ রানা, গভীর দুঃখের সাথে উইলিয়াম ওয়ার্ডের মৃত্যু-সংবাদ জানাচ্ছি আপনাকে। এই মৃত্যু ছিল অপ্রত্যাশিত। আগামী-কাল সকাল ন'টায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।'

'এ-সপ্তাহে আপনার সঙ্গে গোপনে দেখা করার পরিকল্পনা করে-ছিলাম সেটি বাতিল করতে হল। যাই হোক আগামী শনিবার অবশ্যই দেখা করব।

'ওয়ার্ডের মৃত্যুতে আমাদের কাজের কোন পরিবর্তন ঘটবে না। তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত কাজটি আমাকের করতেই হবে। ইতিমধ্যে বার্লিন থেকে চমকপ্রদ অনেক তথ্য পাওয়া গেছে, সাক্ষাতে সবই জানাব। এ-সব তথ্য আমাদের সন্দেহকে আরো জোর-দার করেছে।

'সংক্ষেপে এইটুকু হচ্ছে খবর। আশাকরি রোহলারকে আপনি দেখতে পেয়েছেন। আগামী শনিবারের মধ্যেই বোরচের্তের সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাপারে আশা করছি কোন মতামত দিতে পারবেন। ইতি—'

অর্থাৎ তারিখ মিলিয়ে দেখল রানা, আজকেই দাফন করা হচ্ছে উইলিয়াম ওয়ার্ডকে। এই বুড়ো মানুষটির মৃত্যুতে সত্যিকারের একটি দুঃখ পেল সে, বিষণ্ন হয়ে গেল তার মন। লোকটিকে ভাল লেগেছিল রানার, তাকে আরো জানতে চেয়েছিল সে, তার জন্যে কিছু একটা করতেও চেয়েছিল। এই দুঃখ ছাড়াও আরেকটা জিনিস বিড়ম্বিত করল রানাকে, সেটা হল রবসনের নির্বুদ্ধিতা। এভাবে খোলামেলা একটা চিঠি লিখল সে কোন্ আক্কেলে ? যদি পড়ত এটা বোরচের্তের হাতে ? রবসন আর ওয়ার্ডকে তার ভালই চেনা আছে, রানার এই হাসপাতালে আসার কারণ বুঝে নিতে একটু দেরি হত না।

ডাকঘরে ফিরল রানা, কাজ করল কিছুক্ষণ, তারপর হাতের কাছে শিকাগো স্টার পত্রিকাটি পেয়ে উল্টেপাল্টে দেখল। উইলিয়াম ওয়ার্ডের মৃত্যু সংবাদ ও অন্যান্য বিবরণ ছাপা হয়েছে তিন কলাম জুড়ে। বিখ্যাত পরিবারটির ইতিহাস সংক্ষেপে লেখা হয়েছে। কয়েক প্যারা লেখা হয়েছে পেগী ওয়ার্ড ও তার অস্বাভাবিক হত্যাকাণ্ড নিয়ে। একটি পঙ্ক্তিতে ক্লাউস রোহলারের উন্মাদ অবস্থায় হাসপাতালে অন্তরীণ থাকার কথাও উল্লেখিত হয়েছে।

এক বিষণ্নতায় ছেয়ে গেল রানার মন। সন্দেহও দেখা দিল। ওয়ার্ডের মৃত্যুও কি বোরচের্তের নতুন কোন কৌশল ? দূর ! নিজেকে শাসন করল রানা।

এগারটা নাগাদ ডাকঘরের কাজ শেষ হল রানার। এই সময়

পোস্টমাস্টার এলেন, 'আপনি তো অ্যাডলার কটেজের স্পেশাল ডায়েট ডাইনিং রুমে খান, তাই না ? ওদিককার ওয়ার্ডের বাস্কেটগুলো কি বয়ে নেয়া সম্ভব হবে আপনার পক্ষে ? মিঃ ক্যারী টেলর যাবেন সঙ্গে, অ্যাটেনড্যান্টদের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দেবেন। ডেলিভারির পরই ছুটি। ডাকঘরের প্রথম দিন উপলক্ষে আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। খুব তাড়াতাড়ি কাজ ধরে ফেলেছেন আপনি।'

'ধন্যবাদ,' রানা বলল, 'বাস্কেটগুলো নিয়ে কি করব আমি ?'

'ওয়ার্ডে রেখে এলেই চলবে। রোগীদের চিঠি নিয়ে ওগুলো ফেরত আসবে।'

ডাকঘরের পেছনদিকের দরজা দিয়ে বেরোল দু'জন, হাঁটতে শুরু করল লিটবার্গ কটেজের দিকে।

'তোমার খাওয়া দাওয়া হয় কোথায়, ক্যারী ?'

'লিটবার্গেই।'

'তুমি তাহলে লিটবার্গে আছ, আমি জানতামই না। ঘুমোও কোথায় ?'

'আমার জন্যে আলাদা ব্যবস্থা, প্রাইভেট রুমে থাকি।'

'খুব ভাল, প্রাইভেট রুমে আমি যদি থাকতে পারতাম। দ্যাখ, ডরমিটরিতে থাকতে হয় আমার—সার্জেণ্ট আর জাঁহাবাজ নাক ডাকা ক'জনের সঙ্গে। গত রাতে তো ঘুমোতেই পারিনি।'

ক্যারির চোখদুটো প্রশ্নবোধক হয়ে গেল, কিন্তু সে একটুক্ষণের জন্যে মাত্র।

'মাঝেমাঝে বোবায় ধরে আমাকে, রাতেই সাধারণতঃ। ডরমিটরিতে আমিও ছিলাম, কিন্তু অন্য রোগীদের অসুবিধা হয় বলে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

‘ও।’

অপ্রস্তুত হয়ে গেল রানা।

‘এই রোগ আমার পনের বছর বয়েস থেকে। এবার মনে হয় সেরে যাব। তিন মাসের বেশি হল ভালই আছি। এই ভাল থাকাটা বহাল থাকলে দু’এক মাসের মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে আমাকে কিছু-দিনের জন্যে বাড়িতে পাঠান হবে।’

‘নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবে তুমি, আমি বলছি।’

‘আমারও তাই ধারণা।’

একটু ইতস্তত করে রানা জিজ্ঞেস করলো, ‘ক্যারী, আমি টেলি-ফোন করতে চাই, কিভাবে সম্ভব একটু বলবে?’

‘ব্যাপারটা সোজা নয়। ডাক্তারের বিশেষ অনুমতি পাওয়া দরকার।’

‘কিন্তু ডঃ বোরচের্ত দু’চোখে দেখতে পারে না, সে কিছুতেই অনুমতি দেবে না।’

‘ঐ হারামীর বাচ্চা। নাম শুনতে পারি না ওর। না, ও তোমাকে অনুমতি দেবে না।’

‘আশেপাশে কোন ফোন নেই? কোন স্টোরে? দিনের বেলায় এক ফাঁকে আমি—’

‘উঁহু, ওসব করতে যেও না। ধরা পড়লে বাইরের ঘোরাফেরা, স্বাধীনতা শেষ। আমি যদি একটা উপায় বাতলে দিই তাহলে কসম খেতে পারবে যে ধরা পড়বে না?’

‘অবশ্যই! অবশ্যই! মাত্র একবার! একটা খবর খালি একজনকে জানান দরকার, খুব জরুরী।’

‘ঠিক অছে, তবে খুব সাবধান!’

'খুবই সাবধান থাকব, ক্যারী।'

'ডাক্তারদের বিল্ডিং এর সামনের দরজার পরেই একটা বুথ আছে, পয়সা দিয়ে ফোন করা যায়। তিন মিনিটে পঞ্চান্ন সেণ্ট। দুপুর বারটার পর ডাক্তারেরা সপরিবারে খেতে যায় ডাইনিং রুমে, তখনি কাজটা সারতে হবে। অপারেটরকে ডায়াল করে নাম্বারটা জানাবে··· স্, স্, স্, দ্যাখ, কে আসছে এদিকে!'

বোরচের্ত। দাঁতে কামড়ে ধরে আছে সিগারেট হোলডার। ওদের দিকেই আসছে। কথা বন্ধ করে চলার গতি বাড়িয়ে দিল ওরা, কাছাকাছি হতেই বোরচের্ত দাঁড়িয়ে পড়ল, যেন ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছে।

'গুড মর্নিং ডঃ বোরচের্ত,' রানা বলল, তারপর এগিয়ে যেতে চাইল।

'এক মিনিট, রানা। এই বাস্কেটগুলো কোথায় যাচ্ছে জানতে পারি কি?'

'ডেলিভারি দিতে যাচ্ছি। ডাকঘরে আমাকে এই কাজ দেওয়া হয়েছে।'

'কিন্তু তোমাকে তো আরো শক্ত কোন কাজ দেওয়ার কথা। সে যাকগে, কাল আমার কাছে তুমি মিথ্যে কথা বলেছ কেন?'

'মিথ্যে কথা! আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ডাক্তার।'

'আমি কাল বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই জানতে চেয়েছিলাম। তুমি কখনও ইয়োরোপ গিয়েছ কি না, তার উত্তরে তুমি জানিয়েছ যে কখনো তুমি সেখানে যাওনি। কিন্তু ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের মাধ্যমে আমি জেনেছি তুমি অন্তত ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলে। কিভাবে জেনেছি তা আমি অবশ্য তোমাকে বলতে পারছি না।'

হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেলেও নিজেকে রানা মোটামুটি সামলে নিল, ঠোঁটের কোণে ধরে রাখা হাসিটিকে মিলিয়ে যেতে দিল না।

'আমি খুব দুঃখিত, ডাক্তার,' রানা মোটামুটি গুছিয়ে নিয়ে বলল, 'মিথ্যে কথা বলার কোন উদ্দেশ্যই ছিল না আমার। আমি···মানে··· আমি ইংল্যাণ্ডকে কখনো ইয়োরোপ মহাদেশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখিনি, ইংল্যাণ্ড বলতে আমি ইয়োরোপের একটি দেশ বলে বুঝি না ঠিক।'

'তাই হবে। এরকম না বোঝাটা দোষের কিছু না, কি বল? তা লণ্ডনে গিয়েছিলে কেন?'

কি কি জেনেছে বোরচের্ত তা আল্লাই মালুম। অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ল রানা, 'এজেন্সীর একটি কাজে···'

'তাই নাকি? তুমি তো কেউকেটা জাতীয় একটা জীব ক্রমেই বুঝতে পারছি! ডাকঘর তো তোমার যোগ্য স্থান নয়।' বিদ্রূপের বাঁকা হাসি ফুটে উঠল বোরচের্তের ঠোঁটে, 'তারপর, ক্যারী, তোমার কি খবর? তোমার ভাইয়ের চিঠি পেয়েছি। তিনি তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বেশ ব্যগ্র। আমাদের অবশ্য আরো কিছু-দিন দেখতে হবে। ক'মাস আগে শেষ ঘটনাটি ঘটেছিল তোমার?'

'প্রায় চার মাস আগে, আমি এখন ভালই আছি ডাক্তার। নতুন ওষুধের জন্যেই উন্নতি হয়েছে। খুব তাড়াতাড়িই আমি যেতে পারব তো?'

'ধৈর্য ধর, এখনো সম্পূর্ণ সেরে ওঠনি। আচ্ছা চলি, ধন্যবাদ,' বোরচের্ত বিদায় নিল।

'শালা একটা স্যাডিস্ট,' ক্যারী বলল, 'জিজ্ঞেস করলেই শালার ঐ এক কথা ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর, তোর ধৈর্যের আমি নিকুচি করি! ওর আনন্দই হল লোককে আঘাত করায়। ডঃ ক্রীলি থাকলে—কবে আমি

রিলিজ পেয়ে যেতাম !···আচ্ছা, টেলিফোনের কথাটি সারি···'

'হ্যাঁ।'

'ধরা পড় না কিন্তু। কোন কারণ ছাড়া ডাক্তারদের ওখানে যাও-য়ার নিয়ম নেই। জানতে পারলে বুথে ওরা তালা লাগিয়ে দেবে। ভাইয়ের কাছে মাঝে মধ্যে টেলিফোন করতাম সেটাও তাহলে বন্ধ হয়ে যাবে।'

'তুমি কিচ্ছু ভেব না, ক্যারী।'

নেলসন কটেজে প্রথম বাস্কেটটি ডেলিভারি দিল রানা। এই কটেজের অ্যাটেনড্যান্টের সঙ্গেও পরিচিত হল সে, দেখতে আস্ত এক হাঁদারাম। বকবক করল কিছুক্ষণ। 'এখান থেকে চলে যাচ্ছি আমি, এই ক'দিনের মধ্যেই। তোমরা আসার একটু আগে এখান থেকে খচ্চরটা চলে গেল। তিন দিন ধরে পুরো ওয়ার্ড ধুয়ে-মুছে সাফসুতরো করছি আমরা, অথচ বোরচের্ত শালা এসে বলল ওয়াশ বেসিন নোংরা, ডরমিটরি নোংরা, ড্রাগবুকে এক হাজার ভুল। জ্বালিয়ে খেল, স্রেফ জ্বালিয়ে খেল এই নাৎসী কুত্তাটা···'ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অন্যান্য কটেজেও ডেলিভারি দেয়া হল। লিটবার্গে এসে থামল ক্যারী, রানা গেল অ্যাডলারে।

লাঞ্চ ছেড়েই রানা ছুটল ডাক্তারদের বিল্ডিংয়ে। বারটা বাজার ঠিক কুড়ি মিনিট পর দু'দিকের রাস্তা যখন একদম ফাঁকা হয়ে গেল তখন দ্রুত হেঁটে সে সামনের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল।

করিডোরের বাঁদিকের দেয়ালে বুথটি। ভেতরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল রানা, শেকল ধরে টানতেই সাঙ্কেতিক বাতিটি গেল নিবে। দশ সেণ্ট ফেলে ডায়াল করল অপারেটরকে, তারপর জন রবসনের নাম্বারটি বলল।

বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল, তারপর বাতিটি জ্বল অপারেটরের কণ্ঠও ভেসে এল সঙ্গে সঙ্গে, 'তিন মিনিটের জন্য পঞ্চান্ন সেণ্ট লাগবে। আপনাকে আরো পঁয়তাল্লিশ সেণ্ট ফেলতে হবে, স্যার।'

তাই করল রানা।

'ধন্যবাদ, একটু ধরুন এখন।'

করিডোরে এই সময় পায়ের আওয়াজ শোনা গেল, রিসিভার চেপে ধরে প্রায় গোল হয়ে গেল রানা, নিশ্বাস ফেলতেও সাহস করল না। দু'জন ডাক্তার বাইরে যাচ্ছেন, তাঁরা বাইরে যাওয়ামাত্রই রবসনের কণ্ঠ শোনা গেল।

'আমি মাসুদ রানা। এক মিনিটও সময় নেই, যা বলছি শুনুন।'

'ঠিক আছে, রানা।'

'কোন চিঠি লিখবেন না আমার কাছে, কোন অবস্থাতেই না। বোরচের্ত আমার প্রতিটা চিঠি তার কাছে আগে পাঠাবার নির্দেশ দিয়েছে। ভাগ্য ভাল, কাল আপনার চিঠি আমার হাতেই পড়েছিল। আর লিখবেন না, মনে থাকবে?'

'থাকবে, কিন্তু...'

বোরচের্ত কাল বলেছে সে নাকি শিগগিরই ইয়োরোপ যাচ্ছে। ট্র্যাভেল এজেন্সীর চিঠিও পেয়েছে সে। এজেন্সীর ঠিকানাটা টুকে নিন —শীলার ট্র্যাভেল এজেন্সী ১১৭ উত্তর মিশিগান, শিকাগো, ওখানে গিয়ে খোঁজ নেবেন কবে সে প্যাসেজ বুক করেছে।'

'অবশ্যই খোঁজ নেব। তারপর রোহলারের সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'এখনো হয়নি, তবে তার ওয়ার্ডে আমি গিয়েছি। সোমবার থেকে প্রতিদিন কিছুক্ষণের জন্যে তাকে আমি দেখতে পাব।'

'ঠিক আছে, তাহলে আমি বরং মঙ্গলবার দিন আসি। ইয়োরোপে প্যাসেজ বুক করেছে, তার মানে বেশ তাড়াতাড়িই ওরা গা ঢাকা দিতে চাইছে। সোমবারদিন অবশ্যই রোহলারকে দেখে নেবে। সে উন্মাদ নয়—এমন সামান্য সন্দেহ যদি হয় তোমার তাহলেই আমি সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে রাজ্যপুলিসের সাহায্য চাইব। আচ্ছা, কোথায় দেখা করা যায়, আমি ভিজিটর্স বুকে নাম লিখতে চাই না।'

রানা একটু ভাবল, তারপর বলল, 'প্রশাসন-ভবনের পশ্চিম দিকে ভিজিটরদের গাড়ি রাখার জায়গা, ওখানে গাড়ি থামিয়ে রেখে অপেক্ষা করবেন। ঠিক বেলা একটায় ওখানে আমি পৌঁছে যাব।'

'ঠিক আছে, আমি ওখানেই থাকব…এইমাত্র ওয়ার্ডের শেষকৃত্য সেরে ফিরলাম আমি…'

'তাঁর মৃত্যুতে খুবই দুঃখিত আমি।'

'সে আমি জানি, রানা। কিন্তু তাতে আমাদের কাজ বন্ধ হবে না…'

'আমাকে রাখতে হচ্ছে।'

রানা রিসিভার নামিয়ে রাখল, জন রবসন তখনো কথা বলে চলছিল।

বুথের দরজা খুলে করিডোরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিল রানা, কেউ কোথাও নেই। দ্রুত হেঁটে বাইরে এসে পড়ল সে। সামনেই দেখতে পেল দাঁড়িয়ে আছে সার্জেন্ট, বুঝি এতক্ষণ তারই জন্যে অপেক্ষা করছে সে।

'আমি সবই দেখছি। আমার চোখকে ফাঁকি দেয়া সোজা কম্মো নয়। ডাক্তারদের বিল্ডিংয়ে কোন রোগীর ঢোকার নিয়ম নেই। তুমি শুধু ঢোকনি, টেলিফোনও করেছ। ডঃ বার্ডের কাছে ঠিকই রিপোর্ট যাবে।'

'দ্যাখ সার্জেন্ট, আমি এখন ডাকঘরে কাজ করছি। এখানে একটা চিঠি পৌঁছে দিয়ে গেলাম মাত্র।'

'পয়সা ফেলার শব্দ আমি নিজকানে শুনেছি। আর ডাক্তারদের চিঠি এখানে ডেলিভারি দেয়া হয় না। যাই হোক, ডঃ বার্ডকে সব জানান হবে।'

সার্জেন্টের সাথে কথা বাড়ান আর উচিত নয় ভেবে রানা হাঁটতে শুরু করল। পেছন থেকে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'ভেব না তোমার নাম আমার জানা নেই, রানা।'

স্টোরে এসে রানা কিছু চিপস আর স্যাটারডে ইভনিং পোস্ট কিনল। তারপর রেকর্ড অফিস পেরিয়ে হাঁটতে শুরু করল নিরিবিলি বাগানের দিকে। গাছপালার ভেতর দিয়ে একটা বেঞ্চের দিকে এগোচ্ছে তখন নাম ধরে কে ডাকছে বলে মনে হল তার। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল সিসি স্পাসেক আসছে। সাধারণ একটা স্কার্ট তার পরনে, দেখতে লাগছে ঠিক হাইস্কুলের ছাত্রী'।

'ভীষণ খুঁজছি তোমায়, রানা,' সিসি কাছে এসে বলল।

'কেন কি হয়েছে? খারাপ কিছু?'

'আমি ঠিক বুঝছি না। বস না, চল হাঁটতে হাঁটতে বলছি।'

কিছুক্ষণ নীরবে হাঁটল ওরা, তারপর সিসি একসময় কথা বলল, 'তোমার আসল পরিচয়টা কি বল দেখ?'

'এ-কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'বোরচের্ত এসেছিল আমাদের অফিসে। তোমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট ওয়াশিংটনে পাঠাতে বলে গেছে। তোমার সম্বন্ধে কি যেন সে জেনেছে, তবে এখনো স্পষ্ট কিছু নয়।'

কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়বে না কি? সম্ভবত রানার

ভাবান্তর বুঝতে পারল সিসি, 'কি ব্যাপার—এতে ঘাবড়াবার কি আছে? আমার কাছে কিছু লুকিও না, রানা।'

'তুমি যা ভাবছ তা নয়। সত্যি বলছি অন্য একটা বিষয়। ফিঙ্গার-প্রিন্ট কি পাঠান হয়েছে?'

'হ্যাঁ, এইমাত্র পাঠিয়ে আমি এলাম। ওগুলো মনে হয় ওয়াশিংটন থেকে বাংলাদেশে পাঠান হবে। এফ বি আই বা সি আই এ-র ওখানেও যেতে পারে।'

'সে যাক, আমার একটু উপকার করবে, সিসি?'

'কি?'

'ফাইল থেকে আমার কেসহিস্ট্রি বের করে খুব মনোযোগের সাথে পড়বে। দেখবে কোথাও আমার অ্যাটর্নি হিসেবে জন রবসনের নাম লেখা আছে কি না?'

'তুমি এখনো সব কথা আমাকে বলছ না। আমাকে অবিশ্বাস করার কোন মানে হয় না, রানা। একটা ব্যাপারে শুধু আমি সতর্ক—সেটি হল ভালবাসার ব্যাপার, কোন পুরুষের সঙ্গে প্রেমের খেলা আর খেলব না।'

'আমার আসল পরিচয় এখানে নেই।'

'সেটি আমারও নেই। আমার নাম সিসি স্পাসেক নয়। থ্রিনট থ্রি ক্লাবে চাকরির সময় এই নামটি নিয়েছিলাম। আমার আসল নাম করনেলিয়া ইওগ্রাম, কিন্তু তাতে কি? ওয়াশিংটনে যদি আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাঠান হয় আমি তো ঘাবড়াব না। এখন সোজা-সুজি বল, আমার সাহায্য তোমার চাই কি না?'

'কাউকে কিছু বলবে না তো?'

'কিসের জন্যে বলতে যাব? তোমার কাছেও তো আমার চাও-

য়ার ও পাওয়ার কিছু আছে।'

'কি ?'

'সেটা পরে হবে।'

'তাহলে শোন—এখানে আমাকে পাঠান হয়েছে, বলা যাক, বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছি আমি। মারশাল ফিল্ড স্টোরের ঘটনাটি সম্পূর্ণ সাজান। ও কাজটি করেছিলাম যাতে স্বেচ্ছারোগী হিসেবে এখানে ঢুকতে পারি।'

'তার মানে ঐ প্রেমট্রেম কিছু নেই তোমার—কোন মেয়েও জড়িত নয় ?'

'অবশ্যই। একটি মেয়ের সঙ্গে ক'দিন অভিনয় করেছি মাত্র। একজন ডাক্তার ও একজন রোগীকে পর্যবেক্ষণের জন্যেই এখানে আসা আমার—একটি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তারা জড়িত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। ডাক্তারটি হচ্ছে বোরচের্ত, আর রোগীটি হচ্ছে ক্লাউস রোহলার নেলসন কটেজে সে থাকে। এই লোকটির কেসহিস্ট্রিও তোমাদের রেকর্ড অফিসে আছে, অবশ্যই পড়বে। লোকটি পেগী ওয়ার্ড নামে এক বৃদ্ধা মহিলাকে খুন করেছে।'

'এই কাজের জন্যে কত টাকা পাবে তুমি ?'

'টাকা দিয়ে আমাকে কেনা যায় না, সিসি। খুনটি হয়েছে পাঁচ বছর আগে। আর পাঁচ বছর ধরে দু'জন বৃদ্ধ এই অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করছেন। এঁদের একজন সম্প্রতি মারা গিয়েছেন। আরেকজনও কতদিন বাঁচবেন বলা যায় না। এঁদের জীবনের শেষ অপূর্ণ আশাটি পুরণ করতে এগিয়ে এসেছি আমি টাকার জন্যে নয়, সে অন্য কিছু, সে আমার নিজস্ব এমন একটা ব্যাপার তা তোমাকে বোঝাতে পারব না।'

পরিপূর্ণ চোখে রানার দিকে তাকাল সিসি, সে চোখে বিস্ময় আর মুগ্ধতা।

'এরকম মানুষ আছে এখনো? বিশ্বাস হতে চায় না তবু তোমাকে বিশ্বাস করি, রানা। তুমি একটি আশ্চর্য মানুষ।'

'ওয়াশিংটন থেকে উত্তর আসতে কতদিন লাগে? তুমি কিছু জান?'

'ওরা বেতারে জানিয়ে দেয়। রেকর্ড অফিসে একটি টেলিটাইপ মেশিন আছে, ওখানেই আসে। গত সপ্তাহে এই রকম একটা মেসেজ আমি ডেলিভারি দিয়েছি।'

'আজ শনিবার। সোমবারের আগে চিঠি ওরা পাচ্ছে না। আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে মুশকিলেই পড়বে ওরা। তাহলেও একটা কিছু জানাবে তারা, বিষয়টি হুলস্থূলও বাধাতে পারে। সিসি, মনে হচ্ছে সোমবার বিকেল নাগাদ ওয়াশিংটন থেকে মেসেজটা এসে যাবে। তুমি কয়েকদিনের জন্যে ওটার ডেলিভারি আটকে রাখতে পারবে না?'

'হয়ত পারব। তবে মেশিনের কাছাকাছিই থাকতে হবে আমার। ভান করতে হবে ডেলিভারির ব্যাপারে—'

'করবে কাজটুকু? খুবই জরুরী, হাতে কয়েকটা দিন পেলেই আমার এই কাজটা হয়ে যাবে।'

নিরিবিলিতে একটা বেঞ্চ পেয়ে সিসি ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসে পড়ল। রানাও বসল তার পাশে।

'আমার কাজ আসলে বেলা একটার পর থেকে। তাহলেও সকাল সকাল যদি যাই কেউ কিছু বলবে না। তোমার এ কাজটি যদি করি, তাহলে আমার একটি কাজ তুমি কি করে দেবে?'

'যদি আমার পক্ষে অসম্ভব না হয়, অবশ্যই করব।'

'ডাক্তার বলেছে আর দু'তিন সপ্তাহ পরেই আমি হাসপাতাল

থেকে বেরোতে পারব। বেরিয়েই আমাকে যেতে হবে শিকাগো, সেখানে একটি সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানে ছ'মাস কাজ করতে হবে, তারপর মিলবে আমার মুক্তি। কিন্তু শিকাগো যেতে চাই না, আমি এখান থেকে বেরিয়েই বাড়ি যাওয়া ছাড়া আমার কোন উপায় নাই।'

'কেন ?'

'ল্যারী জোন্স নামে এক লোক আমাকে ধরার জন্যে হন্যে হয়ে আছে। এখানে আসার হপ্তা দুই পরে তার চিঠি পাই আমি। তাতে কোন নাম ছিল না, কিন্তু এ চিঠি কার তা বুঝতে কোন অসুবিধা হয়-নি। দু'টি মাত্র বাক্যে তার চিঠি শেষ হয়েছে—"তোমার প্রতীক্ষায় আছি। জলদি চলে এস।" এই ল্যারী জোন্সের কথাই সেদিন তোমাকে বলেছিলাম—এ সেই লোক যার টোপ আমি গিলেছিলাম। যে রাতে এই কাণ্ডটি করলাম,' সিসি তার হাতের ক্ষত দেখাল, 'সে রাতে ও কি মতলব করেছিল, জান ?'

'না।'

'ও আমাকে একপাল শকুনের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছিল। ওদের সংখ্যা কত ছিল আমি জানি না, কিন্তু সারাটি রাত ধরে ওরা আমাকে ছিঁড়েখুঁড়ে খেয়েছে। নর্থ ক্লার্ক স্ট্রীটে ল্যারী এক ডজন কলগার্ল পোষে, আমাকেও বানাতে চেয়েছিল তাদেরই একজন। ওহ্, এখনো এসব আমি ভাবতে পারি না...'

'আমি বুঝেছি। কিন্তু পুলিসকে জানানই তোমার উচিত।'

'পুলিস ? তাদের তো সবই আমি জানিয়েছি, কিছু হল ? ল্যারী সম্বন্ধে কিছু জান না তুমি, শিকাগোতে সে পারে না এমন কোন কাজ নেই। পুলিস ভজাতে ওর একটুও দেরি হয় না। যেদিন আমি এখান থেকে বেরোব, সেদিনই ও আমাকে ধরে ফেলবে।'

'পালাতে চাও তুমি ?'

'হ্যাঁ, নিউইয়র্কে একবার যেতে পারলেই হল। আমার এক বন্ধু আছে ওখানে, সে বলেছে চাকরি জুটিয়ে দেবে। এখন ল্যারী যাতে কিছু করতে না পারে সে-কাজটিই তোমার, আমি জানি, তুমি পারবে...'

'কি করে বুঝলে আমি পারব ?'

'জানি না, কিন্তু আমার মনে হয়েছে।'

'আশ্চর্য তোমার মন।'

'তাহলে আমাকে তুমি নিউইয়র্কে পৌঁছে দিচ্ছ ?'

'চেষ্টা করব।'

'কথা ?'

'দিলাম।'

'আমাকে তুমি বাঁচালে। ফিঙ্গারপ্রিন্টের খবরটা আমি চেপে রাখার চেষ্টা করব, জানি না পারব কিনা। এখান থেকে বেরিয়ে তুমি তো দেশে চলে যাবে ?'

'হ্যাঁ, নিউইয়র্ক হয়ে যাব।'

'খুব ভাল। যাচ্ছি এখন, রাতে দেখা হবে। ড্যান্সে এস কিন্তু।'

বাগান পেরিয়ে প্রশাসন-ভবনের দিকে অগ্রসরমান কর্নেলিয়া ইওগ্রামকে লক্ষ্য করল রানা। মেয়েটি ভাল, রানা ভাবল, ক্রমেই ওকে ভাল লাগছে। সম্ভবত এই প্রথম কেবল সুন্দর একটি মুখের জন্যে কাউকে ভাল লাগল রানার, সুন্দর মুখ যে প্রতারণা করে সে অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও। মুখশ্রীর মুখোশ ভেদ করে অনেক কিছুই তো এ পর্যন্ত জানা হল।

আরো কিছুক্ষণ ওখানে বসে থাকল রানা, রোদ উপভোগ করল,

তারপর সাড়ে চারটার দিকে ফিরল লিটবার্গে।

'এইমাত্র ডঃ বোরচের্ত বেরিয়ে গেলেন,' মিঃ ওয়েন জানালেন, 'তোমার ব্যাপারে ভীষণ খোঁজাখুঁজি শুরু করেছেন। অনেকক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করলেন।'

'তার মানে?'

'মানে তোমার সাথে দেখা করতে কেউ আসে কিনা, আমাকে তুমি বিশেষ কিছু বলছ কি না—এই সব। সার্জেন্টের সঙ্গেও কথা বলছেন তিনি। ডাক্তারদের বিল্ডিং থেকে আজ ফোন করেছ তুমি?'

'হ্যাঁ, সার্জেন্ট আমাকে দেখেছে।'

'কাজটি ভাল হয়নি, বাছা। এইসব ব্যাপারে নিয়মকানুন বড় কড়া। সার্জেন্ট তোমার সর্বনাশ ঘটাবে, একটা কিছু দেখলে যথাস্থানে তা জানাতে বেশি দেরি হয় না তার। বোরচের্তের কাজ থেকে শিগগিরই কিছু শুনতে পাবে...'

অ্যাডলারে গিয়ে রাতের খাবার সারল রানা। মিস স্যালি তখন বেরিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু রানাকে দেখে ফিরল। মনে হল কিছু একটা বলতে চায় বুড়ি।

'দুপুরে নার্সদের খাবার-ঘরে তোমার এক বন্ধু খোঁজ খবর করছিল, রানা।'

'আমার বন্ধু?'

'হ্যাঁ, ভারি সুন্দর মেয়েটি, একদল ছাত্রী নার্সের সাথে এসেছে। তোমাকে আমরা কেউ দেখেছি বা চিনি কিনা জানতে চাইছি।'

পেনেলোপির কথা ভুলেই গিয়েছিল রানা, কিন্তু মেয়েটি আশ্চর্য, মনে করে রেখেছে।

'খুব ভাল মেয়ে সে,' রানা বলল, 'ঐ হাসপাতালে যখন ছিলাম

তখন সে ছিল আমার ওয়ার্ডে।'

'সোমবার থেকে আমার সাথে তিন সপ্তাহ কাজ করবে সে। এখন যাচ্ছি বাছা...'

নয়

প্রতি শনিবার রাতে রিক্রিয়েশন হলে যে ড্যান্স হয় তাতে যেমন খুশি-সাজের ব্যাপার রয়েছে। রোগীরা বিচিত্র সব বেশভূষা করে আসবে এটাই আশা করা হয়।

এই সঙ সাজতে রানা অস্বস্তি বোধ করছে বুঝতে পেরে অ্যাটেন-ড্যান্ট তাকে পরামর্শ দিল—'তোমার যা পোশাকের ছিরি, এতেই চলবে। ঐ যে ছেলেটি, ওর কাছে মাসকারা স্টিক আছে। ওটা চেয়ে গোঁফ আঁকিয়ে নাও, ব্যস ঢুকতে কোন অসুবিধে হবে না।'

সাড়ে সাতটার দিকে হলে গিয়ে ঢুকল রানা। অন্যান্য রোগীরা যখন ইউনিফর্ম পরিহিত সব অ্যাটেনড্যান্টের সঙ্গে সারি বেঁধে প্রবেশ করতে লাগল তখন নিজের ঐ সামান্য কারুকার্য নিয়ে সে একটু লজ্জিতও হল।

কত বিচিত্র সব সাজ। ডাইনি, রাক্ষস, জলদস্যু, রেড ইণ্ডিয়ান, কাকতাড়ুয়া, নর্তকী, গ্রীক যোদ্ধা…এমনি কত! মুহূর্তে পুরো হল-ঘর রোগী আর অ্যাটেনড্যান্টদের সম্মিলিত চেঁচামেচিতে গুলজার হয়ে উঠল।

একটি মহিলা রোগীকে খেয়াল করছিল রানা—মাথায় লাল ফিতা, বাজকদের কাল পোশাক দিয়ে বানান থলের মত একটা পোশাক, পায়ে টেনিস স্যু—হঠাৎ করে লাইন ভেঙে সে দু'হাতে কান চাপড়াতে চাপড়াতে মাঠের দিকে দৌড় দিল, আর তারস্বরে চিৎকার করে বলতে লাগল আবোলতাবোল অনেক কিছু।

দু'জন পুরুষ অ্যাটেনড্যান্ট সঙ্গে সঙ্গে ছুটল তার পেছনে, একটু পরেই দেখা গেল চ্যাংদোলা করে নিয়ে আসা হচ্ছে তাকে। মহিলা অ্যাটেনড্যান্ট তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল।

'শোন, ম্যাগী, সবকিছু ঠিক আছে। আজ রাতে আর আজগুবি আওয়াজ শুনতে যেয়ো না। আজ ড্যান্স, মনে আছে তো? সারাদিন তো এই ড্যান্সের জন্যেই খেটেখুটে এত সাজলে। এখন মিছেই উত্তেজিত হচ্ছ—এমন করলে তো সেই কটেজে তোমাকে ফেরত পাঠান হবে।'

ম্যাগী বিড়বিড় করে কি বলল, তারপর মাথার চুল সব এলোমেলো করে দিল।

'এই তো লক্ষ্মী মেয়ে, এখন চল ড্যান্স করবে।' মহিলা অ্যাটেনড্যান্ট ম্যাগীকে নিয়ে নাচঘরের দিকে গেল।

'এই যে, রানা।'

রানা একটু চমকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে ক্যারী টেলর, অবিকল তারই মত এক গোঁফ বানিয়ে এসেছে।

'কি রকম অদ্ভুত ব্যাপার, না ক্যারী?'

'খুব মজা।'

'সারি ভাঙা নিষেধ নাকি? নাচের সময় কি করবে?'

'পাগল হলেও তালে ঠিক আছে। অ্যাটেনড্যান্টরা এক মুহূর্তের

জন্যেও তো ওদের চোখের বাইরে যেতে দেয় না। আর সবাই কি নাচতে পারবে? ডজন খানেককে তো একটু পরেই দেখবে ওয়ার্ডে ফেরত পাঠান হচ্ছে।'

'আচ্ছা।'

ভেতর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ক্যারী বলল, 'ঐ যে পিয়ানো-বাদক, ওকে একটু লক্ষ্য কর। যতক্ষণ বাজাবে দু'চোখ বন্ধ করে রাখবে। ভাবখানা যেন সঙ্গীত ওকে অন্ধ করে ফেলে। তাই বলে একটি বিটও ওর ভুল হবে না। নামকরা একটা নিগ্রো ব্যাণ্ডে বাজাত একসময়।'

'লোকটা পাগল? তার মানে যারা বাজাচ্ছে তারা—'

'হ্যাঁ বদ্ধ উন্মাদ। সবকটি।'

'ও। আর নিয়ম কি কি পালন করতে হবে?'

'একটিমাত্র নিয়ম। ড্যান্সের সময় ছাড়া পুরুষ আর মহিলা রোগীদের মেলামেশা নিষিদ্ধ। একজনের সাথে বেশিক্ষণ নেচ না, অ্যাটেনড্যান্ট এসে তাহলে জোড় ভেঙে দেবে। আচ্ছা চলি—'

মিউজিক শুরু হতেই রানা এগিয়ে গেল সামনের দিকে, যন্ত্রীদলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সারাটা হলঘর কাল আর কমলা রঙের কাগজ দিয়ে বানান লতা-পাতা-ফুল দিয়ে সাজান, ওপর থেকে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে রঙিন ঝাড়লণ্ঠন। হাসপাতালের কর্মচারীরা একপাশে সবাই বসেছে, কয়েকটি সারিতে ভাগ হয়ে।

সিসিকে খুঁজছিল রানা। প্রতিটি যুগলের দিকে লক্ষ্য রাখতে-রাখতে একসময় একটু অন্যমনস্ক হয়েছে, কি যেন ভাবছে, তখুনি তার কাঁধে কে হাত রাখল। তাকিয়ে দেখে সিসি, কখন সে এত কাছে চলে এসেছে খেয়ালই করেনি রানা।

ধূসর রঙের গাউন পরেছে সে, স্ট্র্যাপ ছাড়া, স্কার্ট গড়াচ্ছে মেঝেয়, আর বডিস পরেছে বেশ আঁটসাঁট। কাল ভেলভেটের ব্যাণ্ড বেঁধেছে গলায়, তাতে ওর গ্রীবা আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে যেন। নিঃসন্দেহে বলা যায় হলঘরে যত নারী আছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় সুন্দরী সিসিই, 'গণ উইথ দ্য উইণ্ড' ছবির জগত থেকে যেন উড়ে এসেছে সে।

ওর দিকে তাকাতেই সিসি দু'হাত বাড়িয়ে দিল।

নাচের সময় প্রথম কিছুক্ষণ কেমন যেন একটু আড়ষ্ট থাকল সিসি, বোধ হয় আবেগ ও উত্তেজনায় ও সহজ হতে পারছিল না কিছুতেই। কিন্তু তারপরেই অদ্ভুত হালকা হয়ে গেল সে, সংগীত যেন ওর দেহে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

'তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে,' রানা বলল, 'কোথায় পেলে এই পোশাক?'

'আমি তৈরি করেছি···শুধু তোমার জন্যে।'

'বিশ্বাস করি না।'

'সত্যি বলছি। এই পুরোন ভেলভেট জোগাড় করেছি অকুপেশনাল থেরাপি ডিপার্টমেন্ট থেকে। আর আমি বলেছিলাম আমার সঙ্গে ড্যান্স করতে তোমার ভাল লাগবে, লাগছে তো?'

'তা লাগছে।'

'এই নাচটা অনেকক্ষণ ধরে চলবে। এখানে ওয়াল্‌ৎসটা বেশ দীর্ঘই করা হয়। তবে বেশিক্ষণ আমরা নাচব না। অ্যাটেনড্যান্টরা আবার সন্দেহ করে বসবে। বিকেলে অফিসে গিয়ে তোমার কেসহিস্ট্রি আদ্যোপান্ত পড়েছি আবার। ওখানেও কোর্টে তোমার শুনানীর একটা রিপোর্ট আছে।'

'জন রবসনের নাম।'

'আছে।'

'কি ভাবে?'

'সে তোমার অ্যাটর্নি, মারশাল ফিল্ড স্টোরের যাবতীয় ক্ষতিপূরণ সে-ই দেবে, কুক কাউন্টি হাসপাতালে তোমার সঙ্গে সে দেখা করেছে—এইসব কথা। আরে ডঃ ব্লুম। চল ওঁর কাছে যাই।'

নাচের মধ্যেই ধীরে ধীরে এগোল ওরা ডঃ ব্লুমের দিকে। বর্ষীয়সী মহিলা, কর্মচারীদের সারি ছাড়িয়ে রেলিংয়ের কাছে বসে আছেন। কাছে যেতেই মিষ্টি করে হাসলেন।

'হ্যালো, ডঃ ব্লুম,' সিসি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াল, এই হচ্ছে মাসুদ রানা, এর কথাই আপনাকে বলেছি। দেখতে খুব সুন্দর, না?'

'সুন্দর তোমরা দু'জনেই, কিন্তু তোমার সেলাই তো খসে যাচ্ছে, এই পড়ল স্কার্টটা—'

'ও মা!'

তাড়াতাড়ি পড়ন্ত স্কার্ট কোনরকমে টেনে ধরেই সিসি ছুটল ড্রেসিং রুমের দিকে।

'এস, রানা, কিছুক্ষণ বস। তোমার কথা সিসির মুখে অনেক শুনেছি।'

এগিয়ে গিয়ে রানা ডঃ ব্লুমের পাশে খালি একটি চেয়ারে বসল।

'মেয়েটি সত্যিই খুব অদ্ভুত। পোশাকটা নিজের হাতে বানিয়েছে, কাউকে ছুঁতে পর্যন্ত দেয় নি।'

'হ্যাঁ, ও তাই বলছিলো।'

'তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সিসি দারুণ খুশি। ও একজন বন্ধু পেয়েছে জেনে আমিও ব্যক্তিগতভাবে খুব খুশি হয়েছি। মেয়েটাকে

একটু দেখ আর একটু সদয় থেক ওর প্রতি। ওর জীবনে বেশ ক'টি দুর্ঘটনা ঘটেছে, একটি আবার মারাত্মক। তা তুমি ক'দিন হল এসেছ এখানে ?'

'এই কয়েকদিন হল মাত্র।'

'তুমি—'

'আমি স্বেচ্ছারোগী...'

'তা আমি জানি। কেসহিস্ট্রিও পড়েছি। তা কেমন লাগছে এই হাসপাতাল ? অভিজ্ঞতা হয়েছে তো কিছু ?'

'তা হয়েছে। যে ভুল আমি করেছি আর কখনো তা করব না বলেই মনে হচ্ছে এখন।'

'এই হাসপাতালে একসময় আমিও রোগী ছিলাম। প্রায় এক বছর ছিলাম। সিসি বলেছে ?'

'না তো।'

'সে অনেকদিন আগের কথা। আমার বয়েস তখন সিসির মতই। খুব আত্মকেন্দ্রিক ছিলাম—সে-সব কথাই ওকে বলছিলাম সেদিন, ঠিক সিসির মতই অবস্থা। এখানে এসে কি রকম খারাপ ধারণা হয়েছিল আমার, মনে হয়েছিল একদম শেষ হয়ে যাব আমি। আসলে সেটাই ছিল শুরু। আমি কি চাই তা কিন্তু জেনেছি এখানেই, এর আগে আমি আমার লক্ষ্য জানতাম না, উদ্দেশ্য জানতাম না, কিছু জানতাম না। অথচ এই জানাটাই সবচেয়ে বেশি দরকার, না ?'

'তাই,' রানা বলল, বৃদ্ধাকে ভারি অদ্ভুত ঠেকেছে ওর।

'এখান থেকে যখন বাড়ি ফিরলাম তখন আমার আঘাত সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। কিন্তু এটা আমি বুঝেছিলাম—আমাকে ডাক্তার হতে হবে। বাড়ির লোকজন ভাবল আমার মাথা এখনো খারাপ রয়েছে, কিন্তু

তাদের সেই ধারণা মিথ্যে প্রমাণ করলাম। এর জন্যে কোন অনুশোচনা নেই আমার। তা, রানা, এখান থেকে বেরিয়ে তুমি কি করবে?'

'আমি প্রথমে যাব নিউইয়র্ক, সেখানে ক'দিন কাটিয়ে দেশে ফিরে যাব।'

'আরে, সিসি এসে গেছে। কি সুন্দর লাগছে ওকে। যাও, রানা, ওর সঙ্গী হও।'

সিসির সঙ্গে মিলিত হল রানা।

'ডঃ ব্লুম দেখতে একদম পুতুল, না?' সিসি জিজ্ঞেস করল, 'উনি কিন্তু একসময় এখানকার রোগী ছিলেন।'

'হ্যাঁ, এইমাত্র বলছিলেন সে-সব কথা।'

'উনি যাকে ভালবাসতেন সে লোকটা ছিল মহাখচ্চর, ওঁকে এমন ভুগিয়েছে। উনি তো আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন, আমারই মত। তবে আমি আর মরতে চাই না। তোমার কি মনে হয়, রানা?'

'তুমি এখন সেরে গেছ। নেশা আর ভয় যে কি করতে পারে, তা আমি জানি।'

'আচ্ছা, রানা, আমাকে সত্যি সত্যি তুমি নিউইয়র্ক পৌঁছে দেবে? নাকি এমনি কথার কথা বলেছিলে?'

'কী যে বল তুমি! আমি যা বলি তা করি—করতে চেষ্টা করি। আমার মনে হয় ডঃ ব্লুমকে সব কথা খুলে বলতে পার তুমি—ঐ শিকাগো যাওয়া যে তোমার পক্ষে সম্ভব নয় তা-ও। তাহলে মনে হয় উনি একবারেই তোমার ডিসচার্জের ব্যবস্থা করতে পারবেন। সেটাই সবচেয়ে ভাল হবে।'

'ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে হবে। হয়ত—বাহ্, দ্যাখ কি সুন্দর একটি মেয়ে বসে আছে—ঐ যে ঐখানে। কে মেয়েটি? আগে তো

কখনো দেখিনি ?'

সিসির দৃষ্টি অনুসরণ করল রানা। যা অনুমান করেছিল তাই, পেনেলোপি ব্রায়ান। কর্মচারীদের আসনে বসে আছে, ওর সঙ্গে আরো পাঁচটি মেয়ে। কাল স্যুটে সত্যিই অপূর্ব লাগছে পেনেলোপি ব্রায়ানকে।

'মেয়েটির নাম পেনেলোপি ব্রায়ান,' রানা বলল, 'কুক কাউন্টি হাসপাতাল থেকে এসেছে, ওরা সবাই নতুন ক্লাসের ছাত্রী নার্স। ওখানে আমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। বেশ ভাল মেয়ে।'

'তোমার খুব পছন্দ, না ?'

'অপছন্দের নয়, তা বলতে পারি।'

নাচের বাকি অংশে সিসি নীরব হয়ে থাকল, একটি কথাও বলল না। মিউজিক থামলে বলল, 'মেয়েটিকে তুমি নাচের জন্যে বলতে পারো, রানা। রোগীরা বললে কর্মচারীরা নাচতে বাধ্য। ডঃ বার্ডের আদেশ আছে।'

'তাহলে শেষ নাচটা তোমার সঙ্গে, সিসি ?'

'যদি শেষ পর্যন্ত তোমার সে ইচ্ছা থাকে,' বলেই সিসি দ্রুতপায়ে চলে গেল রানার কাছ থেকে। যে পর্যন্ত সে ড্রেসিং রুমের ভিড়ে অদৃশ্য হয়ে না গেল ততক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, তারপর ধীরে ধীরে এগোল পেনেলোপি ব্রায়ানের দিকে।

রানাকে দেখে হাসল পেনেলোপি, গালে তার টোল পড়ল, 'আবার তাহলে দেখা হল রানা ! এসো আমার ক্লাসমেটদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই !'

পরিচয় পর্বের পর বলল, 'এই নাচটায় তোমাকে চাইছি আমি। জানোই তো রোগীরা চাইলে কর্মচারীরা অগ্রাহ্য করতে পারে না,

আইন আছে।'

'আমি তো ভাল নাচতে জানিনা, তুমি কি সত্যিই নাচিয়ে ছাড়বে…'

'সত্যিই।'

মিউজিক শুরু হল। ঠোঁটের কোণে লাজুক হাসি নিয়ে পেনেলোপি রেলিং টপকে মিলিত হল রানার সঙ্গে।

প্রথমে একটু দ্বিধা একটু সংশয়, তারপর ড্রাম আর স্যাক্সাফোনের উত্তাল ঢেউ আছড়ে পড়ল ওদের দেহে, সেই তরঙ্গে ওরা ভেসে গেল অবলীলায়।

'তোমার বাবা, চাচা, চাচী আর চমৎকার সব ভাইবোনের খবর কি? ভাল আছে সবাই?' রানা জিজ্ঞেস করে।

'কাল রাতে একসাথেই ডিনার সেরেছি আমরা। সবাই মেনে নিয়েছে আমার চাকরিটা, কিছু বলেনি, শুধু এই হ্যানোভারে আসা নিয়ে একটু খুঁত খুঁত করেছে। আজ সকালে এসেছি এখানে।'

'ডিনারের সময় তোমার বাবাকে বলার সময় পেয়েছিলে কি যে এক যাচ্ছেতাই লোক হ্যানোভার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তাঁর কন্যাকে ড্যান্সে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি চাইতে পারে?'

রানার দিকে কৌতুকের চোখে তাকাল পেনেলোপি। হাসল মিষ্টি করে, 'ইঙ্গিত দিয়েছি। বলেছি একটি লোক খারাপ হয়ে যাচ্ছিল, এখন ভাল হওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছে। প্রতিজ্ঞা ঠিক আছে তো সেই লোকটির?'

'যদ্দুর জানি লোকটি বোকা নয়। হীরা ফেলে কাঁচ তোলে না।'

'মিস স্যালী আমাকে তোমার খবর দিয়েছেন। অ্যাডলার কটেজে তুমি সোমবার থেকে কাজ শুরু করছ, তাই না? ওখানেই আমার

খাওয়া-দাওয়া। মিস স্যাপ্পী তোমার সেই মিস উডনাটের একটু শোভন সংস্করণ এই যা, 'ওকে আবার ভয় পাওনি তো ?'

'ভীতু নই আমি, রানা।'

'ভাইদের লেখাপড়া শেখাতে গিয়ে নিজেকে একটি আদর্শ বুড়ি বানাতেও ভয় করবে না তোমার, না ? আর একটি কথা তোমাকে কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছি কিন্তু কোন উত্তর দাওনি।'

'কি, বয়ফ্রেণ্ডের ব্যাপারে তো ?'

'হুঁ।'

'দুঃখিত রানা, একই উত্তর দিতে হচ্ছে আবারও। হ্যানোভারে এসেও দেখছি স্বভাব একটুও ভাল হয়নি তোমার।'

মিউজিকটা থামল এই সময়ই। পরস্পরের দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে দু'জন দাঁড়িয়ে পড়ল মুখোমুখি। মুহূর্তে বিস্মৃত হল রানা : কোথায় সে আছে এখন, তার চারপাশে ভিড় করে আছে যে মানুষগুলো তারা কারা।

'সেই মেয়েটির খবর কি যার জন্যে এত কাণ্ড করলে ? সে চিঠিপত্র লিখেছে, না তুমি লিখেছ ?'

'আমার একটি কথাও তাহলে বিশ্বাস করনি তুমি,' রানা বলল, 'আমি তো তোমাকে বলেছি সে মেয়েকে আমি জীবনে আর দেখতে চাই না।'

'আমি যা শুনি তাই বিশ্বাস করি না, বিশেষ করে কুক কাউন্টি হাসপাতালে অ্যালকোহলিক ওয়ার্ডে যা শুনি।'

'কিন্তু তুমি বলেছিলে অন্য সব রোগীর থেকে আমি নাকি আলাদা।'

আবার বাজতে শুরু করল অর্কেস্ট্রা—এবার ধীরে ধীরে ওয়াল্‌ৎস

—ওদের শরীরকে ওরা আবার নিবেদন করল তাতে। ঘুরে আসার সময় রানা সরাসরি তাকাল সিসি স্পাসেকের দিকে, একটু দুরেই সে দাঁড়িয়ে ছিল, মুহূর্তে চোখ সরিয়ে নিয়ে মেয়ে রোগীদের ভীড়ে সে আত্মগোপন করল।

শেষ নাচের সময় তাকে কোথাও দেখতে পেল না রানা, অনেক খুঁজে হলঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন হঠাৎ সিসিকে আবিষ্কার করল রানা, শাদা কোট পরিহিত এক অ্যাটেনড্যান্টের সঙ্গে নাচছে সে, কি যেন বলছে আর হাসছে দু'জনে। চকিতে একবার শুধু দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সিসি, পরক্ষণেই ফিরিয়ে নিল মুখ।

দশ

সোমবার সকালে ডাক এল বেশ হালকা, এগারটার মধ্যেই চিঠিপত্র বাছাইয়ের কাজ শেষ। যে বাস্কেটগুলো তার ডেলিভারি দিতে হবে সেগুলো নিয়ে রানা সকলের আগেই বেরিয়ে পড়ল।

সবার শেষে গেল নেলসন কটেজে, তখন প্রায় দুপুর। দরজা খুলে অ্যাটেনড্যান্ট বাস্কেটটি নিল, তারপর রানার চলে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

'একটু বাথরূমে যাব ?'

'অবশ্যই। এখান দিয়ে যাও, একদম শেষ মাথায়। আর কিছু ?'

'না, ধন্যবাদ।'

'ঐ মেয়েটির সঙ্গে তোমাকে কাল ড্যান্স করতে দেখলাম না ? ঐ যে ঝোলা স্কার্ট পরা মেয়েটি। তোমাদের, মানে এই রোগীদের, বাপু নানা মক্কর। পরে মেয়েটাকে দেখলাম একেবারে উল্টোপাল্টা অবস্থায়, কিছু করেছ নাকি ওর, না মেয়েটা অমনই ?'

'না তো। ওর বাড়ি যাওয়ার কথা ক'দিনের মধ্যেই। খুব

ভাল মেয়ে।'

দরজা বন্ধ করল অ্যাটেনড্যাণ্ট আর করিডোরের শেষ প্রান্তে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল রানা। কিছুক্ষণ পরেই ফিরল। ডরমিটরির ভেতরে ক'জন অ্যাটেনড্যাণ্ট কাজ করছে, ওদের ঘাঁটান উচিত হবে না ভাবল রানা।

'এখানে কাজ করাটা বিচ্ছিরি,' রানা বলল, 'মানে লোকজন বলাবলি করছিল সেদিন। খুব খারাপ ধরনের রোগী নাকি কে একজন আছে এখানে?'

অ্যাটেনড্যাণ্ট উৎসাহিত বোধ করল, 'এইসব আজগুবি কথা বলাবলি হয় বুঝি? নেলসন এমন কিছু খারাপ ওয়ার্ড নয়! কোন বিপজ্জনক রোগী নেই এখানে। কয়েকটা আছে একেবারে নড়তে চড়তে চায় না, বাসনটা হাতে খাবার ঘরে পর্যন্ত যেতে পারে না। দশবার বছর আগে ডুনিংয়ে যখন ছিলাম, তখন দেখেছি বাপু ভায়োলেণ্ট হলের ব্যাপার-স্যাপার। কয়েকটা রোগী ছিল সাংঘাতিক। পঞ্চাশটা রোগী সামলাতে প্রতি শিফটে আমাদের চারজন করে অ্যাটেনড্যাণ্ট লাগত, তা আমরা সামলেওছি বটে। ঐ সব ট্রাংকুয়িলাইজারে রোগীদের কিছু হয় না। তুমি খেয়েছ ওসব?'

'না, তা নয়। মানে রোহলার নামে একজন রোগীর কথা শুনেছিলাম, সে নাকি খুব সাংঘাতিক। একটা মেয়েমানুষ খুন করেছে—'

'রোহলার! ধুৎ, সেটা এক অধম! মারধোর করবে? ফুঃ! বেটা সারাদিন কুকুরকুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকে। একটু বেশি অসুস্থ, এই যা। ওর তো এই ওয়ার্ডে থাকারই কথা নয় ওকে নিয়ে এমন বাজে কথা? ছি-ছি··'

'মনে হয় লোকটার কেসহিস্ট্রি শুনেই অনুমান করেছে—'

'ওর দোষের মধ্যে একটি—জানালা দিয়ে মাঝে মধ্যে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তাও তো কি সব ঐশীবাণী শোনার ফল। লোকটা, বুঝলে বেশ অসুস্থ। ডাক্তাররা ওকে অ্যাডলার কটেজে বদলি করতে যাচ্ছে খুব শিগগিরই, এই দু'একদিনের মধ্যেই--'

'আমার মনে হয় এক ধরনের রোগী আছে না, বেশ কিছুদিন ভাল থাকে আবার কিছুদিন থাকে একেবারে খারাপ—সেই রকম একটা ব্যাপার—'

'কি যা-তা বলছ বাছা, আমি যা বলি তা জেনেশুনেই বলি। ঐ ব্যাটা রোহলার প্রথম থেকেই চুপচাপ, এখন মুখে টুঁ শব্দটি নেই। গোলমাল করবে? অতটুকু ঘিলু ওর মাথায় থাকলে তো! একসময় খারাপ ছিল, থাকতে পারে, এখন কিচ্ছুটি নেই। চল দেখাচ্ছি তোমাকে।'

অ্যাটেনড্যান্টের পিছু পিছু চলল রানা। বেশ বড় একটি ঘর, তার মাঝখানে নড়বড়ে একটি চেয়ারে বসে আছে লোকটি, মাথা গুঁজে আছে দুই হাঁটুর মাঝখানে, ঠোঁট দুটো কাঁপছে থিরথির করে—তাকে দেখাচ্ছে ঠিক মুমূর্ষু এক জন্তুর মত। পায়ের শব্দ পেয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল সে, দু'বার চেষ্টা করল ঘুরতে, তারপর দেয়ালের কাছে গিয়ে একটা লাল দাগ মুছতে চাইল কিছুক্ষণ—আবার এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল চেয়ারে।

'এই ব্যাটা রোহলার, বদমাশ কাঁহিকা, দেখা তো দেখি তোর বদমাশী কেমন?'

শূন্য, নিথর দু'টো চোখে একবার তাকাল সে অ্যাটেনড্যান্টের দিকে, ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল, 'আমি বাড়ি যাব।

'আপনার বাড়িটা কোথায় শুনি?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'আমি বাড়ি যেতে চাই।'

'পেগী ওয়ার্ডের বাড়িতে, না ?'

কোন ভাবান্তর নেই তবু, মুখের একটি রেখাও বদলাল না রোহলারের। শুধু নিজের কণ্ঠস্বরে ভীত হওয়ায় একটি প্রতিক্রিয়া দেখা দিল : ঠোঁট কাঁপতে লাগল থরথর করে। এই লোকের মস্তিষ্কবিকৃতি সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। রানা তবু শেষ চেষ্টা করল, 'উইলিয়াম জনসন ওয়ার্ডের কথা মনে আছে ? পেগী ওয়ার্ড—'

'এই রোগীর কাছ থেকে কি জানতে চাইছ তুমি, রানা ?'

পরিচিত কণ্ঠস্বর।

একটা শীতল শিহরণ বয়ে গেল রানার ভেতর দিয়ে, নিজেকে দৃঢ়ভাবে সংযত করে সে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল ডঃ বোরচের্তের মুখোমুখি। লক্ষ্য করল বোরচের্তের হাতে একতাড়া চাবি, পায়ে ক্রেপ লাগান জুতো। তখনো সে তাকিয়ে আছে রানার মুখের দিকে, উত্তরের অপেক্ষায়।

সহসাই মনে হল রানার এই লোকটি সম্বন্ধে পুষে রাখা যাবতীয় সন্দেহই তার নিতান্ত অমূলক। রোহলার যে অপ্রকৃতিস্থ এটাও মিথ্যে নয়। এই রকম একটা নিরেট ধ্বংসস্তূপের সাথে মিলে বোরচের্ত কিছু একটা করেছে ? এমনিতে লোকটি হয়ত ধর্ষকামী, সন্দেহপ্রবণ বা বিরক্তিকর তাই বলে রোহলারের সঙ্গে যৌথ উদযোগ নেয়া তার পক্ষে কতখানি সম্ভব ?

'আমি—আমি খুবই দুঃখিত, ডক্টর। মানে রোগীটি সম্বন্ধে আমি শুনেছিলাম—তাই অ্যাটেনড্যান্টকে বলে দেখতে এসেছিলাম।'

'রোহলারের কথা কি শুনছ তুমি ?'

'শুনেছি সে নাকি বিখ্যাত শিকাগো মার্ডার কেসের আসামী ছিল...'

'কোত্থেকে এই খবর শুনলে?'

'শুনিনি, পত্রিকায় পড়েছি। উইলিয়াম জনসন ওয়ার্ড নামে এক ভদ্রলোক মারা গেছেন। তাঁকে নিয়ে লেখা খবরেই এই কথাটি ছিল। ডাকঘরের একটি ছেলে বলছিল রোহলার নাকি এই কটেজে থাকে, তাই...'

'বটে, পত্রিকায় খবরটি আমিও পড়েছি। তা তুমি তো রোগীকে দেখলে, কি মনে হল?'

'মনে হল লোকটি স্কিসোফ্রেনিয়ায় ভুগছে, অবস্থা এখন ক্রমশ খারাপের দিকে।'

'তুমি আবার আমাকে অবাক করলে, রানা। বেশ পড়াশোনা আছে মনে হচ্ছে। এই বিদ্যে শিখলে কোত্থেকে?'

'মানে, একবার হাসপাতালে ছিলাম বেশ কিছুদিন, সাইকিয়াট্রিক নার্সিং শিখেছিলাম কিছু কিছু আর অ্যাবনরমাল সাইকোলজি বিষয়ে বেশ কিছু বই পড়েছিলাম একসময়।'

বোরচের্ত হাসল, কিন্তু চোখে তার কোন কৌতুক ছিল না।

'ভাল, খুবই ভাল, এতে অন্যায় কিছু হয়নি। রোহলার বেচারা আর বেশিদিন টিকবে না। ওর শরীরে যে-সব লক্ষণ দেখা দিয়েছে তা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ। তা রোহলারের জন্যে কি চিকিৎসা এখন প্রয়োজন, ডঃ মাসুদ রানা?'

'আমার পক্ষে তা বলা সম্ভব নয়।'

'ঠিক আছে, তুমি না বললেও আমি বলব। ওকে আজ বিকেলে নিয়ে যাওয়া হবে অ্যাডলার কটেজে। শয্যাশায়ী করে রাখা হবে

ওকে, দেয়া হবে ডিগিটালিস, কিন্তু বেচারা রোহলারের জন্যে তা কিছু মঙ্গল আনবে কি? না আনলেই বা কি? এ-রকম একটা লোক না থাকলে পৃথিবীর কি আসে যায়?'

'আমাকে মার্জনা করবেন, ডক্টর, লাঞ্চের সময় হয়েছে—এখনই যেতে হবে আমার।'

'যদি কিছু মনে না কর তাহলে তোমার সঙ্গী হতে চাই আমি, রাজি?'

চলে আসার আগে অ্যাটেনড্যান্টের দিকে ফিরল বোরচের্ত, 'আমি যদি আবার শুনি বাইরের লোক ডেকে এনে তুমি রোগীদের দেখাতে শুরু করেছ, তাহলে চাকরি খতম হয়ে যাবে বুঝেছ?'

'জী।'

'কিন্তু দোষটা আমার, ডক্টর,' রানা বলল, 'ওঁকে এ জন্যে দায়ী করবেন না।'

'ও অবশ্যই দায়ী, কারণ ও একটা ইডিয়েট। কিন্তু তুমি তো সোজা লোক নও, তোমার দেখছি অনেক ব্যাপার-স্যাপার আছে। এ-কথা তো সত্য যে আমাদের সব কথা খুলে বলনি তুমি? অনেককিছু চেপে রেখেছ। আর গত শনিবার ডাক্তারদের বিল্ডিং থেকে তুমি কাকে টেলিফোন করেছিলে জানতে পারি?'

'আপনি জানলেন কি করে?'

'সেটা তোমার না জানলেও চলবে।'

রানা বুঝতে পারল জন রবসনের পরিচয় আর লুকিয়ে রাখা যাবে না।

'আমি শিকাগোতে ফোন করেছিলাম, আমার অ্যাটর্নির কাছে।'

'কি নাম তার?'

'মিঃ জন রবসন।'

'তিনি কি শুধু তোমার অ্যাটর্নি ? না আরো কিছু ?'

'তিনি শিকাগোর ধনী লোকদের একজন বলেও জানি।'

'বটে। তা ফোন করেছিলে কেন ?'

'এখানে আর ভাল লাগছে না। তাই তাঁকে বলছিলাম যাতে তিনি কোনভাবে এখান থেকে আমাকে বের করে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন।'

'তাই নাকি?' নোংরা একটা হাসি ফুটে উঠল বোরচের্তের ঠোঁটের কোণে, 'আমাদের সঙ্গ তোমার ভাল লাগছে না জেনে খুবই দুঃখিত হলাম, সত্যিই দুঃখ প্রকাশ করছি। আগামীকাল তিনটায় দেখা হচ্ছে আমাদের, মনে আছে ?'

বোরচের্ত বিদায় নেয়ার পর রানার মনে হল ঘাড় থেকে বিরাট একটা বোঝা নেমে গেল। এখানে কাজ ফুরিয়েছে, একমাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখানে থাকার আর কোন কারণ নেই। জন রবসন এখন যদি জজের কাছে আবেদন জানায় তাহলেই রানা মুক্তি পাবে হ্যানোভার থেকে। অ্যাডলার কটেজে পেনেলোপির খোঁজ করল, কিন্তু সে আগেই দুপুরের খাবার খেতে চলে গেছে।

আড়াইটার দিকে প্রশাসন-ভবনের রেকর্ড অফিসের কাছে কিছুক্ষণ ঘুরঘুর করল রানা। সিসির সঙ্গে দেখা করা দরকার, ওয়াশিংটনের খবরটা এল কি না সেটাও জানতে হয়। তবে এই খবর নিয়ে কোন উৎকণ্ঠা নেই, এফ, বি, আই ওর ফিঙ্গারপ্রিন্টের কোন হদিস বের করতে পারবে না। তাই বলে কিছু সন্দেহও যে নেই তা নয়। সি-আই এ-র একটা কাজ করে দিয়েছিল রানা, সেই সূত্র না বেরিয়ে পড়ে!

সিসিকে কোথাও দেখতে না পেয়ে যখন ফিরে যাচ্ছে তখন স্টাফ

রুম থেকে বেরিয়ে আসা ডঃ ব্লুমের সামনে পড়ে গেল রানা।

'অবশ্যই তুমি খুঁজছ সিসিকে। কি, ঠিক বলিনি?'

হাসতে হাসতে জানতে চাইলেন তিনি।

'আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন।'

'তোমাদের মধ্যে কি হয়েছে বল দেখি?'

'আমাদের মধ্যে? কথাটা ঠিক বুঝছি না, ডক্টর?'

'শনিবার রাতে নাচের পর ওকে দেখলাম, প্রায় অপ্রকৃতিস্থের মত আচরণ করছে। ভাবলাম, দুজনে ঝগড়াঝাটি করেছে না কি। মেয়েটা এত স্পর্শকাতর; সামান্যতেই একেবারে অস্থির হয়ে যায়।'

'ও এখন কোথায়, ডক্টর?'

'আমি দু'দিন কটেজে চুপচাপ থাকতে বলছি ওকে। আবার কোন আঘাত পাক সিসি, সেটা আমাদের কাম্য নয়। আজ কাজ করতে নিষেধ করেছি শুনে সে একেবারে হিংস্র হয়ে উঠছিল। ব্যাপারটা একদম পরিষ্কার নয়? নাচের সময় কিছু কি বলেছিল ও? অথচ তোমাদের সঙ্গে যখন দেখা হল তখন মনে হচ্ছিল সিসির মত সুখী আর নেই কেউ।'

'শেষ নাচটায় আমার সঙ্গে নাচার কথা সিসির। কিন্তু খুঁজতে গিয়ে দেখি একজন অ্যাটেনড্যান্টের সঙ্গে নাচছে ও।'

'এটা কিভাবে হল? সিসি এমন করবে তা তো ভাবাই যায় না।'

'ও আমাকে পেনেলোপি ব্রায়ান নামে এক ছাত্রী নার্সের সঙ্গে নাচতে দেখেছে, কথা বলতে দেখেছে। এজন্যেই হয়ত ও...'

'এই ব্যাপার? কি কাণ্ড বল দেখি।' হেসে কুটি কুটি হল ডঃ ব্লুম। 'ঈর্ষা? খুব ভাল হয়েছে। সিসির জন্যে ঈর্ষাজাতীয় স্বাস্থ্যবান আবেগই এখন দরকার। বোঝা গেল: আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছে সে।'

'সিসি কি সাইকোটিক, ডক্টর ?'

'না আমার মনে হয় না। সে প্রচুর মানসিক বিপর্যয়ের শিকার হয়েছে, তার কারণও ছিল। ঠিক আছে, ওয়ার্ডে আমি খবর পাঠাচ্ছি, সিসি এসে কাজ করুক। ওর প্রতি একটু সদয় থাকতে চেষ্টা কর রানা, অন্তত এমন কিছু কর না যাতে ওর সমস্যা আরো বেড়ে যায়। দু'এক সপ্তাহের মধ্যেই ও বাড়ি যাবে।'

এদিকে সেদিকে এলোমেলো ঘোরাঘুরি করে চারটার দিকে রেকর্ড অফিসে গিয়ে হাজির হল রানা। ওকে দেখেই বেরিয়ে এল সিসি, দু'জনে কোকাকোলা খাবে বলে স্টোরের দিক হাঁটতে শুরু করল।

সিসি কোন কথা বলছে না, তার স্বভাবের বিপরীত আচরণ করছে। রানার প্রতি আর কোন আগ্রহই যেন নেই ওর।

'তোমার ক্ষতি করে ফেলেছি,' সিসি একসময় বলল, 'ডিউটিতে আসার আগেই ওয়াশিংটনের মেসেজ এসেছিল, আড়াইটার দিকে ডঃ বোরচের্তকে তা ডেলিভারিও দেয়া হয়েছে। কাজটি যখন করতে পারলাম না, তখন আমার জন্যেও তোমার দিক থেকে কোন বাধ্য-বাধকতা থাকল না, তুমি এখন মুক্ত।'

'বাজে বকো না, যে কথা দিয়েছি তা আমি রাখবই। আর শোন, শেষ নাচটার কথা রাখলে না কেন ?'

'আমি ভাবলাম মিস ব্রায়ানের সঙ্গে ড্যান্স করাটাই তোমার ইচ্ছা। মেয়েটি সত্যিই খুব সুন্দরী। আমি চলি...'

রানাকে কোন কথা বলারই সুযোগ দিল না সিসি, কোকাকোলার বোতল নামিয়ে রেখে প্রায় ছুট দিল রেকর্ড অফিসের দিকে।

এগার

মঙ্গলবার, কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক একটায়, রানা ভিজিটরদের গাড়ি রাখার ওখানে গিয়ে হাজির হল। রোলস রয়েসটার দিকে চোখ পড়ল ওর, সেই গাড়িটাই, যাতে চড়ে শিকাগো বিমানবন্দর থেকে উইলিয়াম জনসন ওয়ার্ডের সেই প্রাসাদোপম বাসগৃহে পৌঁছেছিল রানা। প্যারোলের কয়েকজন রোগী আশেপাশে ঘুরছে, আর গাড়িটা নিয়ে বেশ 'বাহাবাহা' করছে। কাছে যেতেই শোফার দরজা খুলে দিল।

জন রবসন হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করল রানাকে। দরজা বন্ধ করল শোফার, আর বেশ খানিকটা দূরে চলে গেল।

'এ তো সেই গাড়িটা···মানে মিঃ ওয়ার্ডের...'

'হ্যাঁ, এটাই আমাকে দেয়া ওয়ার্ডের শেষ উপহার। তুমি ভাল আছো তো, রানা?'

'আছি।'

'কেমন কাটছে এখানে? আর রোহলারকে দেখতে পেয়েছিলে তো?'

'হ্যাঁ, আজ এবং গতকাল দু'দিনই দেখেছি লোকটাকে। অ্যাডলার

কটেজে বদলি করা হয়েছে ওকে, বিছানার সঙ্গে লেগে গেছে রোহলার, খুব বেশিদিন বাঁচবে না।'

'আর তার মানসিক অবস্থা?'

'চরম স্কিসোফ্রেনিক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে, সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা। লোকটা সম্পর্কে আপনার ধারণা ভুল, মিঃ রবসন।'

'বোরচের্ত আমাদের বোকা বানিয়েছে। এটা আমি ভাল করেই জানি। আর অনেক সাক্ষ্য-প্রমাণও জোগাড় হয়েছে আমার। রোহ-লারকে কোন মাদক দ্রব্য খাওয়ায় না তো?'

'না, আমি ভাল করেই জেনেছি, মিঃ রবসন। তাছাড়া এই রকম রোগীর খবর তো প্রায়ই শুনি, এতে সন্দেহের কি থাকতে পারে? তা, নতুন খবর কি?'

'আমি তোমার ঐ ট্র্যাভেল এজেন্সিতে গিয়েছিলাম! ঘটনাচক্রে ম্যানেজারের সঙ্গে আবার আমার বেশ বন্ধুত্ব। তুমি যা বলেছিলে তা ঠিকই, নিউইয়র্ক থেকে পারী প্যাসেজ বুক করেছে বোরচের্ত, দু'জনের প্যাসেজ। এদিকে ও আবার অবিবাহিত, কি হতে পারে ব্যাপারটা? আমার বিশ্বাস সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ও পালাবে।'

রানার আবার মনে পড়ল—রবসন লোকটা সারাজীবনে এই প্রথম-বার উদ্দীপ্ত হয়েছে এক চোর-পুলিস খেলায়, যে-মুহূর্তে সে স্বীকার করবে গত পাঁচ বছর ধরে মিথ্যে এক মরীচিকায় সে ঘুরে মরেছে সে মুহূর্তেই লোকটার জীবনের অনেককিছু অর্থহীন তাৎপর্যহীন হয়ে পড়বে।

'ডঃ বোরচের্ত সম্ভবত চাকরি থেকে অবসর নিচ্ছেন,' রানা বলল, 'ইতিমধ্যে বিয়েও করতে পারেন কিংবা কোন বন্ধুকেও তো নিতে পারেন সঙ্গে? রোহলারের যে-অবস্থা তাতে তাকে সঙ্গী করার কোন

প্রশ্নই ওঠে না। তা বার্লিন থেকে কি খোঁজ পাওয়া গেল?'

'জানা গেছে বোরচের্ত আর রোহ্লার পরস্পর আপন খালাত ভাই। হিমলারের গেস্টাপো বাহিনীর ভয়েই সে পালিয়ে এসেছে, এ-কথা সত্যি, কিন্তু সেটা রাজনৈতিক কারণে নয়। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণের সময় সে কে বিবৃতি দিয়েছে সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যে।'

'তার মানে?'

'হিটলারের জার্মানীতে ওর ক্রিমিনাল রেকর্ড ছিল। নাৎসী দলের এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির বিধবা পত্নীর প্রচুর টাকা সে সুকৌশলে হাত করেছিল। যার জন্যে হিমলার নিজে তার গ্রেফতারের আদেশ জারি করেছিল, পেগী ওয়ার্ডের ঘটনার সাথে মিলে যাচ্ছে না?' একই ভাবে সে দুই মহিলাকে কব্জা করেছিল। বোরচের্তের মধ্যে এক ক্রিমিনাল অনেক আগে থেকেই বাস করে আসছে, ওর পক্ষে নগদ কয়েক লক্ষ ডলারের লোভ সংবরণ করা সম্ভব নয়। আমি জানি সে অপরাধী, সর্বান্তকরণে জানি।'

'সে যাই হোক, আমার কাজ তো ফুরিয়েছে,' রানা বলল, 'এখন আমাকে এখান থেকে বের করুন।'

'কিন্তু সেটি তো সম্ভব হচ্ছে না,' রবসন বলল, 'মাসপুর্তি না হলে আইনভঙ্গ করা হবে···'

সহসাই অস্বস্তির মত কিছু একটা অনুভব করল রানা। দেখল ডঃ বোরচের্ত রোলস রয়েসের দিকেই ধীরে এগিয়ে আসছে। গাড়ির কাছে এসে ঝুঁকে ভেতরে চোখ বুলিয়ে নিল সে। রানার পাশ দিকে যাওয়ার সময় তাকে দেখে মৃদু হাসলও, ফলে এড়িয়ে যাওয়ার আর কোন উপায়ই থাকল না। জানালার কাচ নামিয়ে দিল রানা।

'হ্যালো, ডঃ বোরচের্ত, ইয়োরোপ ভ্রমণের সময় এইরকম একটা

গাড়ি পেলে কেমন হয় আপনার? আমার অ্যাটর্নির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আপনার, ইনি মিঃ জন রবসন।'

রবসনের ভাবান্তর স্পষ্ট টের পেল রানা, তা সত্ত্বেও সে বোরচের্তের বাড়ান হাতের দিকে করমর্দনের জন্যে নিজের হাত বাড়িয়ে দিল।

'আপনার সঙ্গে আগেও দেখা হয়েছে আমার,' রবসন বলল, 'সম্ভবত এখন মনে করতে পারছেন না। পেগী ওয়ার্ডের শুনানীর সময় একবার, পরে একবার মেনার্ডের জেল হাসপাতালে।'

'কী যে বলেন, মিঃ রবসন, আপনাকে ভুলে যাওয়া সম্ভব? আমি সত্যি খুব খুশি হলাম যে আপনার মত একজনের সহায়তা পাচ্ছে আমাদের এক রোগী। 'রানা একটু অদ্ভুত প্রকৃতির বটে, তাহলেও সুস্থ হতে ওর বেশিদিন লাগবে না, কিন্তু ইতিমধ্যেই ওর নাকি হাসপাতাল খারাপ লাগতে শুরু করেছে।...মিঃ উইলিয়াম ওয়ার্ডের মৃত্যু সংবাদ পেলাম পত্রিকায়, জেনে খুবই দুঃখিত হলাম।'

'হ্যাঁ, আমরাও খুব দুঃখিত হয়েছি,' নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল রবসন।

কিছুক্ষণের জন্যে এক অদ্ভুত নীরবতা এসে ভর করল সকলের মধ্যে, তারপর বোরচের্ত বিদায় কামনা করল, 'চলি, এখনি মিটিং শুরু হবে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার না গেলেই নয়। আপনার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে খুব ভাল লাগল, মিঃ রবসন। তারপর রানা, মনে আছে তো—তিনটায় আমাদের দেখা হচ্ছে? আর হ্যাঁ, আমার মত সামান্য একজন চিকিৎসকের পক্ষে এ রকম একটা গাড়ি পোষা সম্ভব নয়। ধন্যবাদ।'

বোরচের্ত লম্বা পা ফেলে ফটকের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'তোমার কথাই সত্যি বলে মনে হচ্ছে, রানা,' রবসন বলল,

'লোকটা সন্দেহজনক তো না-ও হতে পারে।'

'হ্যাঁ, ও যদি সত্যি-সত্যি অপরাধী হত তাহলে আমার উদ্দেশ্য বুঝে নিতে একটুও দেরি হত না, সম্ভবত আজ তিনটায় জেরা করেই সব জেনে যাবে ও। মুশকিলটা হল: আমি তো জানি বোরচের্ত অপরাধী নয়, কিন্তু সত্যি সত্যি যদি হয়ে থাকে তাহলে ভীষণ বিপদে পড়ে যাব। পেগী ওয়ার্ডের ব্যাপারে সামান্য ইন্টারেস্ট এই আমাদের দু'জনেরই আছে, আর তো কারো নেই। এ-জন্যেই এখান থেকে এত করে বেরিয়ে পড়তে চাইছি।'

'তুমি ঠিক বলেছ। তবে পেগী ওয়ার্ডের কেসটা কখনো লোপ পাবে না, সে ব্যবস্থা ঠিক করা আছে। কাগজপত্র, ফাইল—সব আমার ঠিকঠাক, সাজান-গোছান। ওয়ার্ডের মত আমারও যদি মৃত্যু ঘটে, কোন অসুবিধে হবে না···আমি যা জেনেছি যা সন্দেহ করেছি তার সব বিবরণ পুলিসের কাছে চলে যাবে, সে ভাবেই ঠিকঠাক করে রাখা হয়েছে। আচ্ছা, তোমার ব্যাপারে জজের সঙ্গে দেখা করব, তিনি যদি অনুগ্রহ করেন তো হয়ে যাবে রিলিজটা।'

'প্লিজ! কাজটি করুন, মিঃ রবসন। এখান থেকে বেরিয়ে মিঃ ওয়ার্ডকে আর দেখতে পাব না, খুবই খারাপ লাগবে—'

'ওয়ার্ডও তোমার কথা খুব বলত, বেচারি।···ঠিক আছে, আমি চলি। আর যে ক'দিন থাকছ চোখকান খোলা রেখ, এখনও আমার সন্দেহ বোরচের্তকে, সে আমাদের চোখে ধুলো দিচ্ছে এই যা।'

রবসনকে নিয়ে রোলস রয়েসের চলে যাওয়াটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখল রানা, তারপর ধীরে ধীরে হেঁটে ফিরল অ্যাডলার কটেজে, বেলা আড়াইটা তখন।

পেনেলোপি ব্রায়ানই দরজা খুলে দিল, স্মিত মুখে জানতে চাইল,

'এখানে এখন কি চাই তোমার? সাড়ে পাঁচটার আগে তো রাতের খাবার খেতে পাবে না।'

বলেই দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু চোম এসে গ্রাউণ্ড পাশ দেখিয়ে বাইরে যাওয়ার অনুমতি চাইল।

'কি ব্যাপার, চোম,' রানা চেঁচিয়ে উঠল, 'শেষ পর্যন্ত এই পাশ পেয়েছ তবে! কনগ্রাচুলেশন্স!'

'আসছে হপ্তায় বাড়ি যাচ্ছি। তারপর ঘুরে ঘুরে খালি চীনা রেস্তোরাঁয় খাওয়া—হা-হা! জানই তো চীনা খাবার আমার কেমন পছন্দ···ঐ যে 'এগ ফু-য়ং' না, কি যেন নাম···'

কিছুক্ষণ এইসব গল্প করে চোম বিদায় নিল। পেনেলোপির দিকে ঘুরল রানা, 'খালি 'এগ ফু য়ং' না, 'মু গু গাই প্যান' বল, 'বারবি-কিউড স্পারেরিব' কিংবা 'সাবগাম চপ সূয়ে' যা কিছু বল সবকিছু ওর পছন্দ, মুখে যা দেয়া যায় তাতেই ওর আনন্দ।'

'সে আমি জানি,' পেনেলোপি বলল, 'কিন্তু আড়াইটার সময় কেন এখানে এসেছ তা কিন্তু বলনি।'

'তিনটায় ডঃ বোরচের্তের সঙ্গে আমার দেখা করতে হবে। একটু আগেই এসেছি, যদি কিছুক্ষণের জন্যে হলেও আদর্শ পুলিসের আদর্শ নার্স-কন্যার একটু দেখা পেয়ে যাই।'

'দ্যাখ, আমি খুব ব্যস্ত, এইমাত্র ডঃ বোরচের্ত একটা ট্রে রেডি করতে বলেছেন।'

'কিসের ট্রে?'

'একটা বড় সিরিঞ্জ এক অ্যাম্পুল সোডিয়াম এমিটাল আর বরফ।'

'তাহলে মজার ব্যাপারই দেখতে পাবে তুমি,' রানা বলল, 'কোন রোগীকে ডাক্তার গভীর ঘুমে অচেতন করে ফেলবে, তারপর বরফ

ব্যবহার করে তাকে অর্ধচেতন অবস্থায় নিয়ে আসবে—জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে। তুমি তো ভাল করেই জান সোডিয়াম এমিটালকে ট্রুথ সিরামও বলা হয়।'

'রোগীর পেট থেকে গোপন কথা বের করা অনেক দেখেছি! এখন আর কথা বলতে পারছি না। তিনটার মধ্যেই আমাকে ট্রে রেডি রাখতে বলা হয়েছে।'

পাশের ঘরে ঢুকে পেনেলোপি দরজা বন্ধ করে দিল। বোঝা গেল বেশ ব্যস্ত সে, একবার পেছন ফিরেও তাকাল না।

রানা কিছুক্ষণ ঠোঁট কামড়াল: মার কাছে মামার বাড়ির গল্প বলার বদঅভ্যেস শুরু হল কবে থেকে? মেডিসিন সম্পর্কিত যেটুকু জ্ঞান তাই নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছে না তো?

তারপর, কথাটা হঠাৎ করেই মাথায় এল: পাশের ঘরে পেনে-লোপি যে-ট্রেটা সাজাচ্ছে সেটা ওর জন্যে নয় তো?

দুর!

চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলল মাথা থেকে। বেঞ্চে গা এলিয়ে অলস ভাবনায় ডুবে থাকতে চাইল রানা। সোডিয়াম এমিটাল ব্যবহার করে ওকে জেরা করার কি আছে?

ঠিক তিনটায় এসে গেল বোরচের্ত। মিস স্থালি দরজা খুলে সরে দাঁড়াল। রানার দিকে এক পলক তাকিয়ে, মৃদু হেসে, বোরচের্ত পাশের ঘরে প্রবেশ করল। একটু পরেই তোয়ালে ঢাকা একটা সার্জিক্যাল ট্রে হাতে বেরিয়ে এল সে, সোজা গিয়ে ঢুকল অফিস ঘরে, এবার আর কোনদিকে তাকাল না। অফিস ঘরের দরজা মিস স্থালি

আগেই খুলে রেখেছিল।

'এখন তুমি ভেতরে যেতে পার।'

মিস স্যালি এগিয়ে এসে রানাকে আহ্বান জানাল।

বেঞ্চ থেকে উঠে পড়ল রানা, কেমন একটা ইতস্তত ভাব এসে ওকে কাবু করতে চাইল। ওর ভেতর থেকে শতকণ্ঠে কারা যেন ফিসফিসিয়ে বলতে লাগল, 'যেয়ো না যেয়ো না।' গলার কাছে ক্রমেই একটা ডেলা যেন পাকিয়ে উঠতে লাগল, কিন্তু এখন আর ফিরে যাওয়ার কোন উপায় নেই। ঘাড় সোজা করে ভেতরে ঢুকতেই মিস স্যালি দরজা বন্ধ করে দিল. চেয়ারে বসে কোলের ওপর দু'হাত জড় করে রানা অপেক্ষা করতে লাগল।

বোরচের্ত ড্রাগবুক নাড়াচাড়া করছে, পাতায় পাতায় দস্তখত দিচ্ছে আর দ্রুত কি লিখে যাচ্ছে। ওর পেছনের টেবিলে সেই তোয়ালে ঢাকা ট্রে। লেখা শেষ করে রানার দিকে তাকাল বোরচের্ত, তার ঠোঁটের কোণে হাসি, চকচকে কেস বের করে সিগারেট অফার করল। তারপর লাইটার এগিয়ে দিল।

'ধন্যবাদ, ডক্টর।'

সিগারেটে দু'একবার টান দিয়েই জোরে কেশে উঠল রানা, ভীষণ কড়া তামাকের সিগারেট।

'আমার ব্র্যাণ্ডটা তোমার কাছে জুতসই লাগছে না। একটু কড়া, তাই না?'

'একটু নয়, বেশ—'

'এগুলো পশ্চিম বার্লিন থেকে আনান। এগুলো কড়া তবে আমিও কড়া মানুষ, এটা তোমাকে বোঝান আমার প্রয়োজন ছিল—সেই যখন এলে তখনই, কি বল?'

'সত্যিই কি প্রয়োজন ছিল? আমার মনে হয় না।'

'তোমার অনেক কিছুই এখন মনে হবে না। কিন্তু আজকে যেন এই প্রথম বেশ নার্ভাস দেখছি তোমাকে। ব্যাপারটা কি?'

'কই, কিছু না তো!'

'তুমি যেমন একটা গোঁয়ার, তেমনি একটা আহাম্মক। এখনো বোঝনি যে তোমার মিথ্যে বলার সুযোগ ফুরিয়েছে। যে-সব রোগী চ্যালেঞ্জ করে আমার সাথে তাদের ভেতরের সব কলকাঠি জেনে নেয়ার কিছু পদ্ধতি জানি আমি, এ জিনিসটা চেনা আছে তোমার?' তোয়ালের ভেতর থেকে একটা কাচের অ্যাম্পুল বের করে রানার সামনে ধরল বোরচের্ত।

লেবেলটা পড়ল রানা, বলল, 'এটাকে সোডিয়াম এমিটাল ট্রুথ সিরাম বলে, না?'

'তাই। তোমার শিরায় এই ড্রাগটি ঢুকিয়ে দিই তা নিশ্চয়ই তুমি চাও না। আমিও চাই না। তবে আর একটি মিথ্যে কথা যদি বলেছ, একটুও ইতস্তত করব না আমি। এই বোতামটা শুধু টিপব, সঙ্গে সঙ্গে দু'জন অ্যাটেনড্যাণ্ট এসে আমার কাজে সাহায্য করবে, বুঝেছ?'

'কিন্তু মিথ্যে বলার কি আছে আমার?'

'তোমার জারিজুরি সব শেষ হয়েছে, এখন বল: জন রবসন এখানে আসার জন্যে তোমাকে কত টাকা দিয়েছে?'

'তার মানে? তিনি আমার অ্যাটর্নি।'

'রাখ ওসব ভেলকি। ঐ বাঁটকু শয়তানটা পাঁচ বছর ধরে আমার গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছে। যে হাসপাতালে আমি ছিলাম সেখানেও রিপোর্ট করেছে, সমাজ কল্যাণ দফতরে করেছে—সব জায়গায় আমার

নামে ও অনেক অনেক রিপোর্ট লিখে পাঠিয়েছে। তুমি ভাল করেই জান পেগী ওয়ার্ডের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আমি পরোক্ষভাবে জড়িত। ঐ বুড়োটা বলে : পেগী ওয়ার্ডের টাকা-পয়সার ব্যাপারও নাকি আমার জানা। আমাকে পাগল করে তুলেছে।'

'এ সব কথা আমি জানব কি করে?

একটু হাসল বোরচের্ত, তারপর ট্রে থেকে একটি ধাতব পাত্র বের করে আনল, কাচের অ্যাম্পুলটার কিয়দংশ বেরিয়ে আছে তাতে। বেশ বড় একটা সিরিঞ্জ নিল হাতে, সেটাকে বায়ুশূন্য করে অ্যাম্পুল থেকে ঔষধ ভরল। তারপর চোখ রাখল রানার চোখে।

'পেগী ওয়ার্ড আর ক্লাউস রোহলার ছ'জনেই আমার চিকিৎসাধীন ছিল। আমার ধারণা, এজন্যে এই বুড়ো হাবড়াটা মনে করে পেগী ওয়ার্ডের হত্যায় আমার প্ররোচনা ছিল। রবসন এ-সব কথা বলেনি তোমাকে? জবাব দাও।'

'তা একরকম বলেছে। আর বলেছিল : রোহলারের বর্তমান অবস্থা কি তা যদি তাকে জানাই সে নাকি খুব উপকৃত হবে। কেন যে এ-সব বলেছিল তা অবশ্যি আমি জানি না।'

'তুমি বেশ আবেগপ্রবণ, তাই না, রানা?'

'কখনো বুঝিনি তো।'

কিছু কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমি করতে চাই, কিন্তু তেমন একটা দেহ মন এ-পর্যন্ত পেলাম না। এতদিন পর মনে হচ্ছে যেন পেয়েছি। সেই ছোটবেলা থেকে মানুষের হাবভাব চলাফেরা ইত্যাদি নিয়ে আমার ভীষণ কৌতূহল। তোমার কাছে অবিশ্বাস্য লাগবে কিন্তু মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে আমি পাভলভের বিখ্যাত কণ্ডিশণ্ড রিফ্লেক্স এক্সপেরিমেণ্ট চালিয়েছিলাম ভাইয়ের পোষা কুকুরের ওপর। সম্পূর্ণ সাইকোটিক

অবস্থা হয়েছিল কুকুরটার, ক্ষুধার্ত থেকেছে, কিন্তু কিছু খেতে পারেনি। এর জন্যে কোন দুঃখ হয়নি আমার, কারণ আমি জানতাম এ হচ্ছে বিজ্ঞানের সাধনা। এখনো যদি আমার প্রয়োজন পড়ে যে কোন সুস্থ সবল ভালমানুষকে আমি সম্পূর্ণ উন্মাদ বানাতে পারি, তা জান?'

'কিন্তু তা আপনি করবেন কেন?'

'আমি তো বলিনি যে আমার ইচ্ছা এরকম, বলেছি আমি করতে পারি। দু'ভাবেই পারি আমি···বায়োকেমিক্যাল পদ্ধতিতে অথবা পাভলভের পরীক্ষিত পদ্ধতিতে। আমি নিশ্চয় করে তোমাকে জানাতে পারি: এ-রকম একটা রোগী এই হাসপাতালের চল্লিশ জন সাই-কিয়াট্রিস্টের সামনে যদি হাজির করি, তবে একবাক্যে সবাইকে স্বীকার করতে হবে যে লোকটি পাগল।'

একটু শব্দ করেই হাসল বোরচের্ত, সম্ভবত নিজের কল্পিত কৃতিত্বে। তারপর মোটা মোটা আঙুল দিয়ে নিজের ঘাড়ের রগগুলো টিপতে লাগল, নাকেমুখে সমানে ছাড়তে লাগল ধোঁয়া।

অদ্ভুত এক অনুভূতির শিহরণ অনুভব করল রানা। লোকটা অমানুষ, মানবিক কোন আবেগ-অনুভূতি ওর মধ্যে নেই। বলেই যে-রকম আনন্দ পেল তার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ ও নিশ্চয় পাবে পরীক্ষাটা করে—এতে কোন সন্দেহ নেই।

'শোন রানা, আমার এক্সপেরিমেন্টের জন্যে তুমি কেন যে একটি নিখুঁত সাবজেক্ট সে কথা খুলে বলছি। অত্যন্ত প্রতিক্রিয়া-সচেতন তুমি আমার প্রতিটি পরামর্শে আবেগাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছ। নিজের চিন্তাভাবনাগুলোকে নিখুঁতভাবে পরিকল্পিত ও দৃশ্যমান করেও তুলতে পার তুমি। এখন দ্যাখ তোমার বাঁ দিকের শিরাটি কেমন লাফাচ্ছে, কারণটি অবশ্য জানা নেই আমার। এই দ্যাখ, যেই ওর

কথা বলেছি অমনি লাফান বন্ধ—সরে গেল তোমার ডান হাতের আঙুলে—এই গেল তোমার ডান পায়ের গোড়ালিতে—যখন এটা বন্ধ হবে···'

শ্বাস বন্ধ হয়ে এল রানার, উত্তেজনায় ও দাঁড়িয়ে পড়ল।

উচ্চ হাসিতে গড়িয়ে পড়ল বোরচের্ত, যেটা তার সম্পূর্ণ স্বভাব-বিরুদ্ধ। বলল, 'টেনশনে ভুগছ তুমি—এজন্যেই দাঁড়িয়ে পড়েছ। এটা বাইরের প্রতিক্রিয়া, ভেতরে ঘটলে অন্যরকম হত, রীতিমত অসুস্থ হয়ে যেতে। সে যাক্‌গে, এখন বল রবসনের সঙ্গে আজ কি কি কথা হল তোমার?'

'এখান থেকে তাড়াতাড়ি যাতে রিলিজ পেতে পারি সে ব্যবস্থা করতে বলেছি তাঁকে।'

'কি পরামর্শ দিল সে?'

'আমাকে নাকি এখানে তিরিশ দিনই থাকতে হবে।'

'খুব ভুল পরামর্শ দিয়েছে। রাষ্ট্রের এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া কোন রোগীকে ধরে আনার নিয়ম নেই এখানে। বিশেষ করে রোগীটি যদি আবার স্বেচ্ছারোগী হয়। এরা পালালেই আমরা খুশি···তা তোমার কাছে টাকা-পয়সা আছে? নিউইয়র্কে যাওয়ার মত?'

'আছে।'

'তোমাকে না, জন রবসনকে না, কোন লোককেই না—আমার সঙ্গে বাঁদরামো করার সুযোগ দেব না আমি কাউকে। অ্যাটর্নি হিসেবে জন রবসনের নাম দেখামাত্র তোমার প্রতিটি কার্যকলাপকে আমি সাজান বলে জেনেছি—মারশাল ফিল্ড স্টোরের ঘটনাটিও। রবসন তোমাকে ভাড়া করেছে বেচারা রোহলার আর আমার পেছনে গোয়েন্দাগিরি করার জন্যে। কাজেই এই হাসপাতালে থাকার কোন

অধিকার নেই তোমার আর। বিকেলেই এখান থেকে কেটে পড়বে। বুঝেছ?'

'জী।'

'গুড।'

ডেস্কের পাশের বোতামটি টিপল বোরচের্ত, সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে মিস স্যালি ও দু'জন অ্যাটেনড্যান্ট ভেতরে প্রবেশ করল।

'ট্রে-টা এখন নিয়ে যেতে পার, নার্স,' বোরচের্ত বলল, 'আর দরকার নেই। মাসুদ রানার সত্যবাদী হওয়ার যোগ্যতা নিয়ে আমি এখন নিঃসন্দেহ। গুড আফটারনুন, রানা, সহযোগিতার জন্যে অনেক ধন্যবাদ।'

ভেতর থেকে সহজে কাঁপুনি গেল না রানার, মিস স্যালি যখন দরজা খুলে তার বেরোবার পথ করে দিল তখনো না।

বোরচের্তের ব্যাপারে রবসনের সন্দেহকে এখন একেবারে অমূলক মনে করতে পারছে না রানা, তবে এ-কথাও ঠিক যে ডাক্তার নিজেও প্রায় অপ্রকৃতিস্থতার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। অনেকগুলো দিক বিবেচনা করলে তাই মনে হয়। প্রথমত সন্দেহের বাতিক, তারপর তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে নাড়াচাড়া করে গোপন প্রবৃত্তি খুঁজে বের করার চেষ্টা, সর্বোপরি স্নেহ ও সহানুভূতির অভাব! যে এক্সপেরিমেন্টের কথা বলছিল তা নিছক ভয় দেখাবার জন্যে বলা নয়। অন্যান্য ডাক্তারকে বোকা বানাবার চেষ্টায় এক ধরনের বিকৃত সুখ রয়েছে বইকি! রানা বুঝতে পারল: এখন চলে যাওয়াই ভাল, এখানে অভিনয় করে কাটাবার কোন মানেই হয় না।

লিটবার্গ কটেজে গিয়ে কোটের ভেতর লুকোন টাকা তাড়াতাড়ি বের করে নিল রানা, অ্যাটেনড্যান্টকে বলল—রাত ন'টার আগে আর

ফিরছে না সে, এরপরই দ্রুতপায়ে অগ্রসর হল প্রশাসন ভবনের দিকে।

সাড়ে চারটার মত বাজে তখন, রেকর্ড-অফিসে সিসি ঝুঁকে পড়ে আছে ফাইলের ওপর। চোখাচোখি হতেই তাকে ইশারা করল রানা, তারপর অফিস এলাকার বাইরে গিয়ে গাছপালার মধ্যে গিয়ে বসল। কয়েক মিনিট পরেই সিসি সেখানে এসে হাজির।

'কি হয়েছে তোমার? একদম ঝোড়ো কাকের মত লাগছে তোমাকে—'

'আমি চলে যাচ্ছি, সিসি, এই একটু পরেই।'

'কেন? আমি ভেবেছি—' সেই ভীতি ও অসহায়তার ছায়া পড়ল সিসির মুখে-চোখে।

'আমি যাচ্ছি, কিন্তু তোমার কথা আমার মনে আছে। যেদিন তুমি রিলিজ হবে সেদিনই হাসপাতালের ফটকে আমাকে পাবে তুমি। নিউইয়র্কে যে হোটেলে আমি থাকব তার ঠিকানা দিয়ে যাচ্ছি, তুমি সময়মত শুধু চিঠি লিখবে। মনে থাকবে?'

'না। এভাবে পালিয়ে তুমি যেতে পারবে না।'

'বোরচের্ত সব জেনে ফেলেছে—আমি একদম হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছি। এখন এখানে থাকা মোটেই উচিত হবে না, লোকটা ভয়ঙ্কর। যা করবার তা বাইরে গিয়ে করতে হবে। কিচ্ছু ভেব না তুমি, সব ঠিক হয়ে যাবে, আমাকে শুধু একটি কথা দাও—'

'কি?'

'কথা দাও, ডঃ ব্লুম তোমাকে বাড়ি পাঠাবার আগে এখান থেকে পালাবে না। যদি পালাতে যাও, তাহলে মনে রেখ প্রতিটি রাস্তায় এখন কড়া পাহারা মোতায়েন আছে। আমি অবশ্য ঐ গমক্ষেত

পেরিয়ে রেললাইন ধরে যাব. ওদিক থেকে দু'ঘণ্টা পর পর বাস যায় শিকাগোর দিকে। আর একটা কাজ করবে আমার জন্যে?'

'বল।'

'পেনেলোপির সঙ্গে যদি দেখা হয় তো বল: কেন আমাকে পালাতে হল তা পরে তাকে আমি বোঝাব। সে—'

সিসি মুখ ফিরিয়ে নিল। হাতের রুমালটায় ওর আঙুলগুলো খুব অস্থির আর খুব অস্বাভাবিকভাবে নাড়াচাড়া করছে।

'বলব। মেয়েটিকে তুমি ভালবাস, না?'

'একে তুমি ভালবাসা বলছ? কুক কাউন্টি হাসপাতালে ও আমার সাথে খুব ভাল ব্যবহার করেছে। ভাল তোমাকেও বাসি, সিসি। গুড-বাই। ডঃ ব্লুমের পরামর্শ অমান্য কর না। আর দেরি করা যায় না, অফিসে হয়ত এতক্ষণে তোমার খোঁজ পড়ে গেছে।'

বিদায় নিতে গিয়ে সিসির অস্থির আঙুলগুলো জোরে চেপে ধরল রানা। মুহূর্তে কি হল যেন সিসির, প্রবল এক আবেগ বুঝি তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল ওর শরীরে,—উন্মত্তের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার ওপর। ক্ষুধার্ত ঠোঁট দু'টিতে সমস্ত আবেগ ওর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, যেন একটি পরম চুম্বনে নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে চাইল সিসি। দিলও।

একসময় উত্তেজনা-শেষ ক্লান্তি বয়ে নিয়ে অনিশ্চিত পায়ে সিসি অফিসের দিকে রওনা হল, আর রানা বাগান কোণাকুণি গিয়ে হাজির হল সেই জায়গাটায়, যেখানে হাসপাতাল আর বিশাল শস্যক্ষেতের মাঝখানে লোহার জালের দেয়াল।

দু'দিকে কয়েকবার চোখ বুলিয়ে নিল রানা। না, কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। ধীরে ধীরে জাল বেয়ে উঠতে লাগল ও, অনেকখানি

উঠতে হবে, একটা ঝাঁকড়া গাছের আড়ালও নিতে হল। জালটা এমন যে হাতে ধরে রাখতে পারলেও পা রাখা যায় না, কয়েকবার পা ফসকে যেতে যেতে টাল সামলে নিল রানা। বেশি সময়ও নেয়া যাবে না, কেউ না কেউ যে কোন সময় এদিকে এসে পড়তে পারে, বিশেষ করে সার্জেন্টের কথা মনে হল ওর।

সাত মিনিট লাগল ওপারে গিয়ে লাফিয়ে পড়তে। দূর থেকে যা ভাবছিল তা নয়, গমক্ষেত নয়, অন্য একরকম শস্যের চাষ করা হয়েছে। গাছগুলো প্রায় বুক পর্যন্ত লম্বা। বাধ্য হয়ে ঘাড় নিচু করে দৌড়ুল রানা রেল লাইনের দিকে। রেললাইনের কাঁটাতারের বেড়া টপকাতে অবশ্য অসুবিধা হল না, এখন শুধু লাইন ধরে শহরের দিকে যাওয়া।

একটা পাহাড়ের কোল ঘেঁষে সাপের মত বেঁকে রেল লাইনটা গেছে একটা কারখানার ভেতর দিয়ে, কাজেই ও-পথ ত্যাগ করল রানা। খেয়াল করল ফ্যাক্টরির পাশ দিয়ে যাওয়া সরু গলিটার দু'পাশে সারি সারি বাড়িঘর। এই পথটাকেই নিরাপদ ভাবল ও। অল্প কিছুদূর হেঁটে রানা পৌঁছে গেল শহরতলী এলাকায়। অফিস-কারখানা তখন মাত্র ছুটি হয়েছে মানুষজনে পথঘাট একেবারে গিজগিজ করছে। ভিড়ের মধ্যে মিশে যাওয়ার পর নিজেকে মোটামুটি নিরাপদ ভাবল রানা।

বাসস্ট্যাণ্ডের খোঁজ পেতে দেরি হল না। টিকেটঘরের জানালায় গিয়ে বাসের খবর জানতে চাইল রানা।

'বাস ছাড়তে চল্লিশ মিনিট বাকি,' কেরানিটি বলল, 'এখানে দশ মিনিট দাঁড়াবে। ঠিক ছ'টা বেজে পাঁচ মিনিটে ছাড়বে।'

টিকেট কেটে রানা জিজ্ঞেস করল, 'বলতে পারেন, বাসটা কোথায়

দাঁড়ায় ?'

'ঐ আপনার সামনেই। কোথাও গেলে দেরি করবেন না, বাস কিন্তু ঠিক সময়ই ছাড়বে।'

কেরানিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল রানা। রাস্তার ওপারেই একটা রেস্তোরাঁ। একটা পত্রিকা কিনে হাঁটতে হাঁটতে ওখানে গিয়ে ঢুকল। মাখন, স্যাণ্ডউইচ আর বিয়ারের অর্ডার দিয়ে মনোনিবেশ করতে চাইল পত্রিকার পাতায়। নিজের মুখটাও রাখল ঢেকে, যাতে এদিকে বেড়াতে আসা কোন অ্যাটেনড্যান্ট না দেখে ফেলে।

বাসটা এল যথাসময়ে, আর অধিকাংশ যাত্রীই নেমে পড়ল এখানে। যাত্রীদের কয়েকজন দ্রুত পানের উদ্দেশ্যে রেস্তোরাঁয় এসে ঢুকল। পানশেষে ওরা যখন ফিরছে তখন ওদের পিছু পিছু বাসে গিয়ে সিট নিল রানা। নিল আত্মগোপনের উপযোগী একপ্রান্তে।

লাউডস্পিকারে বাস রওনা হওয়ার কথা ঘোষিত হওয়ার পর ড্রাইভার এসে দাঁড়াল দরজার সামনে। শেষ যাত্রীটি ওঠার পর সে টিকেট সংগ্রহ করতে শুরু করল। পত্রিকা থেকে মুখ না তুলেই রানা ড্রাইভারের হাতে দিল টিকেটটা।

সিটে ফিরে গিয়ে ড্রাইভার মোটর স্টার্ট দিল, কিন্তু গাড়ি তখনই ছাড়ল না। এভাবে পাঁচ মিনিট কাটবার পর উদ্বিগ্ন না হয়ে পারল না রানা, তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সক্রিয় হয়ে বিপদ আঁচ করল। দেরির ব্যাপারে এক যাত্রীর সঙ্গে ড্রাইভারের কথোপকথন হচ্ছিল, মনোযোগ দিয়ে তা শুনল রানা।

'একটা লোকের জন্যে দেরি হচ্ছে,' ড্রাইভার বলছিল, 'বেশি দেরি হবে না, একটু ধৈর্য ধরুন।'

এই সময় সাইরেন শোনা গেল, পুলিসের গাড়ি আসছে। ঘাড় ঘুরিয়ে রানা দেখল ঘুরন্ত বাতিটা, তীব্রবেগে ছুটে আসছে গাড়ি, কাছাকাছি এসেই বাসটার পথ রুদ্ধ করে ব্রেক কষল সশব্দে। ড্রাইভার গিয়ে দরজা খুলে দিল—হু'জন লোক ঢুকল : একজন অ্যাডলার কটেজের অ্যাটেনড্যাণ্ট অন্যজন ফ্রয়েড কটেজের।

প্রতিটি যাত্রীকে ওরা তীক্ষ্ণচোখে লক্ষ্য করতে করতে এগিয়ে এল, তারপর রানার সামনে এসে দাঁড়াল, হাসল দাঁত বের করে, 'এই যে, রানা, চল। হাঙ্গামার কিছু নেই।'

সত্যিই কিছু ছিল না হাঙ্গামার।

রানা উঠে দরজার দিকে এগোল। অ্যাডলারের অ্যাটেনড্যাণ্ট এক হাত আর স্টেট পুলিস আরেক হাত চেপে ধরল ওর। পেট্রোল কারে উঠিয়ে দুই অ্যাটেনড্যাণ্টের মাঝখানে বসিয়ে দেয়া হল রানাকে, সুবোধ ছেলের মত কোনরকম গাঁইগুঁই না করে বসে থাকল ও।

'তুমি একটা গোবরগণেশ,' অ্যাডলারের অ্যাটেনড্যাণ্ট বলল, 'এখন তো সব স্বাধীনতা খোয়ালে! আর ঐ শালা বোরচের্তের বাচ্চা জানল কি করে যে তুমি পালাচ্ছ? শালা বলছিল হয় বাসস্টেশনে নয় সড়কের ধারে তোমাকে পেয়ে যাব। তিনটা গাড়ি নিয়ে সেই চারটা থেকে সমানে চরকিবাজি করছি।'

সামনের সিট থেকে পুলিসটি ঘাড় ঘোড়াল, 'মাইরি বলছি—পার পেয়ে গেছ ভেবেছিলে তুমি, না? ঐ মিনিট পাঁচেক সময় আমরা দিয়েই থাকি, তাতে সুবিধেই হয়, লোকজন এসে যায় ঠিকঠাক।'

গলার কাছে ঠেলে উঠে আসা ডেলাটা গিলতে চাইল রানা, কিন্তু

পারল না। হাতদু'টোও ভিজে এখন ঠাণ্ডা। পালিয়ে যাওয়ার পরা-
মর্শটা যে একটা ফাঁদ, তা এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছে ও।

'শয়তান!'

দাঁতে দাঁত চাপল রানা।

বার

ডঃ বোরচের্ত, ডঃ বার্ড আর রিং নামের একজন অ্যাটেনড্যাণ্ট অ্যাডলার কটেজের সামনে দাঁড়িয়ে রানার জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিল।

যে ছু'জন অ্যাটেনড্যাণ্ট রানাকে ধরে এনেছে তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বোরচের্ত বলল, 'ছুটির সময়ে তোমাদের কষ্ট দিলাম বলে ছুঃখিত। কিন্তু তোমরা ছাড়া রোগীকে চিনতে পারে এমন কাউকে আর পাচ্ছিলাম না। তা ওকে পেলে কোথায়?'

'ঐ বাসস্ট্যাণ্ডেই, আপনি যেমন বলেছিলেন। কোন গোলমাল করেনি ও।'

বোরচের্ত একটু হাসল, 'রানার মত রোগীর আচরণ খুব সহজেই অনুমান করা যায়।' তারপর রানার দিকে হাত বাড়িয়ে গ্রাউণ্ড পাশ চাইল, 'ওটার আর কোন প্রয়োজন নেই তোমার।'

"ডঃ বার্ড,' রানা বলল, 'আমার কিছু বলার আছে, কেন আমি এ কাজ করেছি আপনাকে তা জানান দরকার।'

'কথা বলার জন্যে আমাকে সবসময়ই পাওয়া যাবে,' ডঃ বার্ডের

কণ্ঠে সহানুভূতি ঝরে পড়ল, 'কিন্তু এখন এখানে ঠিক আলোচনা চলে না। ডঃ বোরচের্ত যা বলছেন তাই কর। রোগী যদি তার সুযোগের অপব্যবহার করে তখন তো ঐ সুযোগ তাকে হারাতে হবেই।'

অগত্যা গ্রাউণ্ড পাশটা বোরচের্তের হাতে তুলে দিল রানা। সঙ্গে সঙ্গে সেটিকে তিন-চার টুকরো করে ফেলল সে।

'আমরা যখন পরস্পরকে বুঝতে পারছি ঠিক তখনই তুমি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে?' বোরচের্ত যেন খুব আহত হয়েছে এমন একটা ভঙ্গি করল, তারপর ডঃ বার্ডকে বলল, 'আমার মনে হয়, ডক্টর, রোগীর সমস্যা অত্যন্ত জটিল, ঐ সামান্য অ্যালকোহলিজম নয়। আপনাকে যা বলছিলাম, মদ্যপানের পর ও ভীষণ হয়ে উঠে, শিকাগোতে একটা মেয়েকে খুন করতে চেয়েছিল। এখানেও আমার প্রতিটি সহযোগিতার বিরুদ্ধে ও দারুণ বেপরোয়া প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। এখন এ-রোগীর সাইকোসিস কোন্ পথে যাবে তা বোঝা বেশ মুশকিল, তবে অত্যন্ত অসুস্থ ও, মারাত্মকরকম অসুস্থ। ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণের জন্যে এই কটেজে ওকে বদলি করেছি, উত্তেজনা প্রশমনের জন্যে কিছুদিন শয্যাশায়ী রাখাই আমার ইচ্ছা। আপনার কি মত?'

'পরে আপনার সাথে এ-ব্যাপারে আলাপ করব, ডক্টর। আমার একটা দাওয়াত আছে। মিসেস বার্ড অপেক্ষা করছেন, কাজেই—'

'অবশ্যই, ডক্টর, আপনাকে এখন বিরক্ত করব না।'

রানার কাঁধে হাত রাখলেন ডঃ বার্ড, 'আমি খুবই দুঃখিত, রানা, কিছুদিনের জন্যে তোমাকে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রাখতে হচ্ছে। আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখ। একটুও অমনোযোগিতা নেই আমাদের তোমার প্রতি। কাল দেখা করছি আমি, কি অসুবিধা তোমার তা অবশ্যই শুনব। ডঃ বোরচের্ত বলছিলেন তাঁর প্রতি একটা শত্রুতামূলক

মনোভাব গড়ে উঠেছে তোমার, তুমি নাকি—'

'মিথ্যে কথা ডক্টর, একদম বানোয়াট। আমি সব বলছি—এই লোকটা এক নম্বরের স্যাডিস্ট, একটা পশু। আমার অ্যাটর্নিকে জিজ্ঞেস করলেই সব জানতে পারবেন—'

'দেখতেই পাচ্ছেন, ডক্টর,' বোরচের্ত বলল, 'ঠিক আছে, আপনাকে আর দেরি করিয়ে দেব না।' রিংকে বলল, 'ওকে এখন শুইয়ে রাখ গিয়ে, পোশাক-টোশাক খুলে ফেলবে। রোহলারের ঘরে একটা বেড খালি আছে, ওখানেই রাখ।'

'চল হে, রানা।'

প্রায় টেনে নিয়ে চলল ওকে রিং, কটেজে ঢুকে বলল, 'ঠিক আছে, কিচ্ছু ভেব না। ঐ কুত্তার বাচ্চাটাকে আমিও দু'চোখে দেখতে পারি না। শালাকে কোন সুযোগ দিও না, পেলেই বারটা বাজাতে চাইবে। এই কাজটা করেছ ভুল, অনর্থক পালাবার চেষ্টা করলে, ছিঃ। আমি তো জানি তোমার মধ্যে অত কিছু গোলমাল নেই। ব্যাটা ডঃ বার্ডের ওপর আরেক হাত নিল আর কি! ঐ তো রোহলারের ঘর। যাও, জামাকাপড় ছাড়, আমি একটা গাউন নিয়ে আসছি।'

প্রাইভেট রুমটায় গিয়ে ঢুকল রানা। বিছানায় চিত হয়ে আছে রোহলার, আপনমনে গাউন থেকে সুতো টেনে টেনে তুলছে আর কি বকছে বিড়বিড় করে—একবারও তাকাল না রানার দিকে।

জামাকাপড় ছাড়তে না-ছাড়তেই রিং ফিরে এল গাউন নিয়ে, 'পরে নাও। বোরচের্ত শালার সঙ্গে আর ঘাপলা করতে যেয়ো না, ড্রাগফ্রাগ দিয়ে অবস্থা খারাপ করে দেবে।'

অস্বস্তি, সেইসঙ্গে ক্লান্তি নিয়ে শুয়ে পড়ল রানা। রিং বেরিয়ে গেল, একটু পরেই বোরচের্তের সঙ্গে ওর কথোপকথন শোনা

গেল। কান পাতল রানা।

'শুয়ে পড়েছে ও,' রিং বলছে, 'আর গোলমাল করবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'ওর সঙ্গে যা-যা ছিল সব নিয়েছ? টাকা-পয়সা?'

'টাকা সম্ভবত ওর জামা-কাপড়ের মধ্যেই আছে।'

'গুড। টাকা সুপারভাইজারের কাছে পৌঁছে দেবে। ওর দিকে বেশ নজর রাখতে হবে, আমার অনুমতি ছাড়া এদিক-সেদিক কোথাও যেন যেতে না পারে। ওর চিঠিপত্র সব আমার কাছে পাঠাবে আগে। মনে থাকবে?'

'জী।'

'আজ রাতে ও আরেকবার চেষ্টা করবে পালাতে। কড়া পাহারায় রাখবে। তোমার পর ডিউটিতে কে আসবে? স্মিথ? ওকেও বলবে। যে কোন ঘটনার জন্যে কিন্তু দায়ী থাকবে তোমরা দু'জন।'

'আমি ওকে এক মুহূর্ত চোখছাড়া করব না।'

'গুড। এখন ওর সঙ্গে কথা বলব আমি।'

একটু পরেই ঘরে এসে ঢুকল বোরচের্ত। বাতি জ্বালল। হাসি-হাসি মুখে এসে দাঁড়াল রানার পাশে, তারপর রোহ্লারকে দেখল।

'কি আশ্চর্য একজোড়া রূমমেট।' বোরচের্ত বলল, 'এখন যত খুশি আলাপ করতে পার রোহ্লারের সঙ্গে, ওকে আর ভয়ের কিছু নেই। ওর ভয়ঙ্কর অবস্থার এখন শেষ, আর তোমার শুরু হতে যাচ্ছে।'

অজান্তে হাতের মুঠি শক্ত করে ফেলল রানা। ইচ্ছে হল বোরচের্তের হাসি হাসি মুখটাকে থেঁতলে পিষে বিকৃত করে দেয়। কিন্তু কার্যত একটু নড়তে চড়তেও পারল না ও।

বোরচের্ত বলে চলল, 'ঘটনা-পরম্পরা বলছে: আজ রাতে আবার

তুমি পালাতে চাইবে। তাতে যে কোন ফল হবে না, তা নিশ্চিত করে জানাতে পারি। কাল তো ডঃ বার্ডকে বেশ মজার মজার কথা শোনাবে, তাই না? ভদ্রলোক বেশ সদয়, কিন্তু ঘটে বুদ্ধি কিছু কম। আমার বিরুদ্ধে আনীত তোমার অভিযোগগুলো নিয়ে তাঁর বুদ্ধিমত্তা উদ্দীপ্ত হবে এমন আশা কর না। তাহলেও খেলাটা বেশ জমবে, কি বল? আমিও এমন ব্যবস্থা করব যাতে তোমার বিবৃতি হেঁয়ালি ছাড়া আর কিছু না হয়। তাছাড়া, ডঃ বার্ড কাল তোমার সঙ্গে দেখাও করতে পারছেন না···একি রানা, তোমার কপালের বাঁ দিকের শিরাটি আবার লাফাচ্ছে দেখছি। হাঃ হাঃ হাঃ। গুড নাইট। ক্যাটা-টোনিয়ার জন্যে তুমি সত্যিই একটি আদর্শ সাবজেক্ট হবে।'

বোরচের্ত চলে যেতেই উঠে বসল রানা, গাউনটা একদম ভিজে গেছে। একটি জিনিস শুধু বুঝতে পারল রানা: কোন ভাবেই ভয় পেলে চলবে না। রবসনের কাছে যে করে হোক খবর পৌঁছোতে হবে।

রিং এল আরো খানিকক্ষণ পর, রানা তখন চুপচাপ শুয়ে আছে।

'ব্যাটা গেছে,' রিং বলল, 'তা পালাবার মতলব নেই তো?'

'না, আমি একদম কসম খেয়ে বলতে পারি, তোমাদের কিচ্ছু অসুবিধা ঘটাব না আমি।'

'আমিও তাই চাই। খাবে কিছু? ফ্রিজে দুধ আছে—'

'না ক্ষুধা বলতে কিছু নেই।'

'হুঁ, তাই হয়। তবে ভেব না, তোমার জন্যে কিছু করার ইচ্ছে আছে আমাদের।'

মিনিট পনের পরে কোত্থেকে এসে হাজির হল চোম, 'তুমি ঘাপলায় পড়ে গেছ, রানা?'

'ঠিকই শুনেছ, ভীষণ গোলমাল হয়েছে—'

'একটা কথা বলি : এই ওয়ার্ডের কেউ আমাকে পছন্দ করে না, খালি তুমি একটু খাতির করেছ। এখন তোমার কি দরকার বল আমি করে দেব। জান, সারাদিন আজ ঘুরে বেরিয়েছি, কেউ জিজ্ঞেস করেনি কখন যাচ্ছ, কখন আসছ,—হেনতেন কিছু বলেনি। আর বেশিদিন নেই এরপরই চীনা রেস্তোরাঁর খাবার—আহা! রানা, তুমি তো 'এগ ফু য়ং' খুব পছন্দ কর, না?'

দ্রুত ভাবনা চলছে রানার মাথায়। 'চোম, আমার জন্যে একটা কাজ করে দিলেই চলবে।'

'বল, এখখুনি বল। সিগারেট, ক্যান্ডি, কি চাও, স্টোর থেকে সব-কিছু এনে দেব—'

'না, এসব কিছু না। সকালে আমার একটা চিঠি পোস্ট করতে হবে, পারবে? পোস্ট অফিসে ক্যারী টেলর বলে একজন আছে, সে আমার বন্ধু। চেন তো পোস্ট অফিসটা?'

'হ্যাঁ, আজকেই গিয়েছিলাম।'

'গিয়ে ক্যারী টেলরের খোঁজ করবে, তার হাতে চিঠি দিয়ে আমার কথা বলবে, সে যেন চিঠিটা তাড়াতাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করে। পারবে তো এ-কাজটা করতে?'

'চিঠির ব্যাপারটা আর কেউ জানুক, তা তুমি চাইছ না?'

'ঠিক বুঝেছ। এখন বল, করবে কাজটা?'

'নিশ্চয়ই। কোথায় চিঠিটা?'

'লিখতে হবে।'

'কাগজ, খাম, টিকেট দরকার—তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'একটা বল পয়েন্ট পেন—তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'বস খানিকক্ষণ। সব যোগাড় করে আনছি।'

অদ্ভুত একটা লোক এই চোম, দেখতেও সে অদ্ভুত, বেধড়ক কিসিমের জোয়ান, ওর মধ্যে বন্ধুত্ব প্রীতি অনুরাগ ইত্যাদি ব্যাপার আছে বলে ধারণা করাই যায় না—হাবভাব চলাফেরা এমনি জান্তব ওর। চোমকে কেউ পছন্দ করে না, রানাও না, তাহলেও ওর জন্যে দু'একটা জিনিস স্টোর থেকে এনে দিয়েছে রানা,—এখন তারই প্রতিদান দিতে চাইছে লোকটা।

বেশ তাড়াতাড়িই ফিরল চোম, খবরের কাগজ নিয়ে এসেছে একটা, তার ভেতরেই রয়েছে সব। এগুলো রেখেই সে চলে গেল। রিংও ইতিমধ্যে একবার এসে ঘুরে গেল—রানা পত্রিকা পড়ছে দেখে বেশ একটা নিশ্চিন্ততার ভাব ফুটে উঠল তার মুখেচোখে।

খচখচ করে লিখে গেল রানা, পরিচ্ছন্নতা বা যতিচিহ্নের ধার ধারল না। সংক্ষেপে ঘটনার আদ্যোপান্ত রবসনকে জানিয়ে নিজের ও তার বিপদের সম্ভাবনার কথাও লিখল। কারণ পেগী ওয়ার্ডের হত্যার ব্যাপারে শেষ দু'টি প্রমাণ হচ্ছে তারা দু'জন। এ-ও জানাল, উন্মাদ ডাক্তার বোরচের্ত কিভাবে তাকে উৎকট এক গবেষণার বিষয় বানাচ্ছে। 'এক মুহূর্ত দেরি করবেন না,' রানা লিখল, 'এখখুনি পুলিসের সাহায্য চাইবেন। চিঠি পাওয়া মাত্র জজের কাছে গিয়ে আমার রিলিজের ব্যবস্থা করবেন। কি বিপদে যে আছি সে আমিই জানি।'

চোমের পকেটে চিঠিটা ঢুকিয়ে দেয়ার পর খানিকটা নিশ্চিন্ত-বোধ করল রানা। করিডোর ধরে সোজা হাঁটতে শুরু করল চোম, কোন দিকে তাকাল না। টেলরের ব্যাপারে আর কিছু বলতে চেয়েছিল

রানা, কিন্তু কর্ণপাত করল না সে।

রাতে যখন ফিরল সে তখন আবার তার কাছে গিয়ে হাজির হল রানা, 'আজ রাতে দিতে পারলে না চিঠিটা?'

'খামোকা মাথা খারাপ করছ, কাল সকালে সব ব্যবস্থা করব।'

রাতে প্রায় সারাক্ষণই চেঁচামেচি করল রোহলার। অ্যাটেনড্যান্ট মিঃ স্মিথ এক ঘন্টা পর পর এসে বাতি জ্বালিয়ে সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখতে থাকল। কাজেই ঘুম আর কাছে ঘেঁষতে পারল না রানার। ক্ষুধা সেই যে লোপ পেয়েছিল আর ফিরে এল না, সকালে নাশতার কিছুই প্রায় মুখে তুলতে পারল না সে।

সকাল আটটার দিকে ডিউটিতে এল মিস স্যালি, তার সঙ্গে পেনেলোপি ব্রায়ান। একসাথেই দু'জন এল রানার ঘরে।

'এমন উটকো বুদ্ধি তোমার মাথায় এল যে কেন তাই বুঝতে পারছি না,' মিস স্যালি বলল, 'এমন আহম্মকি করে কেউ?'

'বোরচের্ত ডঃ বার্ডকে বোঝাতে চায় আমি নাকি সাইকোটিক,' রানা বলল, 'আসলে কি আমি তাই?'

'আমার কথায় কি এসে যায়?'

মিস স্যালি রোহলারের কাছে এগিয়ে গেল, পেনেলোপিকে বলল, 'এই রোগীর ব্যবস্থা কর আগে, ধুয়ে-মুছে সাফসুতরো করে দাও। স্পঞ্জ আর অ্যালকোহল নিয়ে এস। দরকার বোধ করলে অ্যাটেন-ড্যান্টও ডাকতে পার একজন।'

'না, আমিই পারব।'

দু'জন বেরিয়ে গেল একসঙ্গে। মিনিট পাঁচেক পর ট্রে হাতে ঢুকল

পেনেলোপি, টেবিলে ট্রেটা রেখে এগিয়ে এল রানার কাছে, 'ঐ মেয়ে-টাকে দিয়ে আমার কাছে পালিয়ে যাওয়ার খবর পাঠিয়েছিলে কেন, রানা ?'

'যাওয়ার আগে তোমাকে গুড-বাই জানাবার ইচ্ছে হয়েছিল।'

'কিন্তু তোমার এই ভীমরতি ধরেছিল কেন ?'

'তোমাকে সব কথা আমি বলিনি,' রানা বলল, 'এখানে খুব বিপদে আছি আমি। আর আমি যা বলব তোমাকে তা বিশ্বাস করতেই হবে। আচ্ছা, তোমাদের কারো কাছে আমার সম্বন্ধে কিছু বলেছে বোরচের্ত ? মানে—' পেনেলোপির মুখের ভাবান্তর দেখে প্রসঙ্গ পালটাল রানা, 'প্লীজ, আমাকে সাইকোটিক ভেব না, একটা খুনীকে খুঁজে বের করার জন্যে এখানে আমার আসা—'

চোখ কপালে তুলে পেনেলোপি একছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

একটু পর রোহলারকে গোসল করানর জন্যে অন্য একজন অ্যাটেনড্যান্ট এল।

'আমাকে নিয়ে কি করতে চায় ওরা ?' রানা অ্যাটেনড্যান্টকে জিজ্ঞেস করল, 'আর বোরচের্তই বা কি বলেছে আমার সম্পর্কে ?'

'বোরচের্ত বলছে, তোমার অপ্রকৃতিস্থতা এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। কালকের মত আজও তুমি পালাতে চাইবে। কি কাণ্ড বল দেখি! সপ্তাহ দু'একের মধ্যে রিলিজ পেয়ে যেতে, এখন পস্তাও। আর ঐ নার্স ছুঁড়ির কি করেছ শুনি।'

'কি করেছি মানে ?'

'মানে এখানে আমাকে পাঠিয়ে দিল। নতুন এসেছে তো, একটু-তেই ভিরমি খেয়ে যায়, কিছুদিন যাক—সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'বোরচের্ত রাউণ্ডে আসে কখন ?'

'আজ আসবে না। কি একটা মিটিংয়ে গেছে শিকাগোতে। ডঃ বার্ডও আছেন সঙ্গে।'

'কিন্তু আজ ডঃ বার্ড দেখা করতে চেয়েছিলেন।'

'তিনি আসতে পারবেন না। আজ তো নয়ই।'

ডে-রুমে গিয়ে চোমের দেখা পেল রানা। টেবিলে পা তুলে সে চোখ বুজে পাইপ টানছে। সামনে যেতেই চোখ টিপল চোম, মানে আগামীকালই চিঠিটা পেয়ে যাচ্ছে রবসন।

এগারটার দিকে সামনের দরজার ক্যারী টেলরকে দেখল রানা, হাতে বাস্কেট। অ্যাটেনড্যাণ্ট দরজা খুলে দিতেই ভেতরে ঢুকল, রানাকে দেখেই প্রায় চেঁচিয়ে উঠল—'কি হয়েছে, রানা?'

'কাল পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছি। তাই এখানে পাঠিয়েছে বদলি করে। সকালে আমার কাজটা করেছ তো?'

'কিসের কাজ? বুঝতে পারলাম না তো!'

'প্যাচাল রাখ,' অ্যাটেনড্যাণ্ট বাধা দিল, 'আমার অনেক কাজ রয়েছে, শুনতে পাচ্ছ—'

'আমার জন্যে সিগারেট এন, ক্যারী,' রানা বলল,'অবশ্যই কিন্তু।'

চোম কি তবে ক্যারীকে না পেয়ে ডাকবাক্সে ফেলল চিঠিটা? জিজ্ঞেস করায় চোম বলল, 'হ্যাঁ, নিজের হাতে বাক্সে ফেলেছি বাপু, অত ভাবনার কি আছে?'

না, চোমকে বিশ্বাস করা যায় না। এই ব্যাপারে ঝুঁকি নেয়াও ঠিক হবে না। ঘুরে ঘুরে আবার কাগজ কলম সংগ্রহ করল রানা, বাথরুমে ঢুকে লিখল আরেকটা চিঠি। এবার ভাষা হল আরো

জোরাল। শেষে লিখল, 'আপনার জীবনও বিপন্ন। সব জেনে ফেলেছে বোরচের্ত। আপনাকে যদি সরাতে পারে তাহলে আমারও বেরোবার সব পথ বন্ধ। যা করার এই মুহূর্তে করুন।'

দু'টোর দিকে সিগারেট নিয়ে এল ক্যারী। আসামাত্র ওর পকেটে চিঠিটা চালান করে দিল রানা, তারপর আনুপূর্বিক সব ঘটনা খুলে বলল ক্যারীকে।

'মারাত্মক অবস্থায় পড়েছ দেখছি, রানা! কিন্তু···ঘাবড়িয়ো না··· বোরচের্ত শালাকে আমরাও দেখে নেব।'

'আরেকটা কাজ করতে হবে, ক্যারী। সিসি স্পাসেককে চেন তো? রেকর্ড অফিসে কাজ করে মেয়েটি।'

'চিনি। আজও দেখা হয়েছিল। কেমন যেন খেপাটে মনে হল।'

'ওকে আমার খবরটা দেবে। পালাতে না পেরে আমি যে প্রায় বন্দী অবস্থায় এখানে আছি—সব কথা বলবে। ও বুঝবে।'

'ঠিক আছে, বলব। এখন চলি, নইলে আড়াইটার ডাকে চিঠিটি ফেলতে পারব না।'

দরজা পর্যন্ত ক্যারীকে এগিয়ে দিয়ে এল রানা, ফেরার সময় একটা ম্যাগাজিনও সংগ্রহ করল, নাড়াচাড়া করে সময় কাটিয়ে দেয়ার জন্যে।

বিকেলের দিকে ডিউটি শেষ করে যাওয়ার সময় মিস স্যালি রিংয়ের খোঁজ করল। রানাকে বলল, 'ডঃ বোরচের্ত ফিরেছেন। এইমাত্র তোমার আর রোহলার দু'জনার জন্যেই সিডেটিভের অর্ডার দিলেন—ড্রাগ-বুকে আমি লিখেও ফেলেছি। তা ব্যাপারটি কি, রাতে ঘুমোও নি?'

'রোহলার বড় জ্বালিয়েছে,' রানা বলল, 'তাই বলে আমার

সিডেটিভ লাগবে কেন ?'

'সেটা ডাক্তারই ভাল বোঝেন। চলি কাল দেখা হবে।'

সিডেটিভ কেন ? সারাটা সন্ধা উত্তেজনায় কাটাল রানা। পরে এই ভেবে আশ্বস্ত হল : রিংয়ের ওটা মনেই থাকবে না। কিন্তু শোয়ার সময় দুটো হলুদ ক্যাপসুল আর এক গ্লাস পানি হাতে সে ঠিকই হাজির হল।

'কোন দরকার নেই, রিং,' রানা বলল, 'অনর্থক এনেছ, কি ওগুলো ?'

'নেমবুটোল।'

'কি পরিমাণ ?'

'পরিমাণে কি আসে যায়, রানা ? আমি তো ঘুম না এলে এ-গুলোই খাই। দেড় গ্রেন করে আছে প্রত্যেকটিতে।'

'অনেক বেশি। এক ক্যাপসুল হলেই চলবে।'

'খেয়ে ফ্যাল তো, বোরচের্ত তোমার ঘুমের নিকুচি করতেই চায়।'

জিভের ফাঁকে রানা লুকোতে চাইল ক্যাপসুল দু'টো, কিন্তু রিং ছাড়ল না, 'ফের পেজোমি শুরু করেছ। ইনজেকশনই শেষ পর্যন্ত দিতে হবে দেখছি।'

এরপর রানা আর কোন দ্বিধা করল না, গিলে ফেলল ক্যাপসুল দুটো। গভীর ঘুমে মগ্ন তো থাকা যাবে।

রিং যখন একটা সিরিঞ্জ নিয়ে ফিরল রোহলারের কাছে তখন হাই তুলছে রানা, তারপর রিং কখন বেরিয়ে গেল তা ও জানতেই পেল না।

কিন্তু ঘুম যখন ভাঙল তখন মনে হল এক মিনিটও বুঝি ঘুমোয়নি ও, ঘরের মধ্যে নানারকম আওয়াজ—অনেকগুলো লোক যেন

কথা বলছে। চোখ খুলল রানা, তখনো কিছু বুঝতে পারছে না ও, সিলিংয়ে ঝোলান তীব্র আলোতেও অস্পষ্টতা কাটছে না। 'কিন্তু বোরচের্তের কণ্ঠস্বরে সচকিত হল রানা। দেখল, মিঃ স্মিথ, রাতের সুপারভাইজার মিঃ হিবার, ডঃ বেনসন আর বোরচের্ত রোহলারের ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।

'ঘটনাটা কি ঘটেছিল আবার বলুন, মিঃ স্মিথ।' সুপারভাইজার জিজ্ঞেস করল।

'রাত তখন দু'টোর একটু বেশি। রিপোর্ট লেখার জন্যে আসছি, তখন দু'নম্বর ডে-রুমে দেখি রায়ান আর রুডি গোলমাল শুরু করেছে। রুডির নাক ডাকা নিয়েই গোলমাল। দশ মিনিট লাগল ওদের শান্ত করতে, এরপর বাথরুমের দিক থেকে চোম এসে জানাল এই ঘরে কি একটা ব্যাপার হয়েছে। এসে দেখি এই অবস্থা। রানার গাউনে রক্ত দেখে ভাবলাম ওরও বোধ হয় একই অবস্থা, পরে চেয়ারের পায়াটা দেখলাম ওর বিছানায়—তারপর চেঁচামেচি করে সবাইকে জড় করলাম। এত বড় একটা কটেজে একা একা ডিউটি করা যায়?'

সুপারভাইজার হিবার একটু সরতেই রোহলারের মাথাটা দেখতে পেল রানা, চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে রক্তে ডুবে আছে, শাদা খুলিটাকে উজ্জ্বল আলোর নিচে লাগছে অদ্ভুত একটা কিছু।

গলা ঠেলে একটা হাউ হাউ ধ্বনি বেরিয়ে এল রানার, কিছুতেই আটকে রাখতে পারল না। বোরচের্ত ঘুরে অমনি আদেশ দিল, 'ওকে করিডোরে নিয়ে যাও, আটকে রাখ।'

প্রাণপণে উঠে বসতে চাইল রানা, কিন্তু পারল না, কতকগুলো শক্ত হাত ওকে জোর করে শুইয়ে দিল। বিছানার সঙ্গে ওর হাত

বেঁধে ফেলা হল মুহূর্তে। লোহার জালের মত কি একটা চেপে বসিয়ে দেয়া হল ওর বুকের ওপর। থিরথির করে একটা কাঁপুনি বয়ে যেতে লাগল সারাটা শরীর জুড়ে, রানার মনে হল: এ-সব কিছু না, ও একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে মাত্র। কিন্তু বোরচের্তের একটা কথায় সেই ভুলও ভাঙল, 'আমার সিডেটিভ তৈরি হওয়ার আগেই ওর জন্যে আলাদা একটা ঘরের ব্যবস্থা কর।'

করিডোরের প্রান্তে একটা ঘরে রাখা হল রানাকে। ঘোর তখনও কাটেনি ওর, চিন্তাভাবনাগুলো পুরোপুরি এলোমেলো, কিছুতেই মেলান যাচ্ছে না। তখনই দরজায় কার দীর্ঘ ছায়া পড়ল। কোন রকমে ঘাড় ঘুরিয়ে রানা দেখল: চোম দাঁড়িয়ে আছে। পাজামার ওপর বাথরোব। কুতকুতে চোখদুটো ঢেকে আছে দড়ির মত চুলে। মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কেমন যেন চেনা মনে হল রানার, হাসপাতালে আসার আগেই যেন চেনা ছিল ওর এই লোকটিকে, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারল না: এর আগে ওকে কোথায় দেখেছে রানা।

হাতে একটা সিরিঞ্জ, বোরচের্ত এসে ঢুকল ঘরে। চোমের সঙ্গে কি যেন বলাবলি করল। ওদের কথোপকথনের ভাষাটা আঞ্চলিক জার্মান তাতে একটুও সন্দেহ রইল না রানার, সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি সন্দেহও ঘুচল। চোম নামে পরিচিত এই লোকটি যে আসলে ক্লাউস রোহলার হঠাৎ এতক্ষণে তা ধরা পড়ল রানার কাছে। এইরকম বাথরোব আর খোঁচা খোঁচা দাড়িসহ রোহলারের একটি ছবি বেরিয়েছিল পত্রিকায়, পেগী ওয়ার্ড হত্যাকাণ্ডের পর, যার কাটিং রবসন দেখিয়েছিল ওকে। কোন না কোন উপায়ে বোরচের্ত চোম আর রোহলারের পরিচিতি পালটে ফেলেছে। নিহত লোকটি যে আসল চোম এ কথা রানা ছাড়া আর কেউ জানে না এই হাসপাতালের?

পেট খালি হয়ে এল রানার, এখনই যেন বমি করে দেবে। গতরাতে লেখা প্রথম চিঠিটা নিঃসন্দেহে গিয়ে পড়েছে বোরচের্তের হাতে, রবসনের সঙ্গে ওর আসল সম্পর্ক কি তা এবার ভালভাবেই বুঝতে পেরেছে সে।

লোহার জালটা সরিয়ে ফেলার সময় বদ্ধ হাত-পা নিয়ে নিষ্পেষণের সাথে প্রাণপণে যুঝতে হল রানাকে, বুঝতে পারছে ও: যে কোন সময় ওর সংজ্ঞা বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

'কি খবর বন্ধু, তোমার পাওনা এবার বুঝে নাও তো দেখি। কবিতার রাজ্যে এখন পাঠাব তোমায়। ভালবাস তুমি কবিতা?'

'বাসি।'

'তোমার এই ভালবাসা দীর্ঘজীবী হোক।'

বলতে বলতে বোরচের্তে সূঁচটা রানার কোমরে বিদ্ধ করল, আর তীব্রতম ঘৃণার অনুভূতিতে হিংস্র হয়ে উঠল রানা, 'কুত্তার বাচ্চা, তোকে খুন করব আমি।'

'না হে বন্ধু, তোমাকেই আমি খুন করব।'

হাসতে হাসতে ঘর ছেড়ে চলে গেল বোরচের্ত, যাওয়ার আগে নিভিয়ে দিল বাতিটা।

তারপর?

মায়া, স্বপ্ন আর শিহরণের আশ্চর্য জগতে গিয়ে পৌঁছুল রানা। ক্যাটাটোনিয়ার এক আশ্চর্য জগতে। বাস্তবতার সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই। চারপাশে যা ঘটছে সবই শুনছে রানা, বুঝতে পারছে, কিন্তু সমস্ত আগ্রহ যেন তার বিপরীতে—অবাস্তব সোনালি জীবনের দিকে।

চারপাশে অলৌকিক সব রূপ। মাথার ওপর ঝোলান বৈদ্যুতিক

বাতিকে মনে হয় কোন চূড়ান্ত শিল্পকলা। কিন্তু চোখ বুজলে আরো গভীরতা—আরো উজ্জ্বলতা—শিল্পের অতিরিক্ত কোন পরম শিহরণ। মনে হয় সোনালি পাহাড়ের চূড়া পেরিয়ে আসছে শুভ্র মেঘদল, স্বর্গীয় সঙ্গীতের তালে তালে নেচে ভেসে যাচ্ছে সেই মেঘমালা অনন্ত অসীম এক রহস্যের জগতে। নিজেও যেন তারই সাথে ভেসে যাচ্ছে রানা—উজ্জ্বল এক শূন্যতার ভেতর দিয়ে। শুধুমাত্র ইচ্ছা করা। ইচ্ছা করলেই দেখা যায় সবকিছু, শোনা যায়, বোঝা যায়, মগ্ন হওয়া যায়। আর ইচ্ছা না করলেই চারপাশের সব বিরক্তিকর শব্দ সেই অলৌকিক আনন্দলোকে গিয়ে হানা দিতে চায়।

সব মনে করতে পারে রানা—নাওয়ান খাওয়ান সব। সূঁচ ফোটান হচ্ছে বাহুতে, কোমরে, কিন্তু আর কোন ব্যথা-বেদনা নেই। বোরচের্তের প্রতিটি কথা, নার্স ও অ্যাটেনড্যান্টের প্রতি তার আদেশনির্দেশ সব মনে আছে রানার। মেডিকেল স্টাফের সামনে যখন ওকে নিয়ে যাওয়া হল তখন ঠিক কি ভাষায় রোগের বর্ণনা দিয়েছে বোরচের্ত তা-ও মনে আছে। কিন্তু শোনার কোন আগ্রহ ছিল না, চোখ বুজে গভীরে তলিয়ে থাকাই তখন মনে হয়েছে সবচেয়ে সুখের।

জেন্টলমেন, রোগীর বিবরণ আপনারা শুনেছেন। রোগী বাস্তবতাকে কিভাবে প্রত্যাহার করেছে আপনারা তা পরীক্ষা করেও দেখলেন। আমি বিশ্বাস করি এই ক্যাটাটোনিক অবস্থার দ্রুত নিরসন করা সম্ভব, রোগীকে বাস্তবতায় ফিরিয়ে দেয়াও সম্ভব। আমি এ-ও বিশ্বাস করি যে তারপরও রোগীর মধ্যে খুনের প্রবৃত্তি কাজ করবে; অন্য কোন রোগী, নার্স বা অ্যাটেনড্যান্টের জন্যে সে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। শাসিত অবস্থায় রোগীর প্রতিক্রিয়া হবে ভয়ানক। আমি জানি, র‍্যাডিক্যাল সার্জারীকে আপনারা গ্রহণযোগ্য মনে করেন না, কিন্তু

এই রোগীর ক্ষেত্রে কোন গত্যন্তরও নেই। জেল-হাসপাতালে বহুবার আমি ব্রেন-অপারেশন করেছি, এবারও সেই কাজের অনুমতি চাই।'

বোরচের্তের এই বক্তৃতার পর ডঃ বার্ডের উত্তর, 'ডক্টর, গত তিন বছরে আমরা এখানে মাত্র দু'টি ব্রেন-অপারেশন করেছি। আমি একেবারে অনন্যোপায় না হলে এই কাজে সম্মতি দিই না। বাস্তবতার সাথে ওর সংযোগ ফিরে না আসা পর্যন্ত বরং আমরা অপেক্ষা করি, তারপর আলোচনা করা যাবে। আপনি যখন ওকে এতখানি বিপজ্জনক মনে করেন তখন শৃঙ্খলিত অবস্থাতেই না-হয় রাখুন...'

এই মুহূর্ত থেকেই সমগ্র সত্তা দিয়ে রানা অলীক আনন্দলোক থেকে প্রত্যাবর্তন করতে চাইল। সুমধুর সঙ্গীতে আর বুঁদ হতে চাইল না—কর্কশ শব্দের জগতই ওর হয়ে উঠল পরম কাম্য। পেরিয়ে গেল কতদিন, কে জানে।

'চোখ খোল, রানা, চোখ খোল!'

কানের কাছে কর্কশ স্বরে চেঁচাতে লাগল বোরচের্ত। তারপর পাকস্থলির কাছে তীব্র এক ব্যথায় ককিয়ে উঠল রানা।

'এই তো, অনুভূতি ফিরে এসেছে। এখন চোখ খোল তো!'

বোরচের্তের পাশবিক মুখের দিকে তাকাল রানা। দেখল, ভাঙা একটা সাঁড়াশি নাড়াচ্ছে শয়তানটা। হাত-পায়ের বাঁধনের সঙ্গে যুঝতে গেল ও, কিন্তু মিস স্যালিকে আসতে দেখে থামল।

'রোগীর আবোলতাবোল ভাবটা খুব তাড়াতাড়িই কেটে যাবে, মিস স্যালি। কাজেই বাঁধন একটুও আলগা করা যাবে না। ডঃ বার্ড ও অন্যান্য ডাক্তার বিকেলে রানাকে জেরা করতে আসবেন। ও'রা যদি আমার আগেই এসে যান, তাহলে একটু দেরি করিয়ে দিতে হবে,

আর সংবাদটা ইন্টারকমে জানাতে হবে আমাকে। রোগীকে জেরা করার সময় আমার থাকাটা অত্যন্ত জরুরী। ঠিক আছে?'

'জী।'

বোরচের্তের সঙ্গে বেরিয়ে যায় মিস স্যালি।

অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হতে গিয়ে বারবার হোঁচট খায় রানা, এখন একটা আতঙ্ক প্রবল হয়ে উঠছে ওর চেতনায়, যে কোন আচ্ছন্নতার পথে এই আতঙ্কই বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

কিছুক্ষণ পর শরীরের তাপ নিতে এল পেনেলোপি ব্রায়ান।

'আজ কি বার? কতদিন ধরে অজ্ঞান হয়ে আছি আমি, বল তো?'

'আজ মঙ্গলবার। গত সপ্তাহ থেকেই তো তোমার অবস্থা বেশ খারাপ।'

'আমাকে মাদকদ্রব্য দিয়ে এই অবস্থা করা হয়েছে। বিশ্বাস কর, বোরচের্ত আমাকে খুন করতে চায়। ও একটা খুনী, কিন্তু আমি ছাড়া আর কেউ তা জানে না—'

'আবোলতাবোল কথা বলে কি লাভ, রানা, এইসব ভুল চিন্তা এখন বাদ দাও—'

মিস স্যালি এই সময় ফিরে আসে, 'কেমন আছে ও?'

'এখনো আবোলতাবোল বকছে। ডাক্তারকে বলছে খুনী, এইসব—'

রানা বাধা দেয়, 'চোম কোথায়, মিস স্যালি?'

'গত শুক্রবার সে ডিসচার্জড হয়েছে। তা এ-কথার মানে?'

'ঐ লোকটার নাম চোম নয়, রোহলার। বোরচের্ত আসল চোমকে মেরেছে, আমাকেও মারবে যদি কেউ সাহায্য না করে। যদি তোমরা একটু—'

মিস স্যালি পেনেলোপিকে বলল, 'তুমি বরং ওর কোন কথার জবাব দিও না।'

চাদর দিয়ে রানাকে ভালভাবে ঢেকে দিয়ে ওরা বেরিয়ে গেল।

অসহায় বোধ করল রানা, ভয় পেল ও যখন দেখল মাথায় আর কিছুই ধরছে না। প্রাণপণে জেগে থাকতে চাইল, কিন্তু দু'চোখ ভরে এল ঘুম।

ঘুম ভাঙল কার কাঁধ ঝাঁকুনিতে। ধীরে ধীরে চোখ খুলল রানা, খুব কষ্ট করে। দেখল চিঠিপত্রের বাস্কেট হাতে ক্যারী টেলর দাঁড়িয়ে আছে। ফিসফিসিয়ে বলল, 'আমাকে চিনতে পারছ, রানা?'

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল রানা।

'আজ সকালে তোমার জ্ঞান ফিরে আসার কথা শুনেছি—আমার কথা বুঝতে পারছ?'

'হ্যাঁ, খুব দুর্বল হয়ে পড়েছি। আমাকে মেরে ফেলতে যাচ্ছে, ভুল ওষুধ দিয়ে বোরচের্ত—'

'সব জানি। এখন শোন, সঙ্গে টাকা-পয়সা আছে?'

'আছে।'

'গুড। আজ রাতেই এখান থেকে তোমাকে বের করে নিয়ে যাব। এই ওয়ার্ডের একটা চাবি যোগাড় করেছি। মিঃ স্মিথ ডিউটিতে আসার পরই আমি এখানে আসব। আমাকে দেখে আবার গোলমাল কর না। এইবেলা হাত-পা খেলিয়ে শরীরে একটু বল ফিরিয়ে আন। আমি—'

'এই যে টেলর, কি হচ্ছে ওখানে?'

দরজার বাইরে একজন অ্যাটেনড্যাণ্ট দাঁড়িয়ে।

'চিঠিপত্র নিয়ে এসেছি, রানাকে একটু দেখে গেলাম—'

'ঐ বাক্স নিয়ে ভাগ বলছি, ওর সঙ্গে কারো দেখা করা নিষেধ।'

'যাচ্ছি, যাচ্ছি। আমাকে তা আগে বললেই হত।'

দুপুরে একজন অ্যাটেনড্যান্ট এল খাওয়াতে। দেখতে বেশ সদয় মনে হল রানার। বলতেই সে হাতের বাঁধন খুলে দিল। ক্ষুধা পেয়েছিল ভীষণ, রানা আরেক পাত্র চাইল। চেঁচেপুছে খাওয়ার পর বাথরুমে যেতে চাইল ও, 'কেউ দেখবে না। মিস স্যালি তো এখন লাঞ্চে গেছেন। দিনের পর দিন হাত-পা বাঁধা থাকলে কেমন যে লাগে—'

ইতস্তত করল অ্যাটেনড্যান্ট, তারপর পায়ের বাঁধন খুলে দিল, 'দেখ বাপু, কোন ঝামেলা যেন কর না। আমার চাকরি তাহলে খতম।'

প্রথমবার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল রানা, অ্যাটেনড্যান্ট হাত বাড়িয়ে না ধরলে দুর্ঘটনাটা ঘটতই। কয়েক পা হাঁটার পর মোটামুটি ভারসাম্য ফিরে পেল রানা। কোন্‌রকমে হেঁটে গেল বাথরুমে।

আবার বাঁধা পড়বার আগে যতটুকু সময় পেল হাত-পায়ের ব্যায়াম করে নিল রানা। শুয়ে থাকতে থাকতেও এই প্রক্রিয়া চালিয়ে গেল ও। যদিও হ্যাণ্ডকাফটা খুব মুশকিল করছিল, যত নাড়াচাড়া করছিল, তত বসছিল এঁটে।

বিকেল চারটার দিকে বোরচের্তের কথাবার্তা শোনা গেল। করিডোরে দাঁড়িয়ে কার সাথে কথা বলছে সে, 'নার্স বলছে রোগী নাকি এখন বেশ স্বাভাবিক অবস্থায় আছে। তবে আমি অনুরোধ করছি— ওর কথাবার্তা ঠিকঠাক থাকলেও তাতে যেন আস্থা না রাখেন।

রোগীর মানসিক ভারসাম্যহীনতা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়েছে। ও বলছে আমি নাকি খুন করতে চাই ওকে—এ-সব আপনারাও শুনতে পাবেন। আমি অবশ্য বেশিক্ষণ থাকব না, কারণ রোগী উত্তেজিত হয়ে উঠবে।'

একটু পরেই ডঃ বার্ড ও অন্য ডাক্তার ঢুকলেন ঘরে। পেছনে বোরচের্ত। চাপা উত্তেজনা অনুভব করল রানা। বুঝতে পারল: 'বোর্-চের্তের ইচ্ছা পূরণ করা যাবে না, ও যা শুনতে চায় তা বলা উচিত হবে না কোনমতেই।

'এই যে রানা, ইনি ডঃ বার্ড—চিনতে পারছ? ইনি হচ্ছেন ডঃ ল্যাঙ, আমাদের ক্লিনিক্যাল ডিরেক্টর। কয়েকটা কথা এঁরা জানতে চাইছেন।'

ডঃ বার্ড হাত রাখলেন রানার কপালে, বললেন, 'কেমন আছ তুমি?'

'অনেকখানি ভাল। অনেক ধন্যবাদ আপনাদের। আমি নাকি একদম বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলাম?'

'হ্যাঁ, তাই ঘটেছিল। তারপর ডঃ বোরচের্ত সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা? তিনি নাকি তোমার ক্ষতি করতে চান?'

'আমার ক্ষতি? ছি ছি, এমন আজগুবি কথা ভাবতে যাব কেন? ডাক্তাররা কি রোগীর ক্ষতি করে কখনো?'

'ক্লাউস রোহলার নামে কোন রোগীর কথা মনে আছে কি তোমার?'

'হ্যাঁ, মনে আছে। কেউ একজন খুন করেছে তাকে, চেয়ারের পায়া দিয়ে মাথার খুলি চুরমার করে দিয়েছে।'

'তুমি কি জান কে এই কাজ করেছে?'

'না। শুধু জানি আমি করিনি। ঐ রাতে আমাকে সিডেটিভ দেয়া

হয়েছিল, অস্পষ্টভাবে আমি শুধু রোহলারের চিৎকার শুনেছি। আর কেউ একজন ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছে এইটুকু বুঝতে পেরেছি।'

ডঃ ল্যাঙ এতক্ষণে কথা বললেন, 'রোহলারকে অন্য কেউও তো খুন করতে পারে, ডঃ বোরচের্ত? এ-ব্যাপারে আগেই সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হবে না। এই ওয়ার্ডের আশিজন রোগীর মধ্যে বেশ কয়েকজনেরই খুনের প্রবণতা আছে। আমার বিশ্বাস—'

'কিন্তু ওয়ার্ডে যারা কাজ করে তাদের কথা শুনুন, তাদের কাছে রোগী যে-সব কথা বলেছে সেগুলো শুনুন। এই ব্যাপারে সতর্ক থাকা—'

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ওঁরা, করিডোরে ওঁদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। আবার ফিরে আসতে পারে, রানা ভাবল, আরো নতুন প্রশ্ন নিয়ে। কিন্তু ফিরল বোরচের্ত একা, ঘরে ঢুকে সে দরজা বন্ধ করে দিল।

'ব্যাপারটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলে, রানা,' বোরচের্তের চোখ দু'টো ধক করে জ্বলে উঠল, তোমাকে আমি আণ্ডার এস্টিমেট করেছিলাম। কি দুঃখ! ব্রেন অপারেশনের অনুমতিই আমি পাচ্ছি না! এখন ইনসুলিন শক দেয়ার কথা বলা হচ্ছে। কাল থেকে শুরু হবে এই চিকিৎসা। এখন আশা করি বুঝতে পারছ তোমাকে আর সহ্য করার কোন ইচ্ছেই আমার নেই। দশগুণ বাড়িয়ে দেব আমি ইনসুলিনের মাত্রা। সবার অজান্তে। প্রথম শকেই মৃত্যু ঘটবে তোমার—কোন সন্দেহ নেই। অথচ কেউ আমাকে সন্দেহ করবে না। বুঝতে পেরেছ ব্যাপারটা? ইয়োরোপে যাওয়ার আগেই···একি, তোমার কপালের বাঁ দিকের শিরাটা আবার লাফাতে শুরু করেছে! ভয়

লাগছে, রানা? কাল দেখা হবে, চলি…'

দ্বিতীয় চিঠিটার কথা মনে পড়ল রানার, কয়েকদিন আগেই তো সেটা রবসনের পাওয়ার কথা। কি করছে বুড়োটা?

তের

রাতে এগারটার সময়-সঙ্কেতে ঘুম ভাঙল রানার। এখন শিফট পরিবর্তন হবে।

ঘাপটি মেরে পড়ে থাকল ও মিঃ স্মিথকে ফ্লাশলাইট হাতে ঘরে ঢুকতে দেখেই। তারপর সময় গোণার পালা। আধঘন্টা পর পর টেলিফোন ওয়ার্ডের খবর জানায় স্মিথ। রাত দেড়টায়ও যখন ক্যারী এল না, তখন উদ্বিগ্ন না হয়ে পারল না রানা। ক্যারীর ওপর এখন জীবন-মরণ-নির্ভর করছে ওর। উইলিয়াম ওয়ার্ড মৃত, সম্ভবত রবসনও তাই। আর কেউ কি ওর সর্বশেষ অবস্থার খবর জানে?

নতুন কিছু ঘটল না তো?

কিংবা ক্যারী কোন অসুবিধায় পড়ল?

নাকি রানা ওর সঙ্গে আদৌ আজ কোন আলোচনা করেনি, ঘটনাটা কেবলি এক বিভ্রম?

মিঃ স্মিথ দ্বিতীয়বার যখন রানাকে দেখে গেল, তারপরই অন্ধকার ঘরে নিঃশব্দে প্রবেশ করল ক্যারী। হাতে পোঁটলার মত কি, বিছানার

পাশে রাখল। তারপর হাঁটু গেড়ে বসল রানার কাছে, 'জেগে আছ ?'

'হ্যাঁ।'

'চুপচাপ পড়ে থাক, হাত-পা খুলে দিচ্ছি। একটুও নড়াচড়া কর না। এদিকে এলে স্মিথকে ডাকবে। তেমন আঘাত করব না ওকে, শুধু হাত-পা মুখ বেঁধে রেখে যাব।'

বাঁধন খুলে ক্যারী ভেজান দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

'আমার জামাকাপড় ?'

'তোমার পাশেই তো পোঁটলাটা রাখলাম। সেই ছপুর একটা থেকে এগুলো লুকিয়ে রাখতে হয়েছে। স্ স্ স্, স্মিথ আসছে।'

ছ'টো বাজে, টেলিফোনে কথা বলছে স্মিথ, 'স্মিথ বলছি, অ্যাডলার কটেজ থেকে। সবকিছুই ঠিকঠাক এখানে। সুপারভাইজার ও ডাক্তারকে বলুন, তিনটার মধ্যে…'

আর কি কি বলল স্মিথ ঠিক শোনা গেল না। রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ শুনল রানা, তারপরই মনে হল : এদিকেই আসছে স্মিথ।

'মিঃ স্মিথ,' রানা চেঁচাল, 'মিঃ স্মিথ।'

ঘরে এসে ঢুকল স্মিথ, ফ্লাশলাইট ঘোরাতে ঘোরাতে, 'আমায় ডাকছিলে, রানা ?'

পেছন থেকে আঘাত করা হল ওকে, কিছু বোঝার আগেই স্মিথ ধপাস করে পড়ল রানার ওপর, একবার আর্তস্বর তুলেই জ্ঞান হারাল। 'জলদি জামাকাপড় পরে নাও, ওকে বাঁধতে বাঁধতে তৈরি হওয়া চাই। মাত্র পঁয়ত্রিশ মিনিট সময় আছে হাতে। আড়াইটায় টেলিফোন না করলে সুপারভাইজারের লোকজন এসে যাবে।'

বিছানা থেকে নামতে গিয়ে রানা প্রায় পড়েই যাচ্ছিল, কোন-রকমে টাল সামলে নিল। কাঁপা কাঁপা হাতে জামাকাপড় পরল,

তবু জুতো পরার সময় ক্যারীর সাহায্য লাগল। বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছে রানা, শরীরে যেন কিছুই কুলোচ্ছে না। ক্যারীর কাঁধে ভর দিয়ে ডাইনিং রুম, কিচেন রুম পার হয়ে বাইরে এল রানা। ওয়ার্ডের ফটকে তালা লাগিয়ে চাবিটা মাঠের দিকে ছুঁড়ে দিল ক্যারী, 'ওরা ভাববে তুমি ওকে মেরে চাবি বাগিয়েছ। এস, এখন এই বেড়াটা ডিঙাতে হবে।'

মাঠের ভেতর দিয়ে প্রায় টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে ক্যারী রানাকে। মাথা ঘুরছে ওর, প্রায়ই পেট খালি হয়ে আসছে। শেষ পর্যন্ত না বলে আর পারল না, 'আমি আর পারছি না, ক্যারী, একটু দাঁড়াও...'

মুহূর্তে রানাকে কাঁধে তুলে নিল ক্যারী। এরপর হাঁটতে খুবই কষ্ট হতে লাগল ওর, কিন্তু থামল না ক্যারী, রাস্তায় যখন পৌঁছুল তখন রীতিমত হাঁপাচ্ছে ও।

ওক গাছের নিচে ঝকঝকে নতুন একটি গাড়ি অপেক্ষা করছে, ইঞ্জিন স্টার্ট দেয়া। কাঁধ থেকে রানাকে নামাল ক্যারী, গাড়ির পেছনের দরজা খুলে সিটে শুইয়ে দিল ওকে। কোনরকমে কাত হল রানা, সংজ্ঞা তখন ওর লোপ হওয়ার পথে।

'খুব খারাপ অবস্থা ওর,' ক্যারীকে বলতে শুনল, 'তাহলে জোরে গাড়ি চালিয়ে এলাকা ছাড়তে হবে। আর যা-যা বলেছি সব মনে আছে তো? সোজা এই রাস্তা ধরে যাবে, শেষ মাথায় গিয়ে উত্তর দিকে ঘুরবে—কুড়ি নম্বর রুটে। তারপর বাঁ দিকে রকফোর্ডের রাস্তায়। সামনে যে মোটেল পাবে, তাতেই একটা দিন অন্তত লুকিয়ে থাকবে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে শিকাগোমুখী সব রাস্তায় চেক শুরু হয়ে যাবে। গুড লাক।'

'তোমার কোন অসুবিধা হবে না তো ?'

সিসি স্পাসেকের কণ্ঠস্বর।

'আমার জন্যে ভেব না। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি পেশী আর অস্থিতে তীব্র যন্ত্রণা শুরু হল রানার। 'কি অবস্থা হয়েছে তোমার, ফুঁপিয়ে উঠল সিসি, আরো কি কি বলল ও বাষ্পরুদ্ধ স্বরে, কিন্তু রানা তখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

জ্ঞান ফেরার পর ঠিক কোথায় আছে ও বুঝতে পারল না রানা। পাশে বসে সিসি ওর মাথার চুল আঁচড়ে দিচ্ছে, বাচ্চাছেলের মত আদর করছে, 'ঠিক হয়ে গেছ তুমি, একদম সেরে গেছ। এখন তোমাকে টাই·বেঁধে দেব···'

'আমরা কোথায় ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'রকফোর্ড পেরিয়ে এসেছি, হাইওয়ের অনেকখানি পশ্চিমে এখন আমরা। মাইলখানেক পেছনে একটা মোটেল ফেলে এসেছি, ওখানেই উঠতে হবে আমাদের। সামনের সিটে এসে আমার পাশে বসতে হবে তোমাকে। মনে রাখবে : আইওয়া থেকে এসেছি আমরা, শিকাগো যাচ্ছি বিশেষ একটা কাজে, পথে হঠাৎ তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছ। ঠিক আছে ?'

দরজা খুলে সিসি হাত ধরল রানার, সামনের সিটে বসিয়ে দিল। তারপর গাড়ি ছাড়ার আগে রানার ঠোঁটে একটা সিগারেট গুঁজে দিল। প্রথম টানে মাথাটা গুলিয়ে উঠল রানার, কিন্তু তারপরেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

গাড়ি ঘুরিয়ে হাইওয়েতে উঠল সিসি। এগোতেই মোটেলের

লাল আলোটা দেখা গেল। অফিস ঘরটার সামনে গিয়ে গাড়ি থামাল সিসি। দরজা খুলে এক বৃদ্ধ মহিলা এসে দাঁড়াল সামনে।

'অসময়ে আসার জন্যে দুঃখিত,' সিসি বলল, 'কিন্তু আমার স্বামী বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আজ রাতেই বিশেষ একটা কাজে শিকাগো যাওয়া ছিল জরুরী, কিন্তু আমি আর ড্রাইভ করতে পারছি না। একটা ঘর হবে আমাদের জন্যে ?'

'অবশ্যই, এ রকম যাত্রীর জন্যেই তো আমাদের ঐ লাল আলো জ্বালিয়ে রাখা, প্রতি রাতেই পেয়ে যাই। আসুন, ভেতরে আসুন।'

বৃদ্ধ মহিলার সঙ্গে অফিসে ঢুকল সিসি, একটু পরেই ফিরল চাবি হাতে।

শয্যাগ্রহণের সময় আরেকবার কাঁপুনি অনুভব করল রানা। সিসি পায়ের জুতা-মোজা, তারপর প্যান্টশার্ট সব খুলে নিয়ে পাতলা একটা চাদর দিয়ে ঢেকে দিল ওকে। উত্তেজনাটা এখন ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে, টের পেল রানা। হাই তুলল একবার। সিসির সঙ্গে কথা বলতে চাইল, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাইল কিন্তু কি ভীষণ ক্লান্ত ও, ঠোঁট বুঝি নাড়তে পারবে না।

সিসি হাত রাখল ওর কপালে, 'এখন কেমন লাগছে তোমার ?'

অনেকদিন পর গভীর ঘুমে অচেতন হল রানা।

ঘুম যখন ভাঙল তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে বলে মনে হল রানার। ওর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে সিসি। শুয়ে আছে ও কাত হয়ে সামনের ডিভানে, খালি পা, আর সংক্ষিপ্ততম পোশাকে।

'আজ তোমার শেভ করতে হবে।'

সিসি বলল।

'ক'টা বাজে এখন?'

ঘড়ির দিকে তাকাল সিসি, 'আটটা বেজে দশ। কেমন লাগছে এখন?'

'খুব দুর্বল। তবু বেশ লাগছে। কি করে যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাব। বোরচের্ত আজ আমাকে খুন করত। নিশ্চয় খুন করত! তোমার আর ক্যারীর ঋণ কখনো শুধতে পারব না। কেমন করে এতসব করলে তোমরা? আমি কিছুই—'

'ও সব কথা থাক। কফি আসছে, তুমি কাপড় পরে নাও। বাথ-রূমে রেখেছি তোমার জামাকাপড়। আর আমারও একটু অন্যরকম হওয়া দরকার, তাই না?'

বাথরূমে গিয়ে ঢুকল রানা। রাতেই জামাকাপড় সব ইস্ত্রি করে রেখেছে সিসি। বেরিয়ে এসে দেখে সিসি ইতিমধ্যে ঠিকঠাক হয়েছে। কাল একটা স্যুট পরেছে ও। চোখের কোলে কালি আর চুলগুলো এলোমেলো—তাহলেও অপূর্ব লাগছে সিসিকে। রোগী নয়, সমর্থ এক নারীকে দেখছে রানা, আর কখনো যেন দেখেনি।

কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা, হাত রাখল ওর কাঁধে, কাছে টানতে গেল কিন্তু ওর হাতে কফির পাত্রটা ধরিয়ে দিল সিসি, 'এখন আবেগের সময় নয়—আমাদের দু'জনকেই ভদ্রস্থ হতে হবে। ক্যারী বলেছিল: তোমার কাছে টাকা-পয়সা আছে। রূম ভাড়া দেয়ার পর আমার আছে মাত্র চার ডলার।'

বাথরূমে গিয়ে দরজা বন্ধ করল সিসি।

কফিতে চুমুক দিল রানা, এখন কি কর্তব্য তাই ভাবতে বসল। রবসনের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করতে হবে, তাকে বলতে হবে

এখানে আসার জন্যে। তারপর পুলিসের সাহায্য চাইতে হবে সরা-সরি। তার আগে, যাই হোক না কেন, সিসিকে বাইরে পাঠিয়ে রেজর আর শেভিং ক্রীম আনাতে হবে।

ঘরের এক কোণের টেলিভিশনের দিকে এই সময় চোখ গেল রানার, উঠে গিয়ে অন করে দিল।

সংবাদ পড়ছে সুসান রবসনের মত দেখতে একটি মেয়ে। বিশ্ব-সংবাদের পর স্থানীয় সংবাদ শুরু হল। প্রথম স্থানীয় সংবাদটিই রানার সম্পর্কে—

'মাসুদ রানা নামে একজন খুনের প্রবণতাবিশিষ্ট মানসিক রোগী হ্যানোভার স্টেট হাসপাতালের একজন অ্যাটেনড্যান্টকে আহত করে পালিয়েছে…'

তারপর রানার ছবি ও অন্যান্য সকল বিবরণ। দেখামাত্র পুলিসে খবর দেয়ার জন্যে নাগরিকদের প্রতি আবেদন।

বাথরূম থেকে ফিরে সিসিও দেখল। 'তোমার ছবিটা বড় সুন্দর। একবার দেখলেই মনে থাকে। কি করবে এখন?'

'বুঝতে পারছি না…গাড়িটা কার?'

'ডঃ ব্লুমের।'

'কি করে ম্যানেজ করলে?'

সিগারেট ধরাল সিসি, 'আমি ইচ্ছাশক্তি দিয়ে অনেক কিছু পারি। যা করতে চাই তা করতে পারি। তোমাকে খুন করতে দেব না ভাব-লাম যখন…'

'কি করে জানলে তুমি ব্যাপারটা?'

'আমি যে রেকর্ড অফিসে কাজ করি তা তো জানই তুমি। তোমার সম্পর্কে প্রতিদিনকার রেকর্ড আমি পড়তাম। বোরচের্ত তোমাকে কি

করতে চেয়েছিল জান ?'

'খুন করতে চেয়েছিল…'

'তোমার ব্রেন-অপারেশন করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল ও। খোঁজ নিয়ে জানলাম এই অপারেশনে তোমাকে ইচ্ছে করলে ও বোধ-শূন্য বানাতে পারে। এইসময় তোমার মেসেজটা নিয়ে এল ক্যারী, ওকে সাহায্যের কথা বললাম। ও রাজি হল। সত্যি, ক্যারী লোকটা তোমাকে যা ভালবাসে!'

'কিন্তু গাড়ি—'

'ডঃ ব্লুম মাঝে-মধ্যে রোগীদের কিছু ফেভার করেন। শিকাগো এলে সঙ্গে নিয়ে আসেন। আমিও এসেছিলাম ওঁর সাথে। তারপর গাড়ির চাবি চুরি করে পালিয়েছি, রাত বারটা থেকে বসে আছি সেই ওক গাছটার নিচে…'

'তোমার পালানর খবর কখন টের পাবেন উনি ?'

'মিটিংয়ে গেছেন। রাত দশটার আগে ফেরেননি।'

'তোমার কি ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে ?'

'না।'

'তাহলেও ঝুঁকি নিতেই হবে। তুমি বরং বাইরে থেকে আমার জন্যে রেজর শেভিং ক্রীম আর পরচুলা কিনে নিয়ে এস…'

'ঠিক আছে।'

সিসি বেরিয়ে গেল। জানালায় মুখ বাড়িয়ে রানা ওকে গাড়ি বের করতে দেখল।

টেলিভিশনে তখন কার্টুন-শো চলছে, অফ করার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছে তখনই সুসান রবসনের মত দেখতে সেই ঘোষিকাকে আবার দেখা গেল পর্দায়। এবার চুরি করা গাড়ির পূর্ণ বিবরণ কয়েক-

বার করে বলা হল।

সার্জেন্টের কাজ। ঐ লোকটার কথাই প্রথমে মনে পড়ল রানার। সার্জেন্টের প্রতি তীব্র ঘৃণা অনুভব করল ও।

গাড়িটার মায়া এখন ছাড়তেই হবে।

কুড়ি মিনিট পর ফিরল সিসি। গাড়ির খবরটা ওকে জানাল রানা। শেভ করে গোঁফ-ভুরু-চুলের রঙ পালটাতে পালটাতে সিসিকে পুরো ঘটনাটা খুলে বলল রানা, একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।

সিসি বলল, 'এখন কি করবে তুমি ?'

'কিছু ভেব না, যে কোনভাবে হোক, শিকাগো আমরা পৌঁছবই। তারপর…'

'কিন্তু আমি…'

'তোমার কথা আমার খুব মনে আছে, সিসি। শিকাগো থেকে একসাথেই আমরা নিউইয়র্ক যাব। একটুও দুশ্চিন্তা কর না।'

মোটেল থেকে ঠিক এগারটায় বেরোল ওরা। সদর রাস্তা ছেড়ে রেসিডেন্সিয়াল এরিয়ার অলিগলি ধরে এগোল। গাড়িটা ওদের জন্যে আর নিরাপদ নয়। শহরের ব্যস্ত এলাকার কয়েক ব্লক আগেই এক অ্যাপার্টমেণ্ট বিল্ডিংয়ের পেছনে গাড়ি পার্ক করল রানা। একটু ফাঁকা জায়গায় এমনভাবে রাখল গাড়িটা যেন কয়েকদিন ধরেই পড়ে আছে এটা এমন দেখায়।

দু'জন এরপর হাঁটতে শুরু করল সামনের দিকে। কিছুক্ষণ পরেই ট্যাক্সী পাওয়া গেল।

ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'আমাদের শিকাগো যাওয়া খুব দরকার, যত তাড়াতাড়ি যেতে পারি তত ভাল। কখন কখন ছাড়ে প্লেন, আপনার জানা আছে কি ?'

'হ্যাঁ, দু'টো প্লেন যায়। একটা দুপুরে, আরেকটা—'

'ঠিক আছে, এয়ারপোর্ট চলুন,' রানা বলল, 'ওখান থেকে টেলি-ফোন করতে হবে।'

'হাতে অনেক সময় আছে, রাস্তা তো মোটে ছ'মাইল। এখনো এক ঘণ্টা বাকি…'

রকফোর্ড এয়ার টার্মিনালের ওয়েটিং রুমটা সত্যিই আরামদায়ক। মিঃ ও মিসেস ব্রুস মাইকেল নামে দু'টো টিকিট কাটল রানা। কাউ-ণ্টারের লোকটি বলল—আইওয়ার ওয়াটারলু থেকে আসছে ফ্লাইটটা, মিনিট কুড়ি লেট হবে।

ওয়েটিং রুমে বসে থাকা সিসির কাছে ফিরল রানা।

'আর সত্তর মিনিট অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।'

রানার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল সিসি, 'শেষ পর্যন্ত তাহলে আমরা মুক্তি পেলাম। কিন্তু শিকাগো থেকে না বেরোনো পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হব না আমি। তবু কেন যেন ভাল লাগছে আমার। হাসপাতালের ফটকটা যখন পার হলাম তারপর থেকেই আমি যেন কেমন অন্য রকম হয়ে গেছি। তুমি হওনি রানা?'.

'হয়েছি। অ্যাডলার কটেজে তো এখন আমার থাকার কথা, তারচেয়ে ভাল আছি অবশ্যই। একটু অপেক্ষা কর, আমার অ্যাটর্নি মিঃ রবসনের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করি, যাতে এয়ারপোর্টে আমাদের জন্যে তিনি অপেক্ষা করেন।'

সিগারেট কিনে খুচরো সংগ্রহ করল রানা, তারপর গিয়ে ঢুকল টেলিফোন বুথে। অপারেটরকে ডায়াল করে জন রবসনের নাম্বারটা

দিল। একটু পরেই অপারেটরের কণ্ঠ শোনা গেল, 'তিন মিনিটের জন্যে নব্বুই সেণ্ট।'

স্লটে পয়সা ফেলল রানা। একবার রিং হওয়ার পরই ওপাশে টেলিফোন ধরল কেউ।

'মিঃ রবসনের বাড়ি,' এক সুকণ্ঠী মহিলা জানাল।

'মিঃ রবসনের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'দুঃখিত,' মহিলা বললেন, 'মিঃ রবসনকে আজ পাওয়া যাবে না। আপনার নামটা জানতে পারি কি?'

'মাসুদ রানা।'

'হ্যাঁ আপনার ফোন সম্পর্কে মিঃ রবসন বলে গেছেন: কোন খবর থাকলে যেন রাখা হয়।'

'আপনি কে বলছেন?'

'আমি সেক্রেটারিয়াল সার্ভিস থেকে এসেছি, গত বুধবার থেকে মিঃ রবসনের এখানে কাজ করছি।'

'উনি কখন ফিরবেন?'

'মনে হয় বিকেল চারটার দিকে—একটু ধরুন, কে একজন কথা বলতে চাচ্ছেন—'.

মনে হল কয়েক মিনিট ধরে অপেক্ষা করছে রানা। একসময় লাইনটা কেটে দিল অপারেটর, 'অতিরিক্ত দশ সেণ্ট লাগবে—'

তাই করল রানা। এরপরই সেক্রেটারির কণ্ঠ শোনা গেল, 'খুবই দুঃখিত, মিঃ রানা। মিঃ রবসনের জন্যে আপনার কোন মেসেজ রাখতে হবে?'

'হ্যাঁ, তাঁকে বললেন বেলা, দু'টোর মধ্যে আমি তাঁর ওখানে আসছি। ধন্যবাদ।'

'আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি, মিঃ রানা।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। উঠে আসছে, তখনই বোরচের্তের কথা মনে পড়ল। আর কিছু খুচরো আছে পকেটে। হ্যানোভার স্টেট হাসপাতালে ফোন করল রানা।

না, বোরচের্ত নেই। খুব সকালে বেরিয়ে গেছে। চাকরিতে রিজাইন দিয়ে গেছে সে হঠাৎ।

ওয়েটিং রূমে সিসি সেই একইভাবে বসে আছে। রানাকে দেখে সপ্রশ্ন চোখে তাকাল।

'বোরচের্ত বেরিয়ে পড়েছে।'

'উঁ ?'

'পুলিস ছাড়াও আর একজন লেগে গেছে এখন আমাদের পেছনে। বোরচের্ত। সে যাকগে, খিদে পেয়েছে তো তোমার ?'

'ভীষণ।'

'চল, ওপরে একটা রেস্তোরাঁ আছে।'

প্লেনের আগমন-সংবাদ ঘোষিত হওয়ার পর রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে সারিবদ্ধ যাত্রীদের সাথে যোগ দিল ওরা, চোখকান রাখল খোলা।

ফ্লাইট ছাড়ার কথা ঘোষিত হওয়ার পর দু'জন সাদা পোশাকের পুলিস এসে প্রত্যেক যাত্রীর টিকিট দেখতে লাগল। সিসি ঘেঁষে এল রানার কাছে, মুখ শুকিয়ে গেছে ওর, জোর করে ঠোঁটে হাসি ধরে আছে, পুলিস দু'জন কাছাকাছি আসতেই কি সব প্যাচাল শুরু করল, 'আঙ্কল জন নিশ্চয়ই ওখানে থাকবেন। আমরা ঠিক সময়ে পৌঁছোব

তো ?'

'তুমি মিছিমিছি ভাবছ,' রানা বলল, 'উনি অবশ্যই থাকবেন। আমাদের ফ্লাইট নাম্বারও জানা আছে ওঁর।'

'দুঃখিত, আপনাদের টিকিটটা দেখতে হচ্ছে।'

রানা টিকিট বের করে দিল, জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার ?'

'এটা আমাদের রুটিন চেক,' পুলিসটি বলল, 'গত রাতে হ্যানোভার স্টেট হাসপাতাল থেকে সাংঘাতিক এক রোগী পালিয়েছে। এই আধঘন্টা আগে গাড়িটা উদ্ধার করলাম আমরা।'

'ওহ্,' সিসি বলল, 'এই প্লেনে সেই লোক নেই তো ?'

'ভয় পাবেন না, ম্যাডাম। এই ফ্লাইটে সে নেই।··· ধন্যবাদ, মিঃ মাইকেল।'

একটু পরেই গেটটা খুলে দেয়া হল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ওরা প্লেনে গিয়ে উঠল।

রকফোর্ড থেকে শিকাগো পৌঁছতে লাগল মোট ছেচল্লিশ মিনিট। সোয়া একটার দিকে মিডওয়ে এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করল প্লেন।

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় সিসি শক্ত করে হাত চেপে ধরল রানার। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে টারমিনালের দিকে তাকিয়ে দু'জন পুলিসকে দেখল রানা, প্রতিটি যাত্রীকে তারা শুধু ভাল করে লক্ষ্যই করছে না, বেশ জিজ্ঞাসাবাদও করছে। সিসি বলল ফিসফিস করে, 'তোমার বদলে এখন বোধহয় আমাকেই খুঁজছে। ডঃ ব্লুমের কাছ থেকে গাড়ির ব্যাপার সবকিছুই জেনে ফেলেছে পুলিস।'

রানা বলল, 'কিচ্ছুটি ভেব না। মনে রেখ তুমি সিসি স্প্যাসেক নও, তুমি মিসেস ক্রস মাইকেল।'

সিসি তবু রানার হাত চেপে ধরে রাখল, বলল, 'আমি বরং রান-

ওয়ে ধরে ঐ স্টুয়ার্ডের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলে যাই।'

'ছিঃ, পাগলামি করে না,' রানা মৃদু ধমক দিল, 'পুলিস আর আমাদের জন্যে কোন সমস্যা নয়।'

টারমিনালে সিসির আশঙ্কা কিছুই সত্যি হল না, অনুসন্ধানকারী পুলিস দু'জন দু-চার কথা বলেই ওদের ছেড়ে দিল। কিন্তু রানা কোণের দিকে দাঁড়ান দু'জন লোককে লক্ষ্য করল: প্রতিটি যাত্রীকে তাদের ঠাণ্ডা চোখগুলো নিঃশব্দে অনুসরণ করে যাচ্ছে।

বাইরে এসে ট্যাক্সি নিল ওরা, ড্রাইভারকে পথের নির্দেশ দিয়ে রানা ঘাড় ঘুরিয়েই দেখতে পেল সেই দু'জনকে, টারমিনালের সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে আসছে একটি অপেক্ষমাণ গাড়ির দিকে। একটু দেরি করে ফেলেছে ওরা, গাড়ি ছাড়ার আগেই ট্যাক্সিটা রানা ও সিসিকে নিয়ে সামনের মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একদম নির্জন মনে হল জন রবসনের বাড়িটা। ফটক খোলার জন্যেও একটি লোক এল না। ভেতরে ঢোকার পর নিঃশব্দতা যেন আরো প্রখর হয়ে উঠল।

সেক্রেটারির খোঁজ করল রানা। অফিস-ঘরের দরজাটা খোলা, হাওয়ায় নীল পর্দাটা দুলছে। পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকতে যাবে, তখনই খেয়াল করল ও-পাশের বারান্দার শেষ প্রান্তে উঠে আসছে সাত-আট-জন পুলিস। দু'টো জীপও ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে।

'আসুন, মিঃ রানা,' ঘরের ভেতর থেকে দু'জন এগিয়ে এল, 'আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি। আর আপনি তো মিস স্পাসেক?'

ঘটনাপ্রবাহকে বাধা দেয়ার কোন ইচ্ছে নিজের মধ্যে আর

অবশিষ্ট নেই বলেই অনুভব করল রানা। পুরো ব্যাপারটা এখন নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে ওর, এবার জন রবসনের পালা।

'আপনারা?'

'বসুন, বলছি। আমি সার্জেন্ট ব্রায়ান, উনি লিউটেনান্ট হ্যারিসন। শিকাগো পুলিস ডিপার্টমেন্টের হোমিসাইড থেকে আসছি আমরা।'

'সার্জেন্ট ব্রায়ান।' সোফায় বসতে বসতে রানা কি মনে করতে চাইল।

'হ্যাঁ, বলুন।'

'আপনার—আপনার মেয়েই তো পেনেলোপি?'

'ঠিকই অনুমান করেছেন। আপনার সম্পর্কে পেনেলোপি অনেক কিছুই বলেছে আমাকে। এই ঘন্টাখানেক আগেও ওর সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়েছে আমার। ওর ধারণা আপনার মাথায় বেশ গোলমাল আছে, যদিও আমি ও লিউটেনান্ট তাতে সন্দেহ পোষণ করি।'

'আমি এখানে আসব তা জানলেন কি করে?'

'রকফোর্ড এয়ারপোর্ট থেকে আপনি এখানে ফোন করেছিলেন। আমাদের মেয়েটি আটকে রেখেছিল অনেকক্ষণ কলটা, যাতে আমরা সনাক্ত করতে পারি। এই সময়টায় একটাই প্লেন আসে রকফোর্ড থেকে, কাজেই এয়ারপোর্ট থেকে এ-বাড়ি পর্যন্ত লোক ছড়িয়ে রেখেছি আমরা। কখন কোথায় আসছেন তা ধারণা করতে কোন অসুবিধে হয়নি।'

'মিঃ রবসনের কাছে এই চিঠিটা কি আপনি লিখেছিলেন, মিঃ রানা?' লিউটেনান্ট হ্যারিসন একটা এনভেলপ তুলে দিল রানার হাতে।

এনভেলপটা বেশ করে খেয়াল করল রানা। হ্যানোভার স্টেট

হাসপাতালের এনভেলপ। অপরিচিত হস্তাক্ষরে লেখা ঠিকানা। ভেতরের চিঠিটা ওরই লেখা, দ্রুত লিখে যেটা ও ক্যারী টেলরের হাতে দিয়েছিল।

'হ্যাঁ, আমিই লিখেছি। গত সপ্তাহে।'

'কে এই ডঃ বোরচের্ত ?'

'হ্যানোভার স্টেট হাতপাতালের একজন সাইকিয়াট্রিস্ট।'

'আপনি লিখেছিলেন, মিঃ রবসনের জীবন বিপন্ন। কেন লিখে-ছিলেন ?'

'কারণ আমি জানতাম, ডঃ বোরচের্ত আমাদের দু'জনকেই খুনের পরিকল্পনা করছে।'

'কেন ?'

'কারণ একটি হত্যাকাণ্ড ও কয়েক লক্ষ ডলার আত্মসাতের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটা জানি কেবল আমরা দু'জনই।'

সার্জেন্ট ও লিউটেনান্টের মধ্যে একবার চোখাচোখি হল, 'কেসটা এখন অন্যদিকে মোড় নিচ্ছে সার্জেন্ট, না ?'

'তাই,' সার্জেন্ট ব্রায়ান মাথা নাড়ল, 'ব্যাপারটা আরো খুলে বলুন, মিঃ রানা।'

'আপনারা মিঃ রবসনের কাছে নিশ্চয়ই সব শুনেছেন ?'

'মিঃ রবসন মৃত। গত শনিবার তাঁর শেষকৃত্য হয়েছে।'

'না—'

একটা আর্তস্বর ফুটল রানার কণ্ঠে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সে সামলে নিল।

'মিঃ রবসনের মৃত্যুকে প্রথমে স্বাভাবিক বলেই ধরে নেয়া হয়েছিল। এই ঘরেই ঐ কৌচটায়, তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

ডেথ সার্টিফিকেটে করোনারি থ্রমবোসিস লেখা হয়েছে মৃত্যুর কারণ হিসেবে। কিন্তু আজ সকাল থেকেই আমরা সন্দেহ করতে শুরু করেছি। ব্যাপারটা আপনি বলুন, লিউটেনান্ট।'

'আপনার সম্পর্কে এবং ঘটনাটি এখন যে-দিকে যাচ্ছে—খুব কম জানি আমরা। মিঃ রবসনের এস্টেটের একজিকিউটর দু'দিন আগে আপনার এই চিঠিটা পান। খুলে তিনি পড়েন, তারপর চিঠি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। প্রথমে একে আমরা কোন গুরুত্ব দিইনি। পাগলাগারদ থেকে এসেছে; পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়। আর উকিলদের কাছে এ রকম চিঠি কত আসে। কিন্তু আজ সকালে টেলি-টাইপে হ্যানোভার থেকে আপনার পালানর সংবাদ এল—'

'সঙ্গে সঙ্গে আপনার নামটাও আমার মনে পড়ে গেল,' সার্জেন্ট ব্রায়ান লিউটেনান্ট হ্যারিসনকে থামিয়ে বলতে শুরু করল, 'পেনেলো-পির কাছেই নামটা শুনেছিলাম। এরপর ফোন করলাম পেনে-লোপিকে।'

'আপনার রেকর্ডপত্রও খুঁজে দেখলাম,' লিউটেনান্ট বলল, 'তাতেই জানতে পারলাম মিঃ রবসন ছিলেন আপনার লইয়ার, তখন এ চিঠিটার গুরুত্ব আমাদের কাছে অনেক বেড়ে গেল। আর এ-জন্যেই বিমানবন্দর থেকে এ পর্যন্ত আপনি নিরাপদে আসতে পেরেছেন; সে ব্যবস্থা আমরাই করেছি। কারণ ধরা পড়ে হাসপাতালে যাওয়ার আগেই যাতে পুরো ব্যাপারটা আপনার কাছ থেকে আমরা জানতে পারি, সেজন্যেই এখানে আমাদের বসে থাকা।'

সংক্ষেপে পুরো ঘটনাটা খুলে বলল রানা। পেগী ওয়ার্ডের টাকা ও হত্যাকাণ্ড, আইন ও ডাক্তারদের ফাঁকি দিয়ে রোহলারকে প্রথমে মেনার্ড পরে হ্যানোভারে রাখা তারপর চোমের সঙ্গে তাকে বদলে

ফেলা। নিজের কথাও বলল, কিভাবে নিউইয়র্ক থেকে এল, দু'জন বৃদ্ধের আকুতি কিভাবে তাকে হ্যানোভারে যেতে উদ্বুদ্ধ করল—সুসান রবসনের সঙ্গে প্রেমের অভিনয়, হিলো বারে মদ্যপান ও মারশাল ফিল্ড স্টোরে হামলা—কোনকিছুই বাদ দিল না।

'তবে,' রানা বলল, 'এখানে ফোন করার পরই আমি হ্যানোভারে ফোন করেছিলাম। বোরচের্ত নেই। সম্ভবত সে পালিয়েছে। পালালেও টাকা নিয়ে মনে হয় শিকাগো ছেড়ে যেতে পারেনি এখনো। রোহলারও এখন শিকাগোতে। শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সব পথেই অবিলম্বে চেকিং বসান উচিত।'

'সে ব্যবস্থা করতে পারি, কিন্তু বোরচের্তের বিরুদ্ধে কি প্রমাণ আছে আমাদের ?'

'প্রমাণ ?'

অফিস-ঘরটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল রানা। এই ঘরে বসে জন রবসনের সঙ্গে আলোচনার সময় যে-রকম দেখেছিল, ঠিক তেমনই আছে। কোথাও একটু পরিবর্তন চোখে পড়ল না।

'সে তো তিল তিল করে সংগ্রহ করেছেন মিঃ রবসন। ঐ দু'টো ড্রয়ারের ফাইলগুলো দেখুন, সব তথ্য নিখুঁতভাবে সাজান আছে। ভদ্রলোক তাঁর আইনজীবনের প্রথম কেসটির জন্যে উপযুক্ত প্রস্তুতিই নিয়েছিলেন।'

লিউটেনান্ট হ্যারিসন উঠে গিয়ে ড্রয়ার খুলল। একদম ফাঁকা। একটুকরো কাগজ পড়ে নেই কোথাও।

রানার ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটল, 'আপনারা আজ এখানে এসেছেন কতক্ষণ হল ?'

'সাড়ে বারটার দিকে এসেছি। সামনের দিকটায় সেক্রেটারির

অফিস, ওখানে পুলিসও আছে।'

'তার আগেই কাজ সেরেছে বোরচের্ত অথবা রোহলার। কিন্তু মিঃ রবসনও কম সাবধানী নন : ফার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সেফটি ভোল্টে সবকিছুর আরেকটি করে কপি রেখে গেছেন। আমি নাম্বারটি দিচ্ছি। আপনারা এখনই ওটা বের করে পড়তে শুরু করুন।'

'কিন্তু…'

'কোন কিন্তু নয়। আমি এখন বেরোচ্ছি। দু'ঘণ্টা সময় দিন আমাকে। পালাব না, কথা দিচ্ছি।'

'কোথায় যাবে তুমি ?'

এতক্ষণে জিজ্ঞাসু হল সিসি।

'তুমি এখানেই থাকবে সিসি। মিঃ ব্রায়ান, দোতলায় এই ঘরটায় আমি ছিলাম, ওখানেই ওর থাকার ব্যবস্থা করুন।'

'কিন্তু আপনাকে তো আমরা ছেড়ে দিতে পারছি না অন্তত কেসটার যে-পর্যন্ত না সুরাহা হয়—'

'বিশ্বাস করছেন না ? তাহলে আমার সম্বন্ধে আরো কিছু খবর নিন। সি আই এ-র দফতরে একটা ফোন করলেই চলবে। তারপর আশা করি কোন আপত্তি থাকবে না। আমি অনুরোধ করছি : মিঃ রবসনের নথিপত্রগুলো পড়তে পড়তেই আমি ফিরে আসব—এখন আমাকে বাধা দিলে খুনী দু'জন লক্ষ লক্ষ ডলার নিয়ে উধাও হয়ে যাবে। সিসি থাকল আমার জামিন। আরো দরকার বোধ করলে আমার পেছনে লোকও লাগিয়ে দিতে পারেন।'

ব্রায়ান বা হ্যারিসন কারো চোখেমুখেই আর আপত্তি দেখতে পেল না রানা। একটা ফোন করেই ছেড়ে দিল রানাকে সসম্ভ্রমে।

তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি পেয়ে গেল রানা।

পেগী ওয়ার্ডের বড়তে পৌঁছতে লাগল পনের মিনিটের মত।

পড়ন্ত রোদে নির্জন বাড়িটাকে লাগছে মুছিত, অসাড়। ফটক বন্ধ, অনেকদিন ধরেই বন্ধ, তালায় মরচে জমে গেছে। তবে কি পেগী ওয়ার্ডের টাকা এখনো পেগী ওয়ার্ডের বাড়ি ছেড়ে যায়নি?

দেয়ালের পাশ ধরে হাঁটতে শুরু করল রানা। একেবারে পেছনে চলে এল। এদিকটায় ছোট একটা ফটক। চাকর-বাকরদের ব্যবহারের জন্যে। সহজেই টপকে চলে এল ভেতরে।

নিস্তব্ধতায় ভূতুড়ে হয়ে আছে বাড়িটা। কিচেনের দিকে এসে একটু হতাশ হল রানা: হেড্ডা নামের সেই আয়াটা নেই নাকি? তখনই মনে পড়ল, গ্যারেজের ওপরের ঘরটাতে থাকত রোহলার।

অনেকখানি ঘুরে আসতে হল রানাকে। ভাঙচুর আর রাবিশে পথটা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।

সচকিত হল রানা। গন্ধ পেয়েছে ও।

ময়লা ফেলার জায়গাটা বেশ খোঁড়াখুঁড়ি করা হয়েছে। তাজা মাটি বেরিয়ে পড়েছে। আরো কয়েক জায়গায় এরকম খননের চিহ্ন। গ্যারেজের সামনে একটা শাবল পড়ে আছে দেখল রানা। ঘটনাটা তাহলে খুব আগে ঘটেনি?

চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সাবধান হল রানা।

না, একটি ছায়াও সরল না।

রোহলারের ঘরটায় উঠে এল রানা।

দরজাটা খোলাই। রোহলারের দু'টো হাতই দরজা খুলে রেখেছে।

এই গন্ধটাই পেয়েছিল রানা। হালকা হয়ে বারুদের গন্ধটা এখনো ঘরের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। শরীরে দু'টো গর্ত নিয়ে উবু হয়ে পড়ে আছে রোহলার—একটা হৃৎপিণ্ড বরাবর, আরেকটা ওর থলথলে কান-

টাকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করেছে।

এখনো সম্পূর্ণ জমাট বাঁধেনি রক্ত, কিন্তু বোরচের্ত বেরিয়ে গেছে। গ্যারেজের পেছনের দেয়াল বেয়ে নেমে গেছে। ওপর থেকেই চাকার দাগ দেখতে পেল রানা। অর্থাৎ টাকা তার হস্তগত হয়েছে। মাথায় যেন রক্ত চড়ে গেল ওর।

দ্রুত বাইরে এসে পড়ল রানা। লোকটা ওকে দেখামাত্রই উল্টো-দিকে হাঁটতে শুরু করেছিল, কিন্তু ডেকে বসল রানা। ব্রায়ান কেউ লাগিয়ে রাখতে ভুল করেনি। কাছে আসতে ইতস্তত করল লোকটি প্রথমে, তাকে যেন ডাকা হয়নি এমন ভাবও করল।

খবরটা দিতেই লোকটি দেয়ালের ওপাশে একটা গাছের আড়ালে চলে গেল। পুলিসের জীপ দাঁড়িয়ে আছে। এখনই খবরটা হেডকো-য়ার্টারে চলে যাবে।

মোড়ে এসে ট্যাক্সি নিল রানা, সিসেরো অ্যাভিন্যু দিয়ে যাওয়ার সময় সাইরেন শুনে ঘাড় ফেরাল ও—পুলিসের গাড়ি যাচ্ছে পেগী ওয়ার্ডের বাড়ির দিকে।

রোহলার তাহলে খতম!

বোরচের্ত?

শিকাগো থেকে পালাতে পারবে ও? অসম্ভব কি—পালাবার পথ নতুন করে ভেবে নিয়েছে বোরচের্ত, লোকবলও কিছু কম নেই ওর। নিউইয়র্কের রাস্তায় সুসান রবসনকে গাড়ি চাপা দেয়ার চেষ্টার কথা মনে পড়ল রানার।

হিলো বারের সামনে এসে ট্যাক্সি থামাল রানা। ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে ঢুকল ভেতরে। কাউন্টারে গিয়ে বিয়ার চাইল, কিন্তু বিল ওকে চিনতে পারল না। কোণের দিকে রাখা টেলিভিশনটা

লক্ষ্য করল রানা, সংগতানুষ্ঠান চলছে। একটু পরেই শেষ হল অনুষ্ঠানটি, অন্য একজন ঘোষিকাকে এবার দেখা গেল পর্দায়। পরবর্তী অনুষ্ঠানের ঘোষণা করা হল দেখে একটু নিরাশ হল রানা। বোর-চের্তের ব্যাপারে একটা পদক্ষেপ আশা করেছিল ও।

বিলের সাথে নতুন করে পরিচিত হওয়ার কোন ইচ্ছে নেই রানার। বিল চুকিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন বুথটা চোখে পড়ল। হোমিসাইডে ফোন করল, কিন্তু ব্রায়ান বা হ্যারিসন কেউ উপস্থিত নেই।

সিসি অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে, আসতেই জিজ্ঞেস করল, 'কি খবর?'

'বোরচের্ত পালিয়েছে।'

'ও।'

'আমাদের কাজ শেষ হয়েছে, সিসি, বাকি কাজ পুলিসের।'

'কিন্তু ঝামেলা ফুরিয়েছে বলে কিছু খুশিও তো হওনি তুমি?'

'না, খুশি হইনি। বোরচের্তকে না পেলে…'

দরজায় করাঘাত করল কেউ। সিসি সঙ্গে সঙ্গে সরে গেল।

'আসুন, মিঃ ব্রায়ান।'

লিউটেনান্ট হ্যারিসনকে সঙ্গে নিয়ে সার্জেন্ট ব্রায়ান ভেতরে ঢুকল, 'এইমাত্র ফিরলেন, মিঃ রানা?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার সম্পর্কে আরও খবর অফিসে গিয়েই পেলাম। সি আই এ থেকে এসেছে খবরটা। রেডিও টেলিভিশন ও পত্রিকা থেকে আপনার সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তিটা প্রত্যাহার করা হয়েছে।'

'বোরচের্তের ব্যাপারে কি করলেন ?'

'মিঃ রবসনের কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। আমি সামান্য চোখ বুলিয়েই বুঝেছি বোরচের্তের জন্যে প্রমাণের কোন অভাব হবে না।'

'তাছাড়া চোম ও রোহলারের পরিচয় পরিবর্তনের ব্যাপারটা মস্ত এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ।'

'ঠিক। শিকাগো থেকে সে যাতে বেরোতে না পারে সে ব্যবস্থা পাকা করা হয়েছে। রেডিও টেলিভিশনে একটু পর থেকেই দশ মিনিট পর-পর ঘোষণা যাচ্ছে। সার্চ চলছে প্রতিটি সন্দেহজনক জায়গাতেই।'

'বোরচের্ত তাহলে ধরা পড়ছে ?'

'অবশ্যই। এখান থেকে সূঁচ গলতে পারবে না।'

'আমি কাল সকালের ফ্লাইটে নিউইয়র্ক যাচ্ছি। সিসিও যাচ্ছে আমার সঙ্গে। আজ ঐখানে থাকছি।'

'গার্ড লাগবে ?'

'থাকুক।'

'আরেকটা খবর—ঠিক আছে, আপনার যাওয়ার আগে আমি অবশ্যই দেখা করব।'

সিসি ও রানাকে প্রচুর ধন্যবাদ ও রাজ্যপুলিসের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সার্জেন্ট ব্রায়ান ও লিউটেনান্ট হ্যারিসন বিদায় নিল। বারান্দায় ওদের বুটের শব্দ মিলিয়ে গেল।

'তুমি একটা আশ্চর্য মানুষ, রানা।' সিসি বলল।

'মিছেই আমার প্রশংসা করছ। প্রশংসার অনেকখানি প্রাপ্য তোমার ও ক্যারীর।'

বলতে বলতে সিসিকে কাছে টেনে নিল রানা। জোর করে

নিজেকে ছাড়াতে চাইল সিসি, 'এই, তুমি আবার সেন্টিমেণ্টাল হয়ে যাচ্ছ।'

'প্রথম যেদিন হ্যানোভার থেকে পালাতে গিয়েছিলাম সেদিন কে সেন্টিমেণ্টাল হয়েছিল, সিসি?'

এই প্রথম সিসিকে রাঙা হতে দেখল রানা, আরো সুন্দর লাগল ওকে।

বারান্দায় পদশব্দ শুনে উৎকর্ণ হল সিসি, রানা বলল, 'গার্ড খবর নিতে আসছে।'

রাতের খাবারের মেনু সিসিই সরবরাহ করল গার্ডকে, তারপর বাথরুমে গিয়ে ঢুকল দু'জন। পোশাক পালটে নিল। সেই শাদা পোশাকটা পরল সিসি, অদ্ভুত সুন্দর লাগছে ওকে, স্বপ্নের কোন মায়াবী নারী যেন ও।

রানার দৃষ্টির প্রশংসা বুকে নিয়ে আরো একবার রাঙা হল সিসি, কিন্তু এবার আর সরে যাওয়ার চেষ্টা করল না ও, রানার দিকে সাহসী ও সমর্থ রমণীর মত এগিয়ে এল।

ওর ঠোঁটে স্পষ্ট দেখল রানা তৃষ্ণার জাগরণ, চোখে প্রথম প্রেমিকার মদির বিহ্বলতা। নিজেকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করছে সিসি।

কিন্তু কাছে আসতেই এক ধাক্কায় সিসিকে খাটের ওপাশে ঠেলে দিল রানা, উবু হয়ে নিজেও বসে পড়ল। জানালার পর্দাটি হঠাৎ দুলে উঠতে দেখেছে সে। আলমারির পেছন থেকে বেরিয়ে পড়েছে বোরচের্ত। আলোয় চকচক করছে ওর হাতে ধরা পিস্তলের সাইলেন্সার। তর্জনী চেপে বসে আছে ট্রিগারে।

'বোরচের্ত!'

চিৎকার করে উঠল সিসি।

মুহূর্তে টান টান হয়ে গেছে রানার শরীরের সমস্ত মাংসপেশী। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

'হ্যাঁ, আমি। শুধু একটা কথা রক্ষার জন্যে এখানে অপেক্ষা করছি।'

'কথা ?' দূরত্ব মেপে নিল রানা মনে মনে।

'হ্যাঁ, মনে আছে হ্যানোভারে বলেছিলাম : তোমাকে আমি খুন করব ?'

'কিন্তু পালাতে তুমি পারবে না।' সহজ কণ্ঠে বলল রানা।

'সে আমি দেখব।' কয়েক পা এগিয়ে এল বোরচের্ত, 'স্বীকার করি, আমার চারপাশে ঘনিয়ে এসেছে বিপদ। যে কোন মুহূর্তে ধরা পড়তে পারি। কিন্তু তাই বলে আমার সব বিপদের মূলে যে তাকে আমি রেহাই দিতে তো রাজি নই। এজন্যেই দুপুর থেকে এখানে অপেক্ষা করছি। আমি জানি, নির্বোধ পুলিস সব জায়গা চষে ফেললেও রবসনের বাড়িতে আমাকে খুঁজবে না। তন্নতন্ন করে খুঁজেছে ওরা এবাড়ির প্রতিটি কামরা। আমার জন্যে এটাই সবচে নিরাপদ জায়গা।'

'নিরাপদ ? টাকাগুলো কোথায় রেখেছ, বোরচের্ত ?'

'আমার সঙ্গেই আছে। সুটকেসটা ওখান থেকে দেখতে পাচ্ছ না, রানা, আর এক পা ডাইনে সরলে দেখতে পাবে পরিষ্কার। ইচ্ছে করলে দেখে নিতে পার—শেষ দেখা। হাতে সময় নেই আমার।'

ডুকরে কেঁদে উঠল সিসি।

'ওকেও নিশ্চয়ই খুন করবে তুমি ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ। উপায় নেই। ওর মুখটাও বন্ধ করতে হবে আমার নিরাপদে পালাতে হলে।'

'একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছ বোরচের্ত—আমার কপালের শিরাটা কাঁপছে না ?'

'করেছি। কিন্তু কারণটা বুঝতে পারছি না।'

'এক মিনিট—বুঝিয়ে দিচ্ছি। ভয় পেলে বা বিপদে পড়লে ওটা কাঁপে। পাগলাগারদে তুমি ছিলে প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী, অনেকটা ঈশ্বরের মত শক্তিমান—যা খুশি তাই করতে পারতে তুমি, বাধা দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না আমার। ঐ পরিবেশে সত্যিই ভয় পেয়েছি আমি তোমাকে।

'কিন্তু পাগলাগারদের বাইরে এখানে এই মুহূর্তে আমার সামনে দাঁড়িয়ে তোমারই কপালের শিরা লাফানর কথা, বোরচের্ত। আমার পরিচয় জানা থাকলে ঐ সামান্য পিস্তল বের করতে লজ্জা হত তোমার, প্রস্তুত হয়ে নাও, বোরচের্ত। সময় ফুরিয়ে এসেছে তোমার।'

হাসির মত ভঙ্গি করল বোরচের্ত, কিন্তু হাসতে পারল না। অনিশ্চিত দৃষ্টিতে একবার সিসি আর একবার রানার মুখের দিকে চেয়ে সাহস সঞ্চয় করল।

'হয়েছে। মেলা বক্তৃতা হয়েছে...'

হেসে উঠল রানা।

'তোমার কপালের বামপাশে শিরাটা লাফাতে শুরু করছে বোরচের্ত। নাও...সামলাও।'

কয়েকটা ব্যাপার ঘটে গেল একসাথে।

টিপয়ের গায়ে একটা লাথি দিয়েই একলাফে মেঝেতে পড়ল রানা বামপাশে, সাঁই করে একটা বালিশ ছুঁড়ে মারল সিসি, সাথে সাথে সরে গেল ডানপাশে।

একটা মূল্যবান সেকেণ্ড ব্যয় করে ফেলল বোরচের্ত সিদ্ধান্ত নিতে। চট্ করে মাথাটা সরিয়ে নিল উড়ন্ত বালিশকে লক্ষ্যভ্রষ্ট

করতে, টিপয়টা হাঁটুতে এসে ঠোক্কর খেতে যাচ্ছে দেখে সরে গেল এক কদম। তারপর যখন পিস্তলটা আবার রানার বুকের দিকে তাক করতে যাবে ঠিক তখনই প্রচণ্ড একটা লাথি এসে পড়ল ওর পায়ের গিঁটের উপর।

দুপ্ করে শব্দ হল। গুলিটা রানার কানের পাশে মোজাইকের চল্টা উঠিয়ে পিছলে বেরিয়ে গেল খোলা জানালা দিয়ে। টাল সামলে নেয়ার চেষ্টা করল বোরচের্ত, সাথে সাথেই দ্বিতীয় লাথি এসে পড়ল হাঁটুর উপর। পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেল বোরচের্তের, দড়াম করে আছড়ে পড়ল সে মেঝের উপর। ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেছে ওর মুখ, কিন্তু পিস্তলটা ছাড়েনি সে এখনো – উঠে বসতে বসতে নিজের অজান্তেই চাপ দিল সে ট্রিগারে। দুপ্! প্লাস্টার খসে পড়ল সিলিং থেকে।

প্রায় উড়ে এসে পড়ল রানা ওর বুকের উপর। খপ করে একহাতে ওর কনুইয়ের কাছে চেপে ধরে জোরে একটা চাপ দিতেই ব্যথায় ককিয়ে উঠল বোরচের্ত, খটাং করে পড়ল পিস্তলটা মেঝের উপর। ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিল সেটা সিসির দিকে। তারপর কলার ধরে টেনে দাঁড় করাল বোরচের্তকে।

শেষ চেষ্টা করল বোরচের্ত—দুইহাতে রানার চোখ উপড়ে তোলার জন্যে আঙুল চালাল। কাস্তে চালানর ভঙ্গিতে রানার ডানহাতটা বিদ্যুৎবেগে একবার উঠল এবং নামল। কড়াৎ করে আওয়াজ হল একটা, পরমুহূর্তে অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে বাঁকা হয়ে গেল বোরচের্তের একটা হাত।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল বোরচের্ত।

'এর নাম কারাতে,' প্রফেসরসুলভ ভঙ্গিতে বলল রানা। 'কারাতে কিক্ কাকে বলে দেখবে?'

মেঝে ছেড়ে প্রায় চার হাত শূন্যে উঠে গেল রানার শরীর। ধাঁই করে বোরচের্তের নাক-মুখের উপর পড়ল লাথিটা। গগনভেদী একটা চিৎকার দিয়েই ছিটকে গিয়ে দেয়ালের গায়ে ধাক্কা খেল বোরচের্ত, মাথা ঠুকে গেল দেয়ালে, থেঁতলান নাক-মুখের দিকে আর তাকান যায় না—খাড়া নাকটা তো গেছেই, ওপর-নিচ দুই সারির আটটা দাঁতও খসে গেছে মাড়ি থেকে। ধপাস করে জ্ঞানহীন দেহটা পড়ল মেঝেতে।

'কি হয়েছে, স্যার। গোলমাল···'

হন্তদন্ত হয়ে ঘরে এসে ঢুকল গার্ড, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বোর-চের্তের অবস্থা দেখে। কি মনে করে চট্ করে পকেট থেকে ফটো-গ্রাফ বের করল একটা। ছবির সাথে মেলাবার চেষ্টা করল বোরচের্তের মুখটা। ধীরে ধীরে হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে।

'চেনার উপায় রাখেননি, স্যার···এক্ষুনি ফোন করছি আমি···' বলতে বলতে একছুটে বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘর ভর্তি হয়ে গেল খাকি ইউনিফরমে। পনের মিনিটের মধ্যে রানার বক্তব্য টুকে নিয়ে হাতকড়া লাগান বোরচের্ত আর একশ ডলারের নোট ভর্তি প্রকাণ্ড স্যুটকেস নিয়ে চলে গেল সবাই।

নিঝুম হয়ে গেল বিশাল বাড়িটা।

দুটো গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢালল রানা।

ধীরপায়ে কাছে এসে দাঁড়াল সিসি।

ঠোঁটে মদির হাসি।

—ঃ শেষ ঃ—

রানা-৫০

একখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

শিকাগোর হিলো বারে পর পর কদিন ধরে
মদ খাচ্ছে রানা, চিৎকার করছে ঃ
সুসানকে খুন করবে ও, করবেই।
হ্যানোভার পাগলা-গারদে ভরে দেয়া হলো ওকে।
সেখানে আত্মগোপনকারী দু'জন খুনীর
খোঁজ নিতে গিয়ে উল্টে নিজেই খুনী
সাব্যস্ত হলো রানা। আটকে দেয়া হলো ওকে
হাইলি ডেঞ্জারাস সেলে। শুরু হলো ভুল ইঞ্জেকশন!
অসহায় রানা টের পেলো, সব জেনে
গেছে ডক্টর বোরচের্ত। অত্যন্ত কৌশলে
সবার সামনে প্রকাশ্যভাবে খুন করা হচ্ছে ওকে!
সাহায্যের সব পথ বন্ধ। কাউকে কিছু
বোঝাতে পারছে না রানা।
এমনি সময়ে ওকে বাঁচাতে এগিয়ে এলো
শুধু একজন—সিসি স্পাসেক, রহস্যময়ী
এক উন্মাদিনী যুবতী!

ষোল টাকা

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ২
শো রূম : ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১